৩১

আবার দেখিব সেই বিষণ্ণবদনে
ঝুলিছে সুকণ্ঠে মম কণ্ঠসুশোভিনী,
আবার শুনিব সেই ললিত পঞ্চমে
কহিতেছে,—"এস, নাথ" অমৃতভাষিণী।

৩২

অই রমণীয় কণ্ঠ সুমাধুরীময়,
অমৃতের স্রোত যেন প্রেমের নির্ঝরে,
অই রমণীয় কণ্ঠ মানবহৃদয়ে
সহস্র স্বর্গীয় সুখ সঞ্চারিত করে।

৩৩

রমণী—অমূল্য-রত্ন চির সমুজ্জ্বল,
অপূর্ব্ব ললাম চারু সংসার ভিতরে,
রমণী—অমৃতময় এক বিন্দু জল
সংসারের দুঃখময় অনন্ত সাগরে।*

শ্রীঃ—

* পরের মনের ভাবের জন্য বীণাসম্পাদকের মন দায়ী নহে।
বী-স।

অকাল-ছিন্ন-কুসুম।

কত পুণ্য-ফলে ভারত-কাননে
আসিল একটী মালী ;
এ মরুভূমির উপকার তরে,
শরীর করিয়া কালি,
কত যে ভাবনা ভাবিয়া মনেতে,
সৃজিল একটী ফুল।
যাহার সৌরভে রস-হীন মরু
হইতে সুধার তুল !
অফুট কুসুম কোরক কালেই
উজলিতে ছিল বন ;—
এখন হইতে মধুর আশায়
তৃষিত ভ্রমর-গণ
আসিয়া বসিয়া, গুন গুন রবে
গাইত প্রেমের গান।
কত অনুরাগে নবীন সোহাগে
চুমিত ভরিরা প্রাণ।

কোরক কালেই বিমল সুরভি
মৃদুল পবন-কোলে,
ধীরে ধীরে ধীরে ছুটাইতেছিল,
বিজন কানন-তলে!
মোহের বাজারে রূপের পুতুলি
ভাবুক জনের হিয়া
ছুলিয়া ছুলিয়া কাড়িয়া লইত,
মোহিত করিয়া দিয়া।
ক্রমে ক্রমে সেই রসের মুকুল
তরুণ-বয়স-কালে
হ'ল পরিণত; ফুট-ফুট-প্রায়—
বাহার বাড়ায়ে দোলে।
স্বদেশ বিদেশে ছুটিল সুবাস,
হয়ে অণু অণু প্রায়;
খ্যাতি পরিমল প্রসারিত হয়ে
মিশিল সুদূর বায়।
এখনই এত ফুটিলে কি হবে,
ভেবে পরিণাম তা'র,

পরগুণদ্বেষী পামর কীটাণু
সহিতে না পারে আর ;
ধীর মৃদুগতি কেহ না জানিল,
কেহ না শুনিল কানে,
একেবারে আসি কুসুমের বোঁটা
বিঁধিল পরাণ-পণে !
হায় হায় হায় ! সুকঠিন কীট !
নিঠুর পরাণ তোর—
না ফুটিতে ফুল কোরকে ছিঁড়িয়া
লভিলি কি সুখ-ওর ?
সুকাজ কুকাজ বুঝি না ; অথবা
বুঝিতে কি আর বাকী ?
কোমল কুসুমে অকাল-ছেদনে
পাতক পরশে না কি ?
অই দেখ ছিল ভ্রমর ভ্রমরী,
মধু-পান-আশে ব'সে,
ফুটিলে কুসুম, পীযূষ খাইত,
গাইত মধুর-রসে।

পাগল পরাণে উড়িল ভ্রমর
পুড়িয়া মরম-দুখে,
ভাবি-সুখ-আশা দূরপরাহত—
আঘাত পড়িল মুখে।
অই কাল মুখে গুন গুন রব
ফুটিবে না বুঝি আর ?
কথার শকতি থাকিতে, হইবে
মূকের স্বভাব সার!
তাই বলি ছি ছি, কি করিলি, কীট!
ঘুচাইলি সব সাধ ;
শারদ কমল শিশিরে ডুবা'য়ে,
ঘটাইলি পরমাদ।
দুই দিন পরে ফুটিবে কুসুম,
হইবে মধুর কাল ;—
ভাবিয়া কোকিল ডাকিত এ বনে,
দোলা'ত রসাল ডাল।
না ফুটিতে ফুল, ছিঁড়িলি সবলে,
অকালে বোঁটাটী তা'র,

মলয় বাতাসে হিমানী-সঞ্চার,
আসে কি কোকিল আর ?
অশ্রুবরষণে যেন শাখিকুল
হীন-শাখা-দল-ফল !
কাননের শোভা হরিয়া রে তোর,
কি সুখ হইল বল ?
আর এক কথা বলি তোরে, কীট !
রাখ যদি মোর কথা—
অতুল ক্ষমতা দেখা'য়ে এ বার
ঘুচাও মরম-ব্যথা !
'জীবন—মরণ' দুটি কাঠী তোর
আছে, তা সকলে জানি,
শুকান কুসুমে বোঁটায় বাঁচায়ে
খোল রে যশের খনি।

শ্রীঃ—

বিরহিণী।

১

কাননে ফুটিল ফুল, গুঞ্জরিল অলিকুল,
আইল বসন্ত, সই, প্রাণকান্ত কই কই!
মরি কি আকাশে ঘটা, দ্যাখ লো চাঁদের ছটা,
এ চাঁদে হৃদয়-চাঁদে মনে পড়ে, সই সই!
আহা কিলো স্থবাতাসে ফুলের সৌরভ আসে,
আবেশে অবশ হ'নু, আপনার নই নই,
দ্যাখ চেয়ে পতিরতা, সখি লো, মাধবী লতা,
বেষ্টিয়াছে সহকারে, আমার সে কই কই?
তমালে পিয়ালে তালে, কুহরিছে তালে তালে
মুহু মুহু কুহু কুহু ওই শুন পিক্ লো!
হায় হেন মধুমাসে বঁধু কেন নাহি আসে?
বুঝি কারে ভালবাসে—এ জীবনে ধিক্ লো।

২

অথবা সে দেশে বুঝি যায় না বসন্ত,
সে দেশে ডাকে না পিক্, ডাকিতে লো প্রাণাধিক
সে দেশ কি হিমানীতে ঢাকা লো অনন্ত!

সে দেশে ফুটে না ফুল, ঝঙ্কারে না অলিকুল,
জলধর করে না লো বিজলী-আদর,
রাজহংস সরোবরে আসি নাহি কেলী করে,
সরোজিনী-সনে, সখি, নাগরী নাগর।
তবে কেন এ দেশে লো একাল কোকিল এলো?
নিলাজা মাধবী কেন, দ্যাখ্ চেয়ে ওই?
নাহি মানি দিবানিশি, প্রাণকান্ত অঙ্গে মিশি,
রয়েছে বেহায়া মেয়ে—ছি ছি ছি লো সই!
যে পারে দেখুক চেয়ে;—আমি, সখি, নই।

৩

চাহি না পিকের রঙ্গ, হোক্ তার স্বরভঙ্গ,
এই দণ্ডে শিরঃশূল হোক্ ভ্রমবার লো,
আর কেন সন্ধ্যাবেলা, মেঘেতে বিজলী খেলা,
পতিকোলে প্রেমদারে হেরিব না আর লো।
এত যে যতন করে, সে দুটো পাখীরে ধরে,
রেখেছিনু এত দিন, সখি, আমি আজ লো,
ছাড়ি দিব শুক শারী, উড়ে যাক্ বনচারী,
মোর গৃহে সে দুটোর নাই কিছু কায লো।

উঠি দাবানল জ্বলি, পুড়ে যাক্ বনস্থলী
পুড়ে যাক্ ফুলকুল, উড়ে যাক্ বাস লো,
ডুবে যাক্ চারু চাঁদ— মন মজাবার ফাঁদ—
অতল জলধিতলে, ঘুচে যাক্ ত্রাস লো।

৪

বৃথায় বুঝাও, সখি, কথারি কথায় লো,
বৃথা কর তার আশা, যে ভুলেছে ভালবাসা,
হল না মিলন, সখি, মধুমাস যায় লো।
সখি, নিতি নিতি আর, আশা-পথ চেয়ে তার,
বৃথা জাগি নিশীথিনী,তোমারে জানাই লো।
ওই এলো এলো করি, মিছে জাগা বিভাবরী,
বরঞ্চ ঘুমান ভাল, স্বপনেতে পাই লো।
না না, সখি, সে স্বপন, করিব না দরশন,
সে ঘুম ভাঙ্গিবে শুধু কাঁদিবার তরে লো।
মরীচিকা-প্রলোভন ভুলায় নয়ন মন,
পিপাসু জনের প্রাণ, সহচরি, হরে লো,
শীতল সলিল বিনা কে বাঁচায় তারে লো।

৫

তবে যদি এ সময়, সখি, হয়ে নিরদয়
নাহি এল রসময় হৃদয়রতন লো,
খুলে নে এ চন্দ্রহার, কে শোভা দেখিবে তার,
খুলে নে মালতীমালা, মুছে দে চন্দন লো।

শ্রীঃ—

কেন ভালবাসিলাম।

(১)

আপনার মাথা খেয়ে কেন ভালবাসিলাম,
কেন তারে বারে বারে,
আনি স্মৃতিপথ-দ্বারে,
কেন তার কমনীয় রূপরাশি হেরিলাম ?
হেরিলাম রূপরাশি,—মন প্রাণ হারিলাম !

(২)

আগে নাহি বুঝিলাম,—বিষমাখা দরশন,
তাহা যদি জানিতাম,
তাহা যদি ভাবিতাম,

তবে কেন তার সেই সুহাস চারু বদন,
দেখিবার তরে সদা হত মন উচাটন!

(৩)

কেমনে জানিব হায়!—হায়,কেমনে বুঝিব!—
পাগলে অনল জ্ঞান,
যদি রে জ্ঞানী সমান
থাকিত, তবে কি হাত দেয় সেই অনলে।
আমারি তেমনি আজ,—হৃদয়ে, অন্তরে জ্বলে!

(৪)

আগে জানিতাম,হায়, আমি তার—সে আমার!
প্রণয়প্রতিমা খানি,
দেখিলে জুড়াত প্রাণী,
দেখিবারে লালায়িত ছিনু মুখখানি তা'র,
দেখিলে শীতল হ'ত,—হায়, কি দেখিব আর!!

(৫)

কনককমল মম—হৃদি-সরোবর-শোভা;
কোথা সেই কমলিনী
কোথা মম প্রণয়িনী,

কোথা তার ভালবাসা,—জীবন-মানস-লোভা,
কোথা আমি চিরদুখী,—কোথা তার রূপপ্রভা!

(৬)

কমলিনি, কেন তুমি দেখাইতে ভালবাসা?
কেন, প্রিয়ে, দরশনে,
হরিতে হৃদয় মনে,
জাগাইতে নিদ্রাগত মনোভুক সেই আশা?—
একবার দেখে যাও হেথা মম কোন্ দশা!

(৭)

জীবন মরণে, সখি, তুমিই আমার, হায়!
আমি কি তোমার, প্রিয়ে,
একবার বলি' দিয়ে,
যাও চলি;—তব সুখে কেন ঘটাইব দায়?
যাউক জীবন মম,—যদি তাহা যেতে চায়।

(৮)

মনে পড়ে, প্রিয়তমে, মনে পড়ে কত দিন,
দুরন্ত মাঘের শীতে,
তোমারে শুধু দেখিতে,

পুকুরের পাড়ে যেয়ে, দাঁড়াইত এই দীন,—
দেখিতাম সরোবরে, কুমুদে হতে মলিন।

(৯)

ফুটিত কমল সরে,—গাইত ভ্রমরা গীত;
পুকুরের পাড়ে তুমি,
উজলি কঠিন ভূমি,
ফুটিতে আমারে দেখি;—গাইতে ব্রতের গীত*;
দেখিত প্রণয়ী তব অদূরে হয়ে মোহিত।

---

* মাঘমণ্ডলের ব্রত। বিবাহের পূর্ব্বে পূর্ব্ব-বঙ্গের কোন কোন দেশীয় হিন্দু বালিকারা পিতা, ভ্রাতার মঙ্গলকামনায় এবং ভবিষ্যতে উত্তম স্বামী প্রার্থনায় এই ব্রত করিয়া থাকে। তিনটী মৃণ্ময় স্তূপ আরাধ্য দেবতা,—ফুলে ইহাদিগকে সাজাইয়া প্রাতঃকালে পাড়ার সমবয়স্কারা একত্র হইয়া নানা প্রকার ব্রত বিষয়ক গীত গাইয়া থাকে। পরে প্রাঙ্গণস্থ একটী মণ্ডলের পূজা করিতে হয়—এই পূজার মন্ত্র এই—

"মাঘমণ্ডল মাঘেশ্বর।
বাপ ভাই আমার লক্ষেশ্বর॥

(১০)

গাইতে ব্রতের গীত,—চাহিতে আমার পানে,
নয়নে নয়ন-পাতে
থাকিয়া সখীর সাথে,
লজ্জায় নামাতে মুখ;—পড়ে কি তা আজি মনে?
আজু কি তেমনি ভাবে চাও না লো দরশনে?

(১১)

ব্রতের কুসুম রাশি কুড়ায়ে আনিয়া আমি,
রাখিতাম সংগোপনে,
তোমার কুসুম সনে,
বেশী ফুল দেখি কত আহ্লাদে গলিতে তুমি;—
জানেন সকল কথা, অন্তর, অন্তরযামী।—

মাঘমণ্ডলে ঢেলে ঘি।
আমি বড় মানুষের ঝী॥
মাঘমণ্ডলে ঢেলে মৌ।
আমি বড় মানুষের বৌ॥
ইত্যাদি।

(১২)

আসতে মাতুলালয়ে; যাইতাম আমি তথা;
দেখিতাম—মজিতাম—
মনে মনে ভাবিতাম—
শৈশবের সহচরী—জীবনের সহচরী
হ'লে জানাইব তায় মনে গাঁথা যত কথা।

(১৩)

মনের সকল কথা মনে মনে রহিল;
জানাইব কারে আর,
আমি কার?—কে আমার?
যারে ভাল বাসিতাম, সে আমারে ভুলিল;—
মনের সকল কথা মনে মনে রহিল।

(১৪)

ভেবেছিনু তুমি, প্রিয়ে, বসিবে এ হৃদয়ে,
বান্ধিবে যুগল করে,
ডাকিবে মধুর স্বরে
নাথ বলি;—হায় আশা!—কোথা র'লে নিদয়ে,
ভেবেছিনু কমলিনী আমারই হৃদয়ে।

(১৫)

হৃদয়ের সে প্রতিমা, কেবা হরি' লইল ?
এমন নিষ্ঠুর কেবা,
জীবনবন্ধন যেবা,
কমলিনী তুলি' লয়ে টান দিয়া ছিঁড়িল ?
জীবনবন্ধন আজি কেবা জোরে কাটিল !

(১৬)

পাষাণি—কঠিনে—প্রিয়ে—একবার দেখে যাও ;
তোমার কারণে আজ,
ত্যজি ভয় লোকলাজ,
কান্দিতেছি তব তরে,—এস, প্রিয়ে, মাথা খাও !
কমলিনি—প্রণয়িনি—একবার দেখে যাও।

(১৭)

যাবত জীবন রবে, তোমারেই ভাবিব,
অন্যে এ হৃদয়ে স্থান
পাবে না পাবে না, প্রাণ,
হৃদয়দর্পণে সদা তব মুখ দেখিব ;
তোমা বিনে এ জগতে কারে নাহি জানিব।

(১৮)

প্রিয়তমে—প্রণয়িনি—কমলিনি—প্রাণেশ্বরি,
যাবত রহিব ভবে,
এ জন তোমারি রবে,
জানিলাম তুমি হলে অন্যজন-হৃদীশ্বরী,
তবু তুমি আমারই হৃদে কম মূর্ত্তি ধরি'।

(১৯)

ফুটিলে কুসুম, প্রিয়ে! অলিরাজ তথা ধায়;
যত কাল থাকে সাজ,
ততক্ষণ অলিরাজ,
যেই বাসি—সেই অলিরাজ ত্যাগ করে তা'য়,
থাকে না ক, 'নাথ' ভাব, যদি ফুলে মধু যায়।

(২০)

আমি কিন্তু, প্রিয়তমে!—কোরক সময় হতে,
রেখেছি হৃদয়'পরি,
রাখিব হৃদয় ভরি,
যাবত জীবন রবে, দিব না ক বাঁসি হতে,
কনককমল তুমি, বাসি হবে কোন মতে!

(২১)

ভালবাসা-রেণুকণা ঢেকেছে নয়ন মোর,
তোমার সে হাসি মুখ,
জানিয়া অন্তরে সুখ
প্রদান করিবে, প্রিয়ে, যাবত জীবন ভোর।
জাগিবে অন্তরে সদা, প্রিয়তমে, মুখ তোর।

(২২)

হৃদয়ে জ্বলিছে অগ্নি,—কেন ভালবাসিলাম?
আপনার মাথা খেয়ে,
কেন আশাপথ চেয়ে,
কমলিনীরূপরাশি মনে মনে ভাবিলাম?
ভাবিলাম—তাই আজি নিরাশায় ডুবিলাম!
আপনার মাথা খেয়ে কেন ভালবাসিলাম!

শ্রীঃ—

সন্ধ্যা ।

বেলা গেল, সন্ধ্যা হ'ল সূর্য্য গগনতটে ।
সোণার বরণ রবির কিরণ শোভে আকাশপটে ॥
সঙ্গে রাখাল গো পালে পাল ছেড়ে হাম্বাবুলি ।
এল ধেয়ে গগন ছেয়ে উড়ল পায়ের ধূলি ॥
মাঠে হ'তে কাস্তে হাতে কৃষক আসে ফিরে ।
লাঙ্গল কাঁধে কোমর বেঁধে চল্‌ছে ধীরে ধীরে ॥
ঘোম্‌টা টেনে আড় নয়নে যত কুলনারী ।
কল্‌সি কাঁকে ঠাঠ ঠমকে আস্‌ছে লয়ে বারি ॥
কমল বঁধু খেয়ে মধু উড়লো ঝাঁকে ঝাঁকে ।
জলাশয়ে মলিন হয়ে নলিন বদন ঢাকে ॥
কোকিল পাখী আম্রশাখে-শাখার অন্তরালে ।
মধুর স্বরে আলাপ করে, সুধা যেন ঢালে ॥
বিহঙ্গকুল হয়ে ব্যাকুল শূন্য পথে উঠি ।
বাতাস বয়ে ধায় কুলায়ে দুলিয়ে পাখাদুটি ॥
চাঁপা বকুল মল্লিকা ফুল ফুটলো থরে থরে ।
গোলাপগুলি রূপ উজলি বাগান আলো করে ॥

পূর্ব্বভাগে নবীন রাগে উঠ্‌লো নিশাকর।
রজত বরণ সুধার কিরণ দেখ্‌তে মনোহর॥
একে একে চারিদিকে শত শত দলে,
উঠ্‌লো তারা দীপ্তি-ভরা হীরক যেন জ্বলে॥
সারি সারি পবিত্‌ধারী বসি সরোবরে।
ভক্তিভাবে ইষ্টদেবে জপে যুগল করে॥
যুবক যারা পিরাণ পরা ফিরিয়ে মাথার চুল।
নানা ছাঁদে গল্প ফাঁদে হাতে গোলাপ ফুল॥
ছাতে বসি সব রূপসী হেসে মনের সাধে।
আর্শি দেখে ফুলোল মেখে চিকণ খোঁপা বাঁধে॥
ললাটভাগে সিঁদুর রাগে তরুণ তপনছটা।
প্রাণ্‌নাথের চিত কর্ত্তে মোহিত বড়ই বেশের ঘটা।
শিশুগুলি হু'হাত তুলি আধো আধো বোলে।
আঁধার ভয়ে ভীত হ'য়ে উঠ্‌লো মায়ের কোলে॥

শ্রীঃ—

অতীত জীবনালোক।

হায়, কত দিন নিশীথ রজনী,
যখন নীরবে ঘুমায় ধরণী,
সে সময়ে স্মৃতি মানসমন্দিরে
অতীত আলোক জ্বালে ধীরে ধীরে,—
কত কান্না—কত হাসি—
কত ভালবাসাবাসি—
মধুমাখা প্রেমকথা নবীন যৌবনে,
প্রেমোজ্জ্বল নেত্র কত
নিবিয়াছে জন্ম-মত,
কত উল্লাসিত হৃদি হতাশ এক্ষণে।
হায়, কত দিন নিশীথ যামিনী,
যখন অঘোরে ঘুমায় মেদিনী,
সে সময়ে ধীরে ধীরে, ভূত স্মৃতি আসে ফিরে,
ভাসি আমি আঁখিনীরে আপনা আপনি,
সে সব বান্ধব, যাহাদের সনে
বেঁধেছিনু হিয়া প্রণয়বন্ধনে,

দেখেছি তারাই কালের কবলে,
শুষ্কপত্রপ্রায় পড়িয়াছে গ'লে।
যেন আমি ক্লান্ত হয়ে,
রঙ্গ-শেষে রঙ্গালয়ে,
ভ্রমিতেছি মৃদু পদে একাকী বিরলে।
নিবিয়াছে আলোগুলা,
শুকায়েছে ফুলমালা,
আমি ছাড়া আর সবে গিয়াছে রে চ'লে।
হায়, এইরূপে নিশীথ যামিনী,
যখন নীরবে ঘুমায় ধরণী,
সে সময়ে স্মৃতি মানস-মন্দিরে
অতীত আলোক জ্বালে ধীরে ধীরে।

শ্রীঃ—

স্বপ্ন সন্দর্শন।

১

সত্য কি স্বপন ? সত্যই স্বপন ;
কেন্ হইল রে অন্তর এমন,
  গভীর আবর্ত্তে অস্থির হইল।
সুখ-নিদ্রাঘোরে হয়ে অচেতন,
সংসার ভুলিয়া ছিনু এতক্ষণ,
  এ যাতনা দিতে কেন জাগাইল ?

২

নয়নে আঁধার, শ্রবণ বধির,
কেন জাগাইয়া করিল অধীর ?
  হৃদয় কাঁপিল বিষম আঘাতে ;

"আর সে ত নাই" অস্ফুট বচন,
তীক্ষ্ণধার অসি হইল পতন,
হৃদয় ভেদিল ভীম বজ্রপাতে।

৩

সুখমূল তার হইয়া ছেদন,
থর থর দুলে হইল পতন,
হৃদবারি প্রায় পলকে স্তিমিত।
আশা আসি বারে অশ্রুবারিধারা,
চমকিয়া প্রাণ, হয়ে দিশে হারা,
শূন্যেতে মিশিয়া হইল ধাবিত।
নিরাশ-বাতাস, অনুকূল তায়,
ধনুর্গুণ হ'তে তীর যথা ধায়,
আপন গন্তব্যে ত্বরা উপনীত

৪

শুনিবার যাহা শুনিল শ্রবণে,
দেখিবার যাহা দেখিল নয়নে,
ছিন্ন হয়ে গেল আশালতা মূল।
আঁধার অবনী নয়নে লুকায় ;

কোটিবর্ষপ্রায় সেই ক্ষণকাল,
করিল, অধীর, গভীর আকুল।

৫

যে লাবণ্য-লতা, ধরি প্রেমফুল,
আঘ্রাণে ক্ষণিক করিত আকুল,
দিক্ শোভা ক'রেছিল রে আমার।
যে পূর্ণিমা-সুধা, যবে পরশিত,
মনে শীতলতা, আর না ধরিত ;
সেই স্নিগ্ধ ছায়া পাব না আবার ?

৬

সেই মনোরমা, নবীনা-নলিনী,
সংসার-সরসে নব মৃণালিনী,
মম স্নেহময়ী, প্রেমের প্রতিমা,
বিপদের বন্ধু সম্পদের ধন,
অকূলের তরী, চিত্ত-বিনোদন,
হৃদয়ের সখী, মনের গরিমা।

৭

আর কি হেরিব সে মুখ-চন্দ্রমা ?
যার হাসি রাশি অসীম সুষমা,

ঘোরতমঃ মাঝে নব দীপ-শিখা,
যে বাহু, প্রেমের লতার পরশে,
এ মন-কুসুম ফুটিত হরষে,
হায় রে কোথায় মম প্রাণাধিকা !

৮

শীতল, পবিত্র, কোমল-মৃণাল,
কেমনে ভাঙ্গিলি রে কুঞ্জর কাল !
এখনো হৃদয়, করিছে পরশ ;
প্রেম-হেমময়ী কমলিনী মোর,
দেখে না চাহিয়া এ বিপদ ঘোর,
কেমনে আমার কাটিছে দিবস।

৯

প্রেম-হেমময়ী কমলিনী মম,
না সহিত কভু যাতনা বিষম
ঈষৎ পরশে হইত কাতরা ;
এখন রে সেই ম্লান ইন্দুমুখ,
হাস্যহীন হেরি বিদরিছে বুক,
নিরানন্দময়ী ম্লান বিম্বাধরা।

১০

মুদিত-কোমল-কোরক নয়ন,
প্রফুল্লতাহীন বিষাদে মগন ;
　মুদিতা নলিনী অবনী চুম্বিছে।
লাবণ্য-হিল্লোলে নাহিক বিলাস,
অপূর্ব্ব মাধুরী হয়েছে বিনাশ,
　মুক্তবেণীমালা ভূতলে লুণ্ঠিছে।

১১

দরশনলাভে হয়ে উল্লাসিত,
কতই সুধার বচন ক্ষরিত,
　ভাবে আলু থালু প্রেমপাগলিনী ,
এবে বিনিদ্রিত ভূতলশয়নে,
সেই আমি—সেই না হেরে নয়নে,
　এ কি সেই মম মানগৌরবিনী ?
এ কি সেই মম হৃদবিনোদিনী ?
এ কি সেই মম নয়নরঞ্জিনী ?
　এ কি সেই মম জীবন-মোহিনী ?

১২

চেন চেন করি—চিনিতে না পারি,
সে কিছুই নাই, আহা, মরি মরি!
সে লাবণ্যছটা লুকায়েছে সব।
উন্মূলিতা লতা ধূলায় ধূসরা,
কান্তপুষ্প ম্লান—তবু মনোহরা—
তবু সুমাধুরী দেহের গৌরব।

১৩

মলিন হয়েছে চারুচন্দ্রানন,
তবু হাসি হানি যেন রে এখন,
তবু মন প্রাণ হরিয়া লয়।
তবু এ তৃষিত নয়ন আমার,
চুম্বিবারে ধায় সুধার সুধার;
তবু এ হৃদয় পাগল যে হয়!

১৪

স্বদেশে বিদেশে যথায় থাকিব,
ভুলিবার নয়, আর না ভুলিব,
য দিন বাঁচিব এই ভূমণ্ডলে;

প্রেয়সি রে, তোয় আর না ভুলিব,
কিন্তু ফিরে মনে আর না ভাবিব,
মোর প্রাণধন আছে ধরাতলে।

১৫

নিরাশহৃদয়ে না রাখিব আশা ;
প্রেমবিহঙ্গিনী, ছাড়ি আশা বাসা,
না বলিয়া মোরে কোথায় গিয়েছে।
হৃদয়-পিঞ্জর আঁধার করিল,
প্রণয়-শৃঙ্খল পলকে ছিঁড়িল,
আমার প্রেয়সী আমায় ভুলেছে।

শ্রীঃ—

গ্রহণে দান।

কত দিন পরবাসে ছিনু কোন কার্য্যবশে,
গৃহে আসিলাম শেষে মা'র চারি পরেতে।
ত্রস্ত ভাবে ব্যস্ত হয়ে, গেলাম শয়নালয়ে,
আঁধার সে ঘরখানি,—মণি নাই ঘরেতে।

বিমল আরসিখান, আঁধারে আকুল প্রাণ,
হারায়ে হৃদয়মণি খেদে মুখ ঢেকেছে।
চিরুণী চিরিয়ে বুক, দেখায় মনের দুখ,
কবরী-কুসুম গায় ধূলা মাটী মেখেছে।
চরণ-অলক্ত-রাগ, মেজোয় নাহিক দাগ,
মৃণাল বলয় দুটী শুকাইয়ে গিয়েছে।
লইলে কুসুম তুলি, যেমন পল্লবগুলি,
আঁধার এ ঘরখানি, কে রে মণি নিয়েছে?
বিষাদে ব্যাকুল প্রাণ, ছাড়িনু সে ঘরখান,
গেলাম * * * কাছে, মনে সুখ নাই রে,
এ কি এলাইত কেশে, হেরিনু রাহুর বেশে
গরাসে পূরণ শশী,—এত ঠিক তাই রে।
ভাবিনু গ্রহণ কালে, দানে বড় পুণ্য ফলে,
"কিন্তু কি করিব দান,"—ভাবিলাম যখনি—
আবেশে অবশ প্রাণ, দিনু আলিঙ্গন দান
* * * * *

শ্রীঃ—

এক দিন।

এক দিন
বিকালে বাগানে গিয়া, মৃগ-শিশু কোলে নিয়া,
প্রেয়সী তমালতলে রহিয়াছে বসিয়া ;
সুচিকণ কেশগুলি সমীরণে দুলি দুলি,
অর্দ্ধ-অনাবৃত-বক্ষে পড়িতেছে খসিয়া।
আদরে ধরিয়া বুকে, লাগাইয়া মুখে মুখে,
হরিণ-শিশুর সহ গলাগলি করিয়া,
অনন্ত-অমৃত-রাশি,—হাসিছে গোলাপী হাসি—
সোণামুখে,—প্রিয়তমা মন লয় হরিয়া।
প্রেয়সীর রঙ্গ দেখি, ভাবিলাম-"হলো এ কি ?"
হাসি করতালি দিয়া, মুখে কথা সরে না !
নিরখি পুলক মম, জিজ্ঞাসিল,—"প্রিয়তম !
কেন আজি এত হাসি—গালে যেন ধরে না ?"
কহিলাম,—"প্রাণেশ্বরি ! লোণা জলে ভয় করি,
সাগরে থাকিতে নারি, গেল শশী বিমানে,
তা'তে আরো সর্ব্বনাশ, পোড়া'রাহু করে গ্রাস,
এত যে বিপদ হবে, আগে বল কে জানে ?

শিবের ললাটদেশ, আশ্রয় করিল শেষ,
সেখানেও বিষ-বহ্নি ! তাও গেল ছাড়িয়া ;
অতি গোপনীয় স্থলে,— আসিল ঘোমটাতলে ;
তব মুখ সেই শশী !—প্রাণ নেয় কাড়িয়া !"

শ্রীঃ—

রাগিণী ললিত—তাল আড়া।

আঁধারে মণি-মন্দিরে,
কে তুমি রমণী বল,
শোকে ক্ষোভে নিরন্তর
আঁখি দুটী ছল ছল।
মলিন বসন পরা, ছিন্ন লতা পড়ে ধরা,
কৃতান্ত-কুঠারে, আহা, ছিন্ন সহকার—
বুঝেছি ভারত তুমি, সতীত্ব-সারল্য-ভূমি,
হারায়েছ নিজপতি সতীর এক সম্বল।

বুকে ছুরিকার রেখা যেতেছে, জননি! দেখা,
স্নেহচ্ছে বুঝি করিয়াছে এরূপ প্রহার ?
তব পাপ পুত্রগণে, দেখে নাকি দুনয়নে,
ঝরিতেছে অবিরত, প্রসূ-নেত্রে অশ্রুজল।

শ্রীঃ—

তটিনী-তীরে।

১

নীরব অর্দ্ধেক ধরা, সুখময়-শয়নে,
সুষুপ্ত মানবজাতি রয়েছে এখন,
প্রদীপ্ত অসংখ্য তারা, সুবিমল গগনে,
রাজিছে তাহার মাঝে সুধাংশু-আনন।

২

নিদ্রিত-যুবতী-পাশে, সুখময় শয়নে
সুষুপ্ত প্রাণের পতি সাধনের ধন,
জননী-কোমল-কোলে, সুকোমল শয়নে
সুষুপ্ত কুমার, আহা, প্রফুল্ল-আনন।

৩

মধুলোভে ফুলে ফুলে, মধুময় স্বননে
দিবসে মধুপকুল করেছে ভ্রমণ,
নীরব সকলে তারা, তৃষাতুর শ্রবণে
আর না করিছে এবে, অমিয় বর্ষণ,

৪

নীরব বিহঙ্গকুল, কুলায়েতে পশিয়া,
শান্তির কোমল কোলে শুয়েছে এখন,
বিপিনে বিটপী-শাখে, এ জগত তুষিয়া,
বাজে না বিহঙ্গ-কণ্ঠী বাঁশরী এখন ;

৫

কৌমুদীবসন পরা, মনোহরা যামিনী,
নীহার-মুকুতা-মালা, পাতায় পাতায়,
আহা কি সুরমা শোভা, আঁখি-দুখ-নাশিনী,
কৌমুদী অমিয়মমী বিভাসিত তায় ;

৬

অদূরে তটিনী ওই, পশি নব যৌবনে,
হাসিয়া হাসিয়া, মরি, যেতেছে কেমন,

চঞ্চল লহরীমালা, কল কল স্বননে
　ঢালিয়া অমিয় ধারা জুড়ায় শ্রবণ।

৭

চাঁদের কিরণ মাখা, তটিনীর লহরী
　কল কল রবে, সুখে করিছে গমন,
কনকলহরী যেন বাজাইয়ে বাঁশরী,
　তুষিতে জগত-জনে, করিছে ভ্রমণ।

৮

তোমার লহরীমালা, মনোহরা তটিনি,
　জানি না কাহার তরে ভ্রমে নিশি দিনে,
মিলিয়া সাগরে, সখি, আঁখি-সুখদায়িনি,
　পাও কি অপার সুখ পতি-দরশনে ?

৯

তা হলে তোমার প্রেম, সখি মনোমোহিনি,
　সমুজ্জ্বল, চিরস্থায়ী, কেমন সুন্দর ;
নয় এ জলদ-কোলে সচঞ্চলা দামিনী,
　মানুষের প্রেমজ্যোতি সংসার ভিতর।

১০

প্রকৃত-প্রণয়-স্রোত, সজনি, আমার রে,
কে রোধিতে পারে এই সংসার ভিতরে?
কে রোধিতে পারে তব, চঞ্চল লহরী রে,
প্রণয়-তৃষাতে যাহা যেতেছে সাগরে?

১১

নীরব অর্দ্ধেক ধরা, সুখময় শয়নে
সুষুপ্ত মানব জাতি রয়েছে এখন;
প্রবাহিনী বহিতেছে, কল কল স্বননে,
নিশীথে'ও অবিরাম প্রফুল্লিত মন।

১২

সুধাময়ী যামিনীতে চলিতেছে লহরী,
মধুময় কলরবে তুষিয়া শ্রবণ—
চলিছে—চলিবে পুনঃ, পোহাইলে শর্ব্বরী,
উদিলে উদয়াচলে জগত-লোচন।

১৩

ভ্রমিবে প্রান্তর-মাঝে, কল কল স্বননে
বিরাজে শস্যের ক্ষেত্র, যথা দুই ধার

বন্যজীবসমাকুল, সুভীষণ গহনে
বন ফুল ফুটে যথা, শোভার আধার।

১৪

কৌমুদী মাখিয়া এবে, মনোহরা তটিনি,
তোমার লহরী যেন, কনক লহরী,
রজতের ধারাসম হবে, মনোমহিনি,
দিবাকর-করে দিনে, পোহালে শর্ব্বরী।

১৫

রাজিছে লহরী-শিরে, কুমুদ কবরী রে,
আহা মরি, কিবা শোভা নয়ন-রঞ্জন!
খেলিছে বিমল বক্ষে বিমল চন্দ্রমা রে,
সুভগা তুমিই, তব সুখের জীবন।

১৬

দিবসে আবার যবে, বিষাদিত আননে
পশ্চিম গগন-পারে ডুবিবে তপন,
তোমার লহরীমালা, সুলোহিত বরণে
সাজিয়া, নূতন শোভা ধরিবে তখন।

১৭

কামিনী, কামিনী ফুল, এ সংসার-কাননে,
মনোসাধে, তব তীরে বসিলে তখন,
সেই শোভা, মনোলোভা, নিরখিয়া নয়নে,
অপার আনন্দে হবে, প্রফুল্ল আনন।

১৮

সে ফুল্ল রমণী-মুখ, সখি, তব জীবনে
প্রতিভাত হবে যবে, সুরমা শোভায়
দেখিবে লহরী তব, তৃষাতুর নয়নে—
শশাঙ্ক-আননে তার তুলনা কোথায়?

১৯

তটিনি! তোমার তীরে কতই নগরী রে,
রাজিছে ভূষিত হয়ে, সুবেশ ভূষায়,
সময়ে সময়ে তাই, সে সবে দেখিতে রে,
সুখে কি বেড়াও, সখি, বিমলহৃদয়?

২০

দেখিতে সভ্যতা-রবি সমুজ্জ্বল কিরণে,
ধবলিত সৌধমালা, নয়নরঞ্জন,

বিদ্যার বিমল জ্যোতি, নরহৃদি-গগনে,
সজনি ! এতই সুখ পায় তব মন ?

২১

উত্তুঙ্গ ভূধর-পাদে, বিপিনের মাঝারে,
ভীষণ নিভৃত স্থলে, লভিয়া জীবন,
সুসভ্য নগরী মাঝে, এ জগত ভিতরে,
কে এত আদর লভে, তুমি গো যেমন ?

২২

মরি কি সুরমা শোভা, তটিনীর তীরে রে,
কৌমুদী-বসন পরা যামিনী মিলনে;
প্রকৃতি হাসিছে যেন ফুলকুল সনে রে,
লভিয়া সুরভি-ভার, সমীর স্বননে।

২৩

প্রকৃতির এই রঙ্গে মোহন বাঁশরী গানে
যখনি আসিছে নিদ্রা, সুখের সোপান,
শোকের বিষম বাণে, বিষময় প্রহরণে,
তখনি জাগায় আসি, অভাগা পরাণ।

২৪

প্রকৃত প্রেমের স্রোত, সজনি, আমার রে,
কে রোধিতে পারে এই সংসার ভিতরে,
কে রোধিতে পারে তব, চঞ্চল লহরী রে,
প্রণয় তৃষাতে যাহা যেতেছে সাগরে ?

২৫

সজনি,
নিশিদিন সমভাবে, মনের আনন্দ সবে,
ওই যে লহরী তব যাইতেছে চলিয়া,
ইচ্ছা হয়,
সঁপিয়া উহারি করে, মনের আনন্দভরে,
অসার জীবন মম, যাই আমি ভাসিয়া।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঃ—

চন্দ্র।

বেহাগ—মধ্যমান।

(আস্থায়ী)

কে তোমারে নিরমিল মনোহর শশধর,
কাহার আদেশে তুমি ভুবন উজ্জ্বল কর?

(অন্তরা)

শরীর কিরণে ঢাকা,
বদন অমিয়ে মাখা,
দেখিলে জুড়ায় আঁখি,
চেয়ে থাকি নিরন্তর।

(সঞ্চারী)

কে এমন ধরাতলে,
তোমারে কলঙ্কী বলে ?
ভুলায় জগত জনে
ও কালবরণ ;—

(আভোগ)

ও নয় কলঙ্ক-দাগ,
উজ্জ্বল কজ্জল রাগ
নয়নে শোভি'ছে তব,
নয়নের শোভাকর।*

সোহাগ।

১

কে তুমি রে পাগলিনি, মম হৃদিবিলাসিনি!
নয়নের পথে, প্রিয়ে, খেলিয়ে বেড়াও রে;
কে তুমি রে মনোরমে, বল বল, প্রিয়তমে!
সুধামাখা হাসিমুখ আমারে দেখাও রে?
কিরূপ ওরূপ তব প্রিয়ে রে কেমনে ক'ব?
কিসের তুলনা দিব ভাবিয়ে না পাই রে;
কোথাও নাহিক যাহা, তোমাতে আছে রে তাহা,
সংসারের সার তুমি জানিয়াছি তাই রে।

---

* এই গানের স্বরলিপি বীণার পঞ্চম ক্রোড়পত্রীতে দেখ।

২

দেখাইয়ে হাসিমুখ হরিলে সকল দুখ,
ও হাসি হাসিতে, প্রিয়ে, শিখেছ কোথায় রে?
বিম্বাধরে ওই হাসি আমি বড় ভালবাসি,
সুধামাখা হাসি ওই কে না বল চায় রে?
আর কি আমি রে দুখী, বল দেখি, শশিমুখি!
যখন ও চারু হাসি দেখালে আমায় রে?
কাহার হাসিতে হাসি, সুখের সাগরে ভাসি,
বল দেখি, ও প্রেয়সি! সুধাই তোমায় রে।

৩

অঙ্গে নাহি অলঙ্কার, সুচারু বসন আর,
তবু কি সেজেছ, প্রিয়ে, মনোহর সাজে রে;
কে রে সে রসিকরাজ? পরালে এ চারু সাজ,
ও দেহ স্বর্গীয় সাজে কেমন বিরাজে রে!
দেখ প্রিয়ে একবার ও সাজের কি বাহার,
দর্পণ খুলিয়ে আজ সম্মুখে তোমার রে;
কোথা লাগে অলঙ্কার, সুচারু বসন আর?
যে সাজে সেজেছ তাহা নারীসজ্জাসার রে।

৪

অরসিক রে যুবক! এ তব কিরূপ সক?
অসার সাজেতে মিছে প্রিয়ারে সাজাও রে;
বেনারসী, নীলাম্বরী, সুসূক্ষ্ম ঢাকাই সাড়ী
সোণার প্রতিমা অঙ্গে পরাইয়ে দাও রে;
কবরীতে হেম ফুল, কর্ণেতে হিরণ্য দুল,
উজল নলক দিব্য চারু নাসিকায় রে;
পরাইয়ে মন-সুখে প্রেয়সীর বিধুমুখে
সঘনে চাহিয়ে তব নয়ন জুড়ায় রে।

৫

গলায় মোহন মালা, গোঁপহার সমুজ্জ্বলা,
হীরকখচিত কত চারু অলঙ্কার রে,
শোভে পয়োধর'পরে অপূর্ব্ব সুষমা ধ'রে
উথলিয়ে উঠে তব প্রেম পারাবার রে।
ভুজবল্লী কিবা সাজে নয়ন রঞ্জন সাজে—
—তাবিজ, যশম, বাজু, বলয়, কঙ্কণ রে;
নিবিড় নিতম্ব'পরে চন্দ্রহার শোভা করে,
প্রমদার রূপ সরে হও যে মগন রে।

৬

দূরে ফেল অলঙ্কার, সুচারু বসন আর,
বৃথা বিলাসিনী হ'তে শিখায়ো না প্রিয়ারে;
ম্যাকেসর, ল্যাভেণ্ডার, ইউডিকলোন আর,
প্রেয়সীরে আর, ভাই, দিও না কিনিয়া রে।
নারীর থাকিলে লজ্জা, সেইতো অতুল সজ্জা,
লাজে আকুঞ্চিতা গতি অবনত শিরে রে;
স্বর্গীয় প্রতিমা হেন, ইচ্ছা হয় পূজি যেন,
দিবানিশি রাখি তারে হৃদয় মন্দিরে রে।

৭

মনেতে বাসনা জাগে, কে তুমি রে বল আগে,
কৌতূহল তৃপ্তি কর, বিলম্ব না সয় রে;
যে দিন হেরিনু তোমা শুন ওরে প্রিয়তমা,
সে দিন হইতে মনে ও প্রশ্ন উদয় রে।
আমিতো বুঝিতে নারি, শুন প্রাণ সহচরি!
কে তুমি? কি দিয়ে তোমা নিরমিলা বিধি রে,
কোথা প্রিয়ে সে নির্ম্মাতা? সুধাই রে এ বারতা,
আজি রে বারেক তাঁর দেখা পাই যদি রে।

৮

কি অমূল্য নিধি তুমি, বুঝিতে নারিনু আমি,
উজল জহর কি রে মতি, পান্না, চুনি রে ;
সূর্য্যকান্ত, চন্দ্রকান্ত, নীল কিম্বা অয়স্কান্ত,
নেত্র স্নিগ্ধকর প্রিয়ে, তুমি কোন্ মণি রে ?
তা' নয় কথনো নয়, মণি কি এমন হয় ?
এ স্বর্গীয় প্রভা কভু রহে না তো তার রে ;
উৎকৃষ্ট যে হীরা আছে আসুক তোমার কাছে
দেখিব সে লাজ আজ পায় কি না পায় রে।

৯

গলায় ভূষণ সার তুমি কি মুকুতা হার ?
সুকোমল বাহুলতা বেড়িয়ে গলায় রে
সুশীতল কর প্রিয়ে, এমন তাপিত হিয়ে,
তাই সে মুকুতা মালা বলিনু তোমায় রে।
অথবা সাগর ছেঁচে, বিধি কিরে বেছে বেছে,
অমূল্য রতন হেন দিলেন আমায় রে,
সপ্ত নৃপতির ধনে শুনেছি মাণিক ভণে,
তুমিই কি তাই, প্রিয়ে, সুধাই তোমায় রে।

১০

তুমি কিরে ও প্রেয়সি, শরতের পূর্ণশশী
হৃদয়-আকাশে হও আসিয়ে উদয় রে ;
পৃথিবীর চাঁদ নয়, সে চাঁদে কলঙ্ক রয়,
স্বর্গের সুধাংশু এ যে, কলঙ্ক কোথায় রে ?
এ চাঁদেরে হৃদে ধোরে সুধা খাই প্রাণ ভোরে,
তবুও মেটে না আশা, অরুচি তো নাই রে ;
এ সুধা কোথায় ছিল, এ চাঁদে বা কে রাখিল,
বলিহারি গুণ তাঁর প্রাণ খুলে গাই রে।

১১

তুমি কি মলয় বায় ? পরশি আমার গায়
বিষাদ-তপন-তপ্ত তনুরে জুড়াও রে ;
আই ঢাই করে হিয়ে, তখনি তুমি রে প্রিয়ে,
মলয়রূপিনী হোয়ে দেহে প্রাণ দাও রে।
স্নিগ্ধ বারি কিম্বা হবে, প্রণয় তৃষায় যবে
বুক ফেটে যায়, প্রিয়ে, তোমারি কৃপায় রে
নিবারয় তৃষা মম নিদাঘে পানীয় সম,
তোমা হেন স্নিগ্ধজল কেবা কোথা পায় রে ?

১২

তুমি কি কুসুম প্রিয়ে ? পরিমল বিস্তারিয়ে
উন্মত্ত করেছ মম চিত্তমধুকরে রে ;
কি মাধুরী কিবা গন্ধ, এ আঁখি করেছে অন্ধ,
কোন্ ফুলে হেন মধু সদাই বিতরে রে ?
প্রাণেশ্বরি ! বল কোথা আছে হেন কোমলতা,
সুন্দরতা, মধুরতা অবনী মাঝারে রে ?
বড় সাধ হয় চিতে এ ফুল দেখিতে ছুঁতে,
মালা গাঁথি সমাদরে গলে পরিবারে রে।

১৩

মানবী নহতো তুমি, তুমি পবিত্রতা-ভূমি,
দেবত্ব তোমাতে প্রিয়ে, শোভা পায় সদা রে ;
তুমি লক্ষ্মী, সরস্বতী, মহামায়া, দয়াবতী,
সরলতা মূর্ত্তিমতী তোমাতে, প্রমদা রে।
অন্তরযামিনী হোয়ে অন্তরে বিরাজ, প্রিয়ে,
মুদিলে নয়ন তবু তোমারে নিরখি রে ;

দেবী ভিন্ন সাধ্য কার অন্তরে বিহরে আর ?
যেখানে সেখানে থাকি, তবু সদা দেখি রে।*

১৪

হৃদয়মন্দিরে রাখি পূজিব রে শশিমুখি !
সোণার প্রতিমা তুমি স্বর্গীয় মুরতি রে,
যতনে পূজিব তোমা, প্রণয়িনি প্রিয়তমা,
প্রণয় অঞ্জলি দিব, করিব আরতি রে।
স্নেহের চামর লোয়ে ব্যজন করিব, প্রিয়ে,
যতনে প্রেমের বেদ করিব পঠন রে ;
কিবা দিবা কি শর্ব্বরী, প্রণয়-আহ্নিক করি,
মন-সুখে, প্রিয়তমে, যাপিব জীবন রে।†

১৫

তুমি প্রিয়ে দেবতাই জানিলাম আজি তাই,
পূজিতে তোমায় এত উৎসুক হৃদয় রে ;
বর দিও মনোমত,‡ ভালবাসি আমি যত,

---

* এই শ্লোকটিতে লেখকের সাত্ত্বিক ভাব উপস্থিত হইল না কি ? বী—স।

† প্রেমভক্তির চরম সীমা। বী—স।

‡ ভূষণ দিয়ে পূজা কর, পা'বে মনোমত বর। বী—স।

ভালবেসো সেইরূপ—মিনতি তোমায় রে ;§
এই, প্রিয়ে, করো, ভাই, মনে যেন স্থান পাই,
ভুলো না,তোমায় কভু যায় না তো ভোলা রে;
সকলি ভুলিতে পারি, ও মুখ ভুলিতে নারি,
রসায়নচিত্রসম হৃদে আছে তোলা রে।

১৬

প্রেয়সি রে প্রাণাধার! এস এস একবার,
দেহেতে দেহেতে আজ দোঁহে যাই মিশে রে;
পবিত্র প্রণয়ডোরে বাঁধিয়ে রাখ রে মোরে,
চিরবাঁধা রব দোঁহে, ভয় আর কিসে রে?
তোমারে ধরিয়ে বুকে ভুলে যাই সব দুখে,
বেড়াই অগাধ সুখে নিরন্তর ভেসে রে;
তাই বলি, প্রাণধার! এস এস একবার,
দেহেতে দেহেতে আজ দোঁহে যাই মিশে রে।¶

শ্রীঃ—

§ ভালবাসা বিষম লেঠা, একটু ভুলে ঝাঁটাপেটা। বী—স।
¶ যে দেশে বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত, সে দেশে এ কথা-গুলি কেমন কেমন লাগে, তবে একস্ত্রীক ব্যক্তির কথা স্বতন্ত্র। বী—স।

বিদায়।

(টেনিসনের অনুবাদ)

যাও যাও, প্রবাহিনি,   মৃদু মৃদু নিনাদিনি,
জলধী আলয় ত্বরা যাও ;
সে রাজার কর লয়ে,   মৃদুমন্দ গতি গিয়ে,
রাজকর রাজদ্বারে দাও।
এই পদ আজ হ'তে,   চলিল এথান হ'তে,
পুনঃ ফিরে আর না আসিবে ;
জনমের তরে তাই,   তোমারে হেরিয়া যাই,
চিরদিন মনেতে থাকিবে।
চুপে চুপে ধীরে ধীরে,   মাঠে মাঠে তীরে তীরে
নির্ঝরিণী ক্রমে পুষ্ট হয়ে,
স্রোতস্বতি, বেগভরে   নানা দেশ দেশান্তরে
ভ্রমিমে কুসুম করে লয়ে ;
তবু, নদি, কোন স্থানে   ভেটিবে না মম সনে,
তব তীরে কভু নাহি যাব ;

এই তরু এই স্থানে, কাঁদিবে আপন মনে,
আমি তব সঙ্গ নাহি পাব।
এই লতা এই তীরে কাঁপিবেক ধীরে ধীরে,
অন্য কোথা নাহিক যাইবে।
মধুমক্ষী ধীরে ধীরে গুঞ্জরিবে এই তীরে,
কভু কোন স্থানে না যাইবে।
শত শত যুগ ধরি, দিবাকর তব'পরি'
নিজ কর করিবে অর্পণ,
শত শত যুগ ধরি, প্রভাকর-কর ধরি
হৃদয়েতে করিবে গ্রহণ।
বলিতেছি সত্য করি শুন পাষাণ কুমারি!
চলিলাম—ফিরিব না আর;
এ জনমে তব তীরে, বলিতেছি তব কিরে,
কভু ফিরে আসিব না আর।

শ্রীঃ—

পাখি! তোর এই কাজ?

১

এত যতনের পাখী কোথা গেলি উড়িয়া?
কোথাও না পাইলাম ত্রিভুবন খুঁজিয়া।
এত করে পালিলেম, এত করে শিখালেম,
কিছুতেকি পোড়া পাখী মোর কথা কবে না।
এত পরিশ্রম-ফল কিছুই কি হবে না?

২

ছোটবেলা হ'তে পাখী তোরে কত যতনে।
খাওয়াতেম পড়াতেম কষ্ট সয়ে জীবনে।
হেদে, বেইমান পাখী, তা তুই ভুলিয়া থাকি,
কেমনে এখন উড়ে উড়ে ফির বনেতে?
ভ্রমেও পড়ে না কভু অভাগারে মনেতে?

৩

কষ্ট হবে, এই হেতু অতি ছোট সময়ে
আনি নাই বাসা হ'তে একেবারে নামায়ে,
পিঞ্জরেতে বদ্ধ করে কেবল বাসার ধারে
রেখে দিয়ে এসেছিনু মা বাপের নিকটে।
তারাই পালিত আর সতর্কিত সঙ্কটে।

৪

প্রত্যহ দিনান্তে পাখী কত কষ্ট করিয়া,
একবার প্রাণভরে দেখিতাম আসিয়া,
কতটুক্ বড় হলে, মোরে কি ভাল বাসিলে,
দেখিতাম ওরে পাখী তোমাদের পদ্ধতি,
তোমায় বাসিলে ভাল,তুমি তারে বাস কি ?

৫

নিজে নিজে খুঁটে খেতে পার যবে দেখিলাম,
তখন সাধের পাখী সন্নিকটে আনিলাম,
এত দিন পড়ালেম, পড়াও ত ধরালেম,
কা'ল কেন মন তোর হয়ে গেল উতালা।
অমনি ছুটিয়ে গেলি দিয়ে হৃদয়ে জ্বালা।

৬

বড় আশা ছিল মনে বুকে রেখে তোমারে,
যাহা শিখায়েছি, তাহা শুনিব রে আদরে,
সুধাভরা প্রেমগান, সেই রাধাকৃষ্ণ নাম
শুনিব তোমার মুখে মন প্রাণ ভরিয়া।
চুম্বিব তোমারে পরে পুলকিত হইয়া।

৭

শুনিতাম শুকপাখী পালিলে রে যতনে,
কাছে থেকে পড়া কথা কহে সদা বদনে।
তুই পাখী বেশ ক'রে দেখালি প্রমাণ মোরে,
শিখিলাম করিব না আর কভু হেন কাজ,
অকৃতজ্ঞ হতে তোর হল নাকি মনে লাজ?

৮

ওকি! ঐ কুটীরের মাঝখানে ঝুলিছে,—
লোহার পিঞ্জর; তা'তে কি জানি কি নড়িছে।
দেখে আসি এই না কি আমার সাধের পাখী,
তাই ত রে, এই সেই আদরের ময়না,
আজি কেন মোরে দেখি হেসে কথা কয় না!

৯

হেদে পাখী, কাল তুই, গেলি চলে উড়িয়া,
এখানে আবার তোরে কে আনিল ধরিয়া?
এজে নিঠুরের বাড়ী, কখন গলায় দড়ি
দেয় তোর, প্রিয় পাখি! নাহি তার ঠিকানা।
এত কষ্ট পেলে তোর প্রাণ আর রবে না।

১০

বৃথায় তোমারে, পাখি, এত কথা কহিছি,
আপনার কর্ম্মদোষে সব কষ্ট পেয়েছি।
পরের গাছেতে ছা করেছিল বাপ মা,
তাই বলি পরে নিল হৃদয়ের পাখিটী।
নাহি পারিলাম ইথে কহিবারে কথাটী।

১১

আগে যদি জানিতাম পরের গাছের ছা,
কোনমতে কোন দিন নেওয়াই উচিত না,
তাহলে কি কষ্ট করে আনিরে তোমায় ধরে
না যেতেম আনিবারে হইলেও প্রাণান্ত।
বাড়ীর পাখীই ভালবাসিতাম নিতান্ত।

১২

যাহা হ'ক, মাটি খেয়ে যেই কাজ করেছি,
তার সমুচিত ফল ভাল করে পেয়েছি।
কিন্তু দেখে দুঃখ হয়, হায় এই প্রেমময়
কোমল ময়না পাখী লৌহময় পিঞ্জরে।
অতি কষ্টে ম্লান মুখে কেমনে রে বিহরে।

১৩

কি করিবি পাখী তুই পড়েছিস্ কষ্টে,
সর্ব্বনাশ করিয়াছে মিলি সব দুষ্টে,
তাই বলি বৃথা কেন　　দেখে ম্লান হও হেন,
পবিত্র হৃদয়ে কেন কুলাজের কণ্ডূয়ন্।
কপালের লেখা পাখী নাহি যায় খন্ডন্।

১৪

যে তোরে করিল বদ্ধ লৌহময় পিঞ্জরে,
যোড় হাতে সবিনয়ে কব সেই নিষ্ঠুরে,—
তোরে যেন যতনে　　রাখে হৃদি মাঝখানে,
মাঝে মাঝে যেতে দেয় পিঞ্জরের বাহিরে।
যোড় করে সবিনয়ে কব এই তাহারে।

১৫

উপসংহারের কালে এইটুক বলে রাখি,—
দেখিতে আসিলে পাখী যেন অবশ্যই দেখি।
তোমার সে শশিমুখ　　দেখিলে মনের দুখ
অনেক লাঘব হয় তাই এই প্রার্থনা,—
দেখিতে আসিলে কভু নইরাশ কর না।

১৬

আবার সাধের পাখি ! বলি তোরে বিনয়ে,
আমার শিখান গান যবে তুমি গাইয়ে
তুষিবে পরের মন তবে যেন, প্রাণধন,
এক্‌বার পড়ে মনে অধ্যাপক অভাগায়।
ইহা ভিন্ন গুরু তোর কিছু না দক্ষিণা চায়।

(শেষ স্তবক)

১৭

তবে রে সাধের পাখী আসি গিয়ে এখনে,
কালিকে আবার পাখী দেখাইও বদনে।
তব অই মুখশশী ভাবি যাহা দিবানিশি,
একদণ্ড দেখিলেই জল আসে নয়নে।
তবে রে সাধের পাখি ! আসি গিয়ে এখনে।

শ্রীঃ—

[বীণার পঞ্চম জোড়পাটী।]

বেহাগ—মধ্যমান।

আস্থায়ী

অন্তরা ও আভোগ।

সঞ্চারী।

জয়শ্রী—চৌতাল।

আস্থায়ী।

অন্তরা।

সঞ্চারী।

আভোগ।
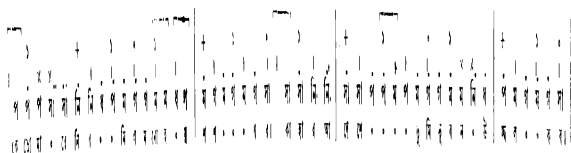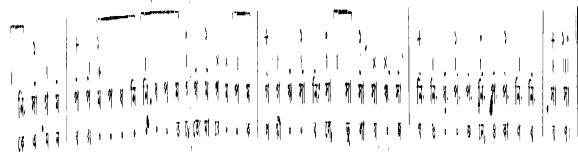
ভারত-চিত্র।

জয়জয়ন্তী—চৌতাল।*

(আস্থায়ী)

বীণার নাহি ঝঙ্কার
ছিঁড়েছে তা'র চারু তার,
তানযোগে আর রে,
অলি না গায় সঙ্গে।

(অন্তরা)

কুসুম-শোভা না বিরাজে,
লতিকা কুসুমে নাহি সাজে,

* "প্রথম মণি ওঁকার, দেবন মণি মহাদেব" বা তদনুকৃত "প্রথম নাম ওঁকার, ভুবনরাজ দেব-দেব" গানের সুর ও তাল।

যামিনীশ তারার মাঝে
সাজে না রে রঙ্গে।

(সঞ্চারী)

প্রাতে নীলাকাশ-ভালে
সূর্য্য না কিরণ ঢালে ;
বায়ু আর তালে তালে
নাচে না তরঙ্গে ;—

(আভোগ)

হায় রে, ভারতে এবে
আলোক গিয়েছে নিবে,
খদ্যোতের ক্ষীণ ভাতি,
তাও নাহি অঙ্গে।

---

1 বীণার ষষ্ঠ ক্রোড়পত্রীতে এই গানের স্বরলিপি দ্রষ্টব্য

পুনর্ম্মিলন।

১

প্রিয়বর ?

কি বলিব ? সকলি ত বলা পুরাতন।
আসিলাম জননীরে দিয়া বিসর্জ্জন।
ভাসালাম দুখনীরে, ভাসিলাম দুখনীরে,
ডুবালাম—ডুবিলাম অতল সাগরে।
একটী বরষ পুনঃ কাটাব কি করে ?

২

"একটী বরষ পুনঃ কাটাব কি করে ?"
আকাশ পূরিল রবে "কাটাব কি করে ?"
ভবিষ্যৎ অন্ধকারে, কে কিবা জানিতে পারে ?
কপালে যা আছে, তাহা হইবে ঘটন।
"অদৃষ্ট" অদৃষ্ট চক্রে হয়েছে সৃজন !

৩

যা হবার তাই হবে—ভেবে কিবা ফল ?
আমি আছি—আশা আছে—মানসিক বল—

সুখ দুঃখ—সদসৎ ভবিষ্যতে পরিণত
হবে, কিন্তু জানিব না, না হলে ঘটন।
তাই বলি, আশা আছে—দেখিব স্বপন!

৪

নির্দ্ধারিত,—একদিন ঘটিবে মরণ;
সার সত্য—ধ্রুব সত্য—বিধির লিখন।
ভবিষ্যৎ অন্ধকারে, কে কিবা দেখিতে পারে,
কিন্তু আমাদেরো, হায়, হবে বিসর্জ্জন!
অতল বিস্মৃতি-জলে হইব মগন!

৫

সেই দিন সকলেরি সমদশা হবে।
"তুমি" "আমি" রব ভবে কিছু নাহি রবে।
উৎসবের পরে সবে, মিলিয়াছি পুনঃ যবে,
প্রীতিপূর্ণ মনে তবে করি নমস্কার।
কে জানে—এমন দিন ঘটিবে কি আর?

৬

"কে জানে—এমন দিন ঘটিবে কি আর?"
এই কি সুখের দিন? নহে বলিবার।

আমাদের সুখরবি গিয়াছে দেখায়ে ছবি,
ঘরে ঘরে হাহাকার হইয়াছে সার।
তবে এ সুখের দিন নহে বলিবার।

৭

দেখেছিলে এ বৎসর, বল, কত জন
এ উৎসবে হয়েছিল আনন্দে মগন?
হাসিভরা কত মুখ নিরখিয়ে পেলে সুখ?
এবার সবার ভাগ্যে বিপরীত ফল!
কোথা মহোৎসব—কোথা ঝরে অশ্রুজল!

৮

যেরূপে বৎসর গেল—করহ স্মরণ!
হৃদয় বিদীর্ণ হয় করিতে বর্ণন!
মহামারী অনাহার, শোক তাপ দুর্নিবার,
হাহাকার রবে পূর্ণ আকাশ পাতাল।
আমাদের আসিয়াছে কাঁদিবার কাল!

৯

দেখিছ কি, পুনঃ ওই পশ্চিম গগনে
কি ভীষণ কাল-মেঘ সাজিছে সঘনে?

দেখ কি, হে প্রিয়বর, নিশ্চিন্ত হয় অন্তর,
ভবিষ্যতে কি আশঙ্কা কর মনে মনে?
উঃ! কি ভীষণ মেঘ সাজিছে সঘনে!

১০

উড়িলে পবন বেগে, সেই মহাঝড়ে
বাড়িবেক হাহাকার প্রতি ঘরে ঘরে।
জানিহ এ সুনিশ্চয়, হইবে মহাপ্রলয়,
উলটি পালটি সব হবে ছারখার।
নাশিতে উঠিছে মেঘ এবার—এবার!

১১

দূর হৌক—ও কথায় নাহি প্রয়োজন।
এস প্রিয়—স্নেহভরে করি আলিঙ্গন।
ভবিষ্যৎ ভবিষ্যতে, মিশাইবে প্রলয়েতে,
আমরাও মিশাইব অনন্ত সাগরে।
ফুরাইবে এ ভাবনা জনমের তরে।

১২

এস তবে, প্রিয়বর! এস আর বার,
জননীরে ভাসাইয়ে করি নমস্কার!

সকলি ভাসিয়া গেছে, হৃদি মাত্র শুষ্ক আছে,
অশ্রুপূর্ণ হ্রদে তাহা করি নিমজ্জন,
.বাসনা—মিটাই করি শেষ আলিঙ্গন!

শ্রীঃ—

ভারত-সন্দর্ভ।

মম ভারতসন্দর্ভং শৃণু দেবি সরস্বতি!

১

কি শুনিতে পাই, ভারতে আবার
বাজে না কি বাঁশী নারীর মুখে?
মধুর কবিত্ব সঙ্গীত-তরঙ্গে
মোহিছে মোহিনী, মনের সুখে।

২

অই দেখ ফিরে, নীল সিন্ধু-তীরে
হইয়ে ভারত, চেতনহারা—
আজানুলম্বিত বাহু বিস্তম্ভিত,
রাজ-কলেবর লুণ্ঠিত ধরা।

৩

সেই চক্ষু মুদে ছিল, কেহ নাহি জাগাইল ;
ক্রমে ক্রমে ঘুমাইল, মহানিদ্রা ঘোরে।
ম্লান মূর্ত্তি, ক্ষীণপুণ্য, অভিভূত, জ্ঞানশূন্য
ভারত নীরবে আহা ঘুমা'ল সংসারে !

৪

যে দিন বাল্মীকি আদি কবিগণ,
মধুর মধুর সঙ্গীত-রসে
মাতাইয়া সবে নানা রাগে রাগে,
পলকে পশিল কালের গ্রাসে।

৫

ডাক একবার সুমধুর স্বরে
ডাক আর্ত্তস্বরে—ডাক একবার ;
ভারত-তনয়ে ! দয়াদ্র´-হৃদয়ে
মধুর-নিনাদে করিয়ে ঝঙ্কার।

৬

"এই কি ভারত ? পূজ্য-আর্য্যবর !
ভুলেছ সে ভাষা ? ভুলেছ সকলি ?

সেই, আর্য্যকুল-গৌরবের মূল—
সংস্কৃত ভাষা, দেছ জলাঞ্জলি ?

৭

আহা, একি হেরি আজ, বল বল মহারাজ !
কে হানিল শিরে বাজ ? নিদারুণ কাল ?
উত্থান-শকতি নাই, মুখে শব্দমাত্র নাই,
সেই বেশভূষা নাই, ধনরত্ন জাল।

৮

বল বল বল, কোন্ দস্যুদলে
নির্দ্দয় প্রহার শরীরে করি,
তোমার সর্ব্বস্ব করিয়ে হরণ,
উজলিল হায়, গজনী পুরী !

৯

তব সর্ব্বরত্ন কোন্ চোরে নিল ?
উন্নতির পথ বল কে রোধিল ?
শাস্ত্ররত্ন-কোষ কে ভস্ম করিল ?
হায়, মুক্তাহার বানরে ছিঁড়িল !”
কি শুনিতে পাই ভারতে আবার

বাজে না কি বাঁশী নারীর করে ?
গাও রে ফুকারি—গাও বার বার
মধুর মধুর মধুর স্বরে।
ভুলুক ভারত, ভুলুক বিদেশ,
তোমার মোহন, অমিয়-স্বরে।

১০

অন্য রাগে কিবা ফল ! বল রে বাঁশরী বল,
ও আলাপে যায় কাল, বৃথা কলকল !
কি ফল মূর্চ্ছনা ছে'ড়ে, গ্রামে গ্রামে স্বর ছে'ড়ে ?
গাও রে ভারত যুড়ে, পবিত্র, নির্ম্মল।

১১

গাও একবার সম্পূর্ণ নিনাদে
শত শত স্বর মিলিত করি,
"এস মা, ভারতে, দেখ গো ভারতে,
অধীন ভারতে ভারতেশ্বরি !"

১২

"দেখ মা, ভারত-চক্ষু ভাসে জলে
মলিন-বদন কাতর প্রাণ।

এমন নিরখি ঝরে না কি আঁখি?
এমন নিরখি কাঁদে না প্রাণ?

১৩

দেখ মা, চাহিয়ে জগতের পূজ্য
সেই আর্য্য, আজ দেখ গো ফিরে,
মহারাজ, হয়ে ভিখারির মত
কি ভাবে লুণ্ঠিত দক্ষসিন্ধুতীরে।

১৪

কি ভাবে এখন, পাগলের পারা,
নিষ্ঠুর-আঘাতে অধীন প্রাণ;
ক্ষত সর্ব্ব অঙ্গে ঔষধি লেপিছ
তুমি, দয়াবতি, করি কৃপাদান।

১৫

কিন্তু, মা, কি হ'ল? এই দুঃখে কাঁদে,
("পূর্ব্ব-অভ্যুদয় পাব কি আর?
চাহি না চাহি না স্বাধীনতা-ধন,
কোথায় আমার রতনাগার!

১৬

কোথায় আমার”—) “ভাবিতে ভাবিতে
শোকেতে অধীর, মলিনমুখ,
চক্ষে ঝরে বারি, তর তর তর,
শত শত ঘায় ফাটিল বুক।

১৭

কাঁদিল আবার তোমারি প্রসাদে
এত দিন পরে পে’য়ে কিছু জ্ঞান,
শিরায় শিরায় ছোটে শতধারে
জ্বলন্ত বিদ্যুতে রুধির-বান।

১৮

সুদীর্ঘ-ললাটে জ্বলে না রতন,
রাজদণ্ড, আর নাহি শোভে করে ;
তাতে দুঃখ নাই, (কোথারে আমার
অমূল্য-রতন) কহে আর্ত্তস্বরে।”—
কি শুনিতে পাই ? ভারতে আবার
বাজাও বাঁশরী, মনের মতন ;—
রাণীর শ্রবণে গাও মধুস্বরে
“কোথা সে আমার অমূল্য-রতন !”

১৯

(কত দীর্ঘকাল ফল মূলাহারে
জটাচীর প’রে নিদিধ্যাসনে,
লভিলাম যেই পূত-ধর্ম্মজ্ঞান
কে হরিল সেই অমূল্য-রতনে ?)”

২০

গাও রে বাঁশরী, পঞ্চমে ঝঙ্কারি
সংস্কৃত স্বরে, পবিত্র-তানে,—
“সেই শাস্ত্র-সিন্ধু, মহারত্নাকর,
ক্রমশঃ বিলয়, কালের গুণে।

২১

বেদের গম্ভীরধ্বনি, তাহে আর নাহি শুনি ;
জ্যোতিষ চন্দ্রের জ্যোতিঃ চির-অস্তগত !
গণিত-মুকুতা হার উদ্ধারিবে কেবা আর ;
দর্শনে দর্শন নাই, আর কব কত !

২২

হায় ! এ বিপদে, হে ভারতেশ্বরি !
নিরুৎসাহ-মন, বিষণ্ণ, মলিন,

ভুলেছি, ভুলেছি, আদি মাতৃভাষা,—
স্বাধীন-কবিত্ব, ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ।

২৩

যে দিন বাল্মীকি ঋষি, ফলমূল সলিলাশী,
পাতার কুঁড়েতে বসি, কলেবর ক্ষীণ,
আদি কাব্য "মা নিষাদ!" সুগম্ভীরে সুনিনাদ
ঝঙ্কারিয়ে সুধাস্বাদ, বাজাইলা বীণ্;

২৪

বীর শান্তি আদি করুণাধ্বনিতে
সেই যে ভারত টলিয়াছিল;
সেই দিন হ'তে কবিতালতায়
সুধাময় ফল ফলিতেছিল।

২৫

কত কল্পবৃক্ষ, জনমি স্বভাবে
বাঞ্ছামত ফল করিল প্রদান;
কি ছিল অভাব? মহত্বে ভারত
জগতের কাছে ছিল অপ্রধান?

২৬

কি নির্দ্দয়রূপে ছিন্ন ভিন্ন কৈল

সে যবনরূপী-মহাঝঞ্ঝাবাত !

গৌরব-গিরির চূড়া হ'ল গুঁড়া

প'ড়ে ভয়ঙ্কর মহাবজ্রাঘাত।

২৭

সবলে ইংলণ্ড নিল করতলে

তাই শুভাদৃষ্ট, এই পরিণাম ;

নতুবা, দারুণ প্রহারে প্রহারে

ধরায় ডুবিত ভারতের নাম !"

কি শুনিতে পাই ? মধুর-ঝঙ্কারে

বাজে না কি বাঁশী, রমার করে ?

ভারতের রমা ! ভারতের রমা !

ভারত নিরখি আঁখি না ঝরে ?

২৮

পুনঃ বীণাপাণি ভারতে এসেছ;

ধরিয়া মধুর-বীণার গান ?

বোধশক্তি ক্ষীণ, শ্রুতিস্মৃতিহীন,
কে বুঝিবে তব মোহন তান ?

২৯

আবার আবার বাজাও বীণায়
সকাতর স্বরে গভীরে মধুর ;
চন্দ্র সূর্য্য আদি নভে দ্রব হো'ক,
ধরা, ধরাধর, হ'য়ে যা'ক চূর।

৩০

রাজমহিষীর দয়ার্দ্র-হৃদয়
অবশ্য গলিবে জাহ্নবীপ্রায় ;
তিনি কি অজ্ঞাত ? ভারতের ভাষা
ভারত হইতে বিলয় পায় !

৩১

নিশ্চয় জানেন ;—"যেই আর্য্যভাষা-
কল্পতরু-শাখে ফলিল কি ফল।
আছে কি তুলনা ? চিত্ত-বশ্য মন্ত্র,
বসন্তের পুষ্প, শরতের ফল।

৩২

যেই আর্য্যভাষা হ'তে অভ্যুদয় ;
অমূল্য-রতন, ভারত-বৈভব ;
চতুর্ব্বেদরূপে চতুর্ম্মুখ-পদ্মে
সর্ব্ব-আদ্যকালে হইল উদ্ভব।

৩৩

যেই আর্য্যভাষা,—সুমধুর বীণা,
প্রতিশব্দে যার সুকাব্য-নিঃসরে ;
কিন্নরীর কণ্ঠে সংগীত-লহরী,
অক্ষরে অক্ষরে সুধারস ক্ষরে।

৩৪

যেই আর্য্যভাষা,—বিমোহন-বীণা,
রমণীর করে করিয়ে গান,—
সরস্বতী-হ'তে লীলাবতী আদি
ভারতে অর্পিল অক্ষয়-জ্ঞান।"
কি শুনিতে পাই! ভারতে আবার ;
বাজাও রে বীণ্ মহারাণী-কানে ;

নিশ্চয় গলিবে দয়ালু-হৃদয়,
মধুর মধুর মধুর তানে।

৩৫

"সেই-মাতৃভাষা আমরা না জানি,
বিজাতীয়-ভাষা বলি বোধ হয়!
হায় রে কি লজ্জা! সে পুরাণ, বেদ,
জ্যোতিষাদি শাস্ত্র, বোধগম্য নয়!

৩৬

উন্নতি! উন্নতি! উন্নতি! বলিযে
অর্থকরী-বিদ্যা, সযত্নে শিখিছ;
তাতে ক্ষতি, নাই;—কিন্তু, কেন বল
অমূল্য-রতন, চরণে ঠেলিছ?

৩৭

ধিক্ আর্য্যকুল-কুলাঙ্গারগণ।
আর্য্যবংশ বলি দেহ পরিচয়?
প্রাচীনা মায়েরে মদগর্ব্ব ভরে
পদে দলিতেছ, নিষ্ঠুর-হৃদয়!

৩৮

প্রাচীন-দশায় নির্ব্বাসিত হ'য়ে
ভ্রমিতেছে মাতা, যথায় তথায় !
মা !—মা !—তুমি চিরদিন তরে
ভারত হইতে লইলে বিদায় !

৩৯

অহো কি যাতনা ! পূর্ব্বপিতৃকুল,
স্বর্গ হ'তে হেরি নয়নে তোরে,
কি ভাবিছে মনে ? ভাব একবার,
শোন কি বলিছে ঐ আর্ত্তস্বরে ;—

৪০

"ও রে ভারতের কুসন্তানগণ !
আর্য্যবংশে জন্ম কেন রে লইলে ?
পবিত্র সুখদ—জাতি ধর্ম্ম জ্ঞান—
রত্ন-পূর্ণ-ভাষা, জলাঞ্জলি দিলে !

৪১

বল বল বল কোন্ বিদেশীরা,
কোন্ প্রাচীনেরা, কোন্ জ্ঞানিগণ,

মস্তকে ধরেনি কোন্ পণ্ডিতেরা,
পরম যতনে এ মহারতন ?”

৪২

শূন্যে সে গর্জ্জন নিঃশব্দ হইল ;
নিস্তব্ধ ভারত অন্তরে কাঁদে ;
ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু, অশ্রুধারা মাত্র
বক্ষঃস্থলে বহে ঝর্ ঝর্ নাদে !

৪৩

দেখ কি, ভারতি ! ভারত-দুর্দ্দশা
স্মরিলে হৃদয়ে বজ্রবৃষ্টি হয়!
সেই বেদ স্মৃতি পুরাণ আগম
পরকীয় দেশে পায় অভ্যুদয় !

৪৪

কি শুনিতে পাই ভারতে আবার
বীণাপাণি, এল ধরিয়ে বীণে !
ধরুক এ রাগ,—ভিক্টোরিয়া-কানে
“চাহ চাহ, মাতঃ ! ভারত দীনে।”

৪৫

বাজাও বীণায় অনুদাত্ত স্বরে
উদাত্ত, স্বরিত, রাগে যুক্ত করি,
কর কৃপাদৃষ্টি, সে আর্য্যভাষায়
"জয় জয় জয় ভারত-ঈশ্বরি !
জয় জয় জয় ভারত-ঈশ্বরি !
জয় জয় জয় ভারত-ঈশ্বরি !"

শ্রীঃ—

বিজয়া ।

১

আজি কি বিজয়া ?
সহৃদয় ভ্রাতঃ ভারতনিবাসি !
নির্জ্জীব এ বঙ্গভূমে, তিন দিন আসি উমে,
কাঁদাইয়া যায় কি গো মহেশমহিষী ;
চল তবে দেখে আসি যায় উমাশশী ।

২

আজি কি দশমী ?

নামে যার শোকে মগ্ন বাঙ্গালী-হৃদয় !
শোকেতে আকুল অঙ্গ, তথাপি বিলোড়ি বঙ্গ,
ঝাঁঝরি কাঁশরি ঘণ্টা কত কি বাজিছে ;
বঙ্গের রমণী শিশু রঙ্গেতে সাজিছে।

৩

আজি কি উৎসব ?

বল, বঙ্গবাসি ভ্রাতঃ ! জিজ্ঞাসি তোমায় ;
হৃদয়েতে কালানল, দুই চক্ষে ঝরে জল,
তথাপি আমোদে কেন হয়েছে অজ্ঞান ?
মাতোয়ারা আর্য্যসুত মুমূর্ষের প্রাণ।

৪

হেরি আজিকার দশা উদিল অন্তরে,
সেই দিন এইরূপ দিল্লী দরবারে।
বহুকাল নিপীড়নে, ভারত মুমূর্ষু প্রাণে,
ছিল যেই আশা, তাহা * * * করে
বিসর্জ্জিয়ে এইরূপে আসিলাম ঘরে।

৫

অনুরূপ ঠিক তার বিজয়া দশমী ;
কত রঙ্গে বাদ্য বাজে, সাজে হিন্দু নানা সাজে,
যমুনা নির্ম্মল নীরে দেই বিসর্জ্জন
পবিত্র ভারতখ্যাতি জন্মের মতন !

৬

সেই দিন এই দিন তুল্য দুই দিন ;
আজিও পশিবে ঘরে, বিসর্জ্জিয়ে শারদারে,
বাদ্যোদ্যম আমোদেতে মাতিবে আবার,
এ দিকে পুড়িয়ে বুক হতেছে অঙ্গার !

৭

ভারতে এখন
মহারাণী মহামায়ারূপে বিরাজিত,
তীক্ষ্ণ অস্ত্র দশ করে, লক্ষ্মী বাণী দুই ধারে,
পদানত শত্রু-সিংহ ক্ষত্রিয় রাজন্ ;
অঙ্গের লাবণ্য যেন ভানুর কিরণ।

৮

ভারতের অনুরূপ এই অভিনয়।
কত কাল হল গত, বোধ হয় সপ্ত শত,

হারায়েছে এ লাবণ্য জননী আমার ;
ফিরিবে কি সেই ভাগ্য পুনঃ একবার ?

৯

জিজ্ঞাসি তোমায়, মাগো, তুমি সর্ব্বমূল,
একবার ও চরণে, পূজা করি দশাননে
বিনাশিলা দাশরথি, * * * *
* * * * * *

১০

দুর্গমের রক্ষাকর্ত্রী তুমি, গো জননি,
পূর্ব্বে যাহা দেখেছিলে,সেরূপ কি দেখে গেলে?
নির্ম্মূল হইতে হিন্দু বাকি কিবা আর ?
এ দেখেও হলো না মা করুণা সঞ্চার ?

১১

জানি আমি মহামায়া ভক্তাধীনা তুমি ;
দানবের অত্যাচারে, দেবগণে রক্ষিবারে,
কতবার দৈত্যকুলে করিলে সংহার।
* * * * *

১২

কি বলিব অত্যাচার, অন্তর্যামী তুমি,
রতনভাণ্ডার যত, বিদেশীরা অবিরত
লুটে খায়,—উপবাসী ভারত-সন্তান,
লক্ষ লক্ষ মরে যেন মশক সমান।

১৩

আর এক কথা মাগো বলি ও চরণে ;—
আজি এ বিজয়া দিনে, গেলি উমা নিকেতনে,
বৎসরান্তে সপ্তমীতে পুনঃ দেখা পাই,
ভারতের বিজয়ার সপ্তমী কি নাই ?

১৪

যে কাল বিজয়া দিনে যবনের করে,
ডুবিল জননী মোর অতল সাগরে।
যে দিন ঘোরীর সনে, পৃথুরায় হত রণে
সে কাল বিজয়া পরে না হল সপ্তমী ;
চিরদিন স্থায়ী কি মা সে কাল দশমী !

১৫

প্রতিমা ডুবিলে জলে, লাবণ্য সলিলে গলে,

তন্তুমাত্র অবশেষে জলে ভাসে তার,
ভারত এখন সেই তন্তুমাত্র সার।

১৬

কি বলিব তব পায় বাক্য নাহি সরে,
এলি যে মা বাপ-ঘরে, কে নিল আদর ক'রে,
সোহাগে কাহার কাছে বসিলে জননী ?
কৈলাসেতে চলেছ মা হয়ে বিষাদিনী !

১৭

নিদ্রাগত সপ্তশত বর্ষ গিরিবর,
কে আনিল তোমা মেয়ে, কে দিল বিদায় দিয়ে ?
ভারতের দুঃখে তোর জনক জননী
অচেতন হয়ে আছে পাষাণ পাষাণী।

১৮

ছিল যথা
উচ্চতম শীর্ষোপরি দেবের নিবাস,
এবে সে শেখর'পরে ম্লেচ্ছ অট্টালিকা করে,
ক্রীড়াস্থান করিয়াছে বাকি আছে আর—
বল, মা গো!—ভারতের ভাগ্যে কি আবার ?

১৯

না জানি কি গুরুপাপে ভুগি এই ফল !
নিত্য সেই সূর্য্যোদয়, সেই চন্দ্র সুধাময়,
গ্রহগণ ওঠে ছোটে না হয় বিলীন ;
ফেরে নাকি ভারতে অভ্যুদয় দিন !

২০

যাও, উমে ! আমোদেতে কাজ নাই আর,
বঙ্গের আমোদ যত, হল চির অস্তগত,
দেখিয়া ও ছায়া আর্য্যনাম মন ওঠে,
আর্য্যসুত ক্ষীণ দেহে বজ্র-অগ্নি ছোটে।

২১

দুখিনি গো, একবার উঠ মা আমার,
রুগ্ন শয্যা'পরে শুয়ে কি দেখিছ আর ?
ঐ দেখ আর্য্যকীর্ত্তি, জলে ভাসে জগদ্ধাত্রী,
উপেক্ষিয়া দুখ তব যায় মহামায়া।
হলো মা ভারতে আজি আবার বিজয়া।

শ্রীঃ—

উন্মাদিনী।

১

চাঁদের কিরণে যমুনা-পুলিনে,
কেরে ও কামিনী ছুটি ছুটি যায়?
কখন হাসিছে, কখন কাঁদিছে,
কখন লুঠিছে ধরার গায়!
চাঁদের চাঁদিমা, সোনার প্রতিমা,
বিদ্যুৎ-বল্লরী,—রমণী-রতন;
আলু থালু কেশ, পাগলিনী বেশ,
বুঝি উন্মাদিনী?—উদ্ভ্রান্ত মন!

২

চল সৌদামিনী, কুসুমকামিনী,
যমুনার শ্বেত সৈকত-চারিণী;
নাচিছে হাসিছে, করতালি দি'ছে,
কভু দোলাইছে মৃণাল-পাণি!
মূরতি মতন, দাঁড়ায়ে কখন;—
অপরূপ রূপ!—নিশ্চল লোচন!

কভু থাকি থাকি উঠিছে চমকি!
পীন বক্ষস্থল কাঁপিছে ঘন!

৩

নিসর্গ গগন ছাড়িয়ে নয়ন
অনন্ত রাজ্যেতে কভু ছুটি যায়;—
কভু আশে পাশে তরাসে তরাসে,
কি যেন তালাসি পায় না, হায়!
কি যেন শুনিতে ক্ষণে সচকিতে
পাতয়ে শ্রবণ!—পুন আর বার
ছুটে ইতি উতি, বিদ্যুতের গতি,
চায় না পশ্চাতে ফিরিয়ে আর!

৪

কভু বা যতনে ফুল অবচয়ি,
সাজি বনদেবী,—হাসে খল খলে!
ফুল উন্মোচিয়ে—কান্দিয়ে কান্দিয়ে,
ভাসায় সে ফুল যমুনা-জলে!
কভু যমুনায় ডাকে "আয়-আয়"—
"সই!—সই!" বলি হাতখানি তুলি!

কভু রোষভরে তরজন ক'রে,
মুঠি মুঠি তায় ক্ষেপয়ে ধূলি!

৫

স্থলকমলিনী, যথা দিনমণি
খরতর করে শুকাইয়ে যায়;—
(নিদাঘ-তাপিতা বাসন্তী-লতিকা)
অই পাগলিনী—ছুটিছে, হায়!
নবীন-যৌবনে, নব সম্মিলনে,
নবীন প্রেমের—নব-সুখ-শিরে,—
বুঝি বজ্রাঘাত হয়ে অকস্মাৎ
হৃদয়ের তার গিয়েছে ছিঁড়ে!

৬

আশার শিকল, ছেদনে বিকল;
মরমে মরমে জ্বলিছে অনল!
শোকের হুতাশ, ভাবনা বাতাস
বহিছে!—ছুটিছে নয়নে জল!
অনন্ত সংসার হয়েছে অসার
বালিকা-জীবনে!—ভাগ্য-লিপি ফলে!

যথা দিশাহারা প্রদোষের তারা
ছুটিয়ে পড়েছে ধরণী-তলে !

৭

আয় পাগলিনি ! নবীনা যোগিনি !
অভাগা বঙ্গের বিষাদ-ভূষণ !
আয় কাঙ্গালিনি ! বঙ্গ-বিরহিণি !
নিসর্গ-ভাণ্ডার—অমূল ধন !
আয় আয় তোরে দেখি আঁখি ভ'রে
বঙ্গ পর্ণাগারে—জলন্ত জ্বলন !
পুলিনে পুলিনে কেন নিশি দিনে
ভ্রম, অভাগিনি !—কি প্রয়োজন ?

৮

পিঞ্জরের পাখি ! যাও লো পিঞ্জরে !
দেখি দশা তোর হৃদয় বিদরে !
কোমল হৃদয়, যাতনা-নিলয়
হেরি অশ্রুধারা কার না ঝরে !
ছিন্ন-তন্ত্রী-বীণে ! আর বাজিবিনে
ভব-রঙ্গালয়ে,—সুমধুর স্বরে !
অস্তগত রবি, নলিনীর ছবি
বিষাদ-মলিন—সুচির তরে !

শ্রীঃ—

স্বদেশ।

১

প্রিয় জন্মভূমি!
স্বর্গ হতে মনোহর ধরাতলে সুখকর
তুমি, মাতঃ! একমাত্র স্থান।
তোমার পবিত্র কোলে বর্দ্ধিত হয়েছি ব'লে,
স্পর্দ্ধা করি পৃথ্বীমাঝে ভারতীয় নাম।
ধরাতে প্রাচীন জাতি আর্য্যসম কার খ্যাতি,
আর্য্যসম কাহার সম্মান?
সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে আর্য্যের সুখ্যাতি ঘোষে,
তোমার মহতী কীর্ত্তি সবে করে গান।

২

জননি!
হত বটে স্বাধীনতা, ভারতের সুখ কথা
আজি বটে স্বপন সমান,
আর্য্য ঋষি-বেদগান ক্ষত্রিয়ের খর বাণ
আজি বটে উপকথা সম বর্ত্তমান!
হিমাদ্রির উচ্চ শিখা অঙ্কিত কলঙ্ক রেখা,
আজি বটে ভারত শ্মশান,
পঙ্কিল জাহ্নবী জল, পবিত্রতা নিরমল
গত আজি বঞ্চিত করিয়া হিন্দুস্থান।

৩

এত দিনে, হায়,
ভীম কর্ণার্জ্জুন বীর লুপ্তস্মৃতি ভারতীর,
পঞ্জাব সহ্যাদ্রি শূন্যময় ;
হাহুতাশ বার মাস, ভারত দাসের বাস,
ঘোষিছে ভারত আজি বিজাতীয় জয়।
হায়, আজি অন্ধকার ঘেরিয়াছে চারিধার,
সুপ্ত আজি ভারতের বীণা ;
ভারতের পূর্ব্বযশ কালেতে কালের বশ,
সত্য বটে, হত এবে ভারত-মহিমা।

৪

কোথা এবে তাঁ'রা?—
বাল্মীকি, কালিদাস, ভবভূতি, বেদব্যাস,
কপিল, কণাদ, পাতঞ্জল ?
প্রিয়পুত্র ভারতের শাক্যসিংহ, শঙ্করের
নামমাত্র স্মৃতিপথে আছে গো কেবল।
গিয়াছে সে সব দিন, ভারত জীবনীহীন,
সার এবে নয়নের জল।
কিছুই নাহিক আর চারি দিকে হাহাকার,
ভারত-গৌরব-রবি গত অস্তাচল।

৫

গিয়াছে সকলি মা'র, দস্যুর পীড়নে আর

কিছু নাই যত রত্ন ধন,
গোলকোন্দানিঃশেষিত, সিংহলের মুক্তা যত
মাণিক প্রবাল মণি কোথায় এখন ?
নাহি কহিনুর মণি, আজি তব ধনে ধনী
অর্থলোভী উরূপা ভবন ;
আজি গৃহে অন্ন নাই, অনশন সর্ব্ব ঠাঁই,
চারিদিকে অন্ন বিনা উঠিছে রোদন।

৬

হায় !
মা, তব মলিন মুখ হেরিয়া বিদরে বুক,
কে মুছাবে নয়নের জল ?
মলিন পরণ-বাস, আলুয়িত কেশপাশ,
পর পদাঘাতে, আহা, ক্ষত বক্ষঃস্থল !
ভারতসন্তানগণ ! ঘুম-ঘোরে অচেতন,
কেন নাহি ভাব এ সকল ?
হা অম্ব ভারতভূমি ! কত বা সহিবে তুমি ?
কবে মা ঘুচিবে তব কুগ্রহ-কুফল।

৭

ভারতহিতৈষী
দেব দ্বিজ আর্য্য ঋষি একবার দেখ আসি
উদাসী ভারতবাসিগণ ;
জননীর হত মান, কণ্ঠাগত প্রায় প্রাণ,

তথাপি কাহার মনে হ'ল না চেতন ?
ধনহীন মানহীন, হা জননি ! কত দিন
এইরূপে ধরিবে জীবন ?
পরপদানত হয়ে সদা পরমুখ চেয়ে
দুখে শোকে কত দিন করিবে যাপন।

৮

স্বর্ণপ্রসূ খ্যাতি যার, এই কি গো দশা তার,
এই কি মা চরম তোমার ?
ক্ষীণবপু হীনবল, সেবি পর পদতল,
যাপিতেছ দিন, ত্যজি নয়ন আসার !
হায়, মাতঃ, এ বয়সে এই ছিল অবশেষে,
এই কি গো লিপি বিধাতার ?
হা ভাগ্য ! হা দৈব ! ধাতা ! হা ঈশ্বর ! হায়, পিতা !
কোন্ দোষে দুখিনীর যাতনা অপার ?

৯

কি আর বলিব ?—
ভারতসন্তান আমি, সম্মুখেতে, জন্মভূমি !
ভাসিতেছ নয়নের জলে।
কিছু নাহি করিলাম; কিছুই না পারিলাম,
কভু নাহি ভাবিলাম দুখিনী মা ব'লে !
তবে, মাতঃ, কেন আর বহ মম দেহভার,
মৃত্যু মোরে করুক কবলে।

ফুটেছে জ্ঞানের আঁখি, বুঝিতে নাহিক বাকি,
তবে আর কোন্ মুখে রব ধরাতলে?

১০

কাঁদিতে এসেছ তুমি, কাঁদ, মা ভারতভূমি!
কিন্তু, হায়, বৃথা এ রোদন;
স্বদেশের দশা স্মরি, ভারতের নরনারী
কেহ নাই ভাবে মাগো জীবনে কখন।
তোমার সন্তানচয় কেহই কৃতজ্ঞ নয়,
দুখে কেহ করে না ক্রন্দন;
তবে, হায়, কেন আর রোদন করেছ সার?
বুঝেছি তোমার আর হবে না মোচন।

১১

হে ভ্রাতঃ ভারতবাসী! জননীর দুখরাশি,
বল দেখি দেখিছ কেমনে?
যে ভীষণ দুখানলে জননী-জীবন জ্বলে,
জ্বলে না কি প্রাণ তব সে ভীম জ্বলনে?
এরূপে উদাস ভাবে আর কত কাল রবে?
জ্ঞান তব হবে কত দিনে?
উঠ ভাই, উঠ ভাই, মা'র আর গতি নাই,
সন্তান তোমরা যদি না হের নয়নে।

শ্রীঃ—

প্রভাত আইল অই।

ভৈরবী—মধ্যমান।

(আস্থায়ী)

প্রভাত আইল অই,
ভারত জাগিল কই ?
প্রভাতের পাখী ডাকে,
ভারত শুনিল কই ?

(অন্তরা)

প্রভাত্-আলোক পেয়ে,
শতদল প্রসারিয়ে,
জলে শতদল ফুটে,
পরিমল ছুঠে অই ;

(সঞ্চারী)

কিন্তু, হায়, একি দেখি,
ভারত মলিনমুখী
না মিলিল আঁখি দু'টি
কেন রে ;—

(আভোগ)

প্রভাতে জাগিল বিশ্ব,
হইল নবীন দৃশ্য,
খুলিল অসংখ্য আঁখি,
ভারতের আঁখি বই।*

দেবসঙ্গীত।

১

হরযোগাসন কৈলাস ভূধর
রজতসন্নিভ দীপ্ত কলেবর
অনন্ত তুষার-আসার-পাতে।

---

* বীণার সপ্তম ক্রোড় পত্রীতে এই গানের স্বরলিপি দ্রষ্টব্য।

উচ্চ চূড়া-শিখা আকাশ ভেদিয়া
র'য়েছে পশ্চাত দিক আবরিয়া,
নীল নভোভালে সুশুভ্র তিলক,
　বারি ঝর ঝর ঝরি'ছে তা'তে।

২

কাল ঘনকুল আসি' ঘন ঘন,
শ্বেতজলধারা করে বরিষণ,
রূপ যা'র কাল, গুণ তা'র ভাল,
　ভাল রূপে গুণ ভাল কি শুধু?
কোকিলে জলদে সমান তুলনা,
ময়ূরে মানবে সমান তুলনা,
রূপ যা'র কাল, গুণ তা'র ভাল,
　ভাল রূপে গুণ ভাল কি শুধু?

৩

সলিল-শীকর মাখিয়া সমীর
চুমি'ছে গিরির নভোভেদি শির,
প্রভাত-তপন লোহিত কিরণ
　মাখাই'ছে ধীরে বিশাল চূড়ে।

তপনের তাপ-গলিত হিমানী
গড়া'য়ে পড়ি'ছে, তলায় তটিনী
সাদরে তাহারে করি'ছে গ্রহণ ;
শবদ উঠি'ছে সুদূর যুড়ে।

৪

কৈলাসের তলে তরুগুল্মগণ
সমীরে করি'ছে শির সঞ্চালন,
সমীরো তা'দের ফুলপত্রচয়
ছিঁড়িয়া ছুড়িয়া ফেলি'ছে ভূমে।
কুসুমভূষণা লতিকা নিচয়
তরুবক্ষে রাখি' কোমল হৃদয়,
লুটিয়া পড়েছে অগাধ ঘুমে।

৫

শিলা-মল ধু'য়ে ঝরি'ছে ঝরণা,
"যাই—যাই—শিলা! সর না—সর না"
বলিয়া যেন রে ছুটি'ছে তটিনী,
উলটি' পালটি' আছাড় খেয়ে।

ছুটিতে ছুটিতে পশিয়া গহ্বরে
ঘন ঘূরে নদী গরজি' গম্ভীরে,
দেখিতে দেখিতে পুনঃ স্ফীত হ'য়ে,
বহির্ভাগে আসি' বহি'ছে ধেয়ে।

৬

অবার্য্য প্রবাহ অতি খরতর,
শিলায় লাগিয়া গর্জ্জে ভয়ঙ্কর,
ফেন রাশি রাশি উঠি'ছে ভাসিয়া,
ছিটা'য়ে পড়ি'ছে শিলার গায়।
খর স্রোত'পরে ভাসি' যায় ফুল,
তলায় গড়ায় ক্ষুদ্র শিলাকুল;
এঁকে বেঁকে নদী ছুটিয়া যায়।

৭

গৈরিক ধুইয়া কোথাও পড়ি'ছে,
কোথাও প্রকৃতি ফোয়ারা ছুড়ি'ছে,
কোথাও পবনে বালুকা উড়ি'ছে,
কোথাও আবার কিছুই নাই;

কোন খানে পুনঃ পর্ব্বতীয় পাখী
শাখি-শাখে থাকি' উঠিতেছে ডাকি';
শিলাসহ কোথা মাটী মাখামাখি,
কোথা বন পুড়ে উড়ি'ছে ছাই।

৮

এ হেন কৈলাস পর্ব্বতের তলে
সহসা ভারতী চৌদিক উজলে।
কোথা হ'তে আজ হেথা আগমন,
এই আগমন কিসের কারণ?
নরে কি বুঝিবে দেবতা-মন?
হ'ল দৃশ্য-শোভা অতি মনোলোভা,
কৈলাসের তলে খেলে দৈব প্রভা,
দিবা কি রজনী—রজনী কি দিবা,
কিছুই বুঝি না;—শোভা নূতন।

৯

আইলা ভারতী শ্বেতাব্জবরণী,
পদে নূপুরের মৃদু রণরণি,
ধবল দুকুল কটিতে বেষ্টিত,

চঞ্চল অঞ্চল ভূতলে লুণ্ঠিত,
গজমুক্তামালা দুলি'ছে গলে ;
শ্বেতপদ্ম হ'তে যদি কিছু আর
মনোহর থাকে ভুবন মাঝার,
তা'রো চেয়ে আরো অতি অপরূপ
রূপরাশি খেলে বদনতলে।

১০

পদ্মকলিমুখ দু'খানি বলয়
হীরকজড়িত অতি শোভাময়,
মণিবন্ধ'পরে দোলে ধীরে ধীরে,
ভানুকরে কর ছুটি'ছে তা'য় ;
অপূর্ব্ব কুণ্ডল কর্ণে শোভা পায়,
গজমৌক্তিকের নোলক নাসায়,
মণিচুণিমতিমরকতমণ্ডিত
সীমন্তভূষণ শোভা বিলায়।

১১

লোহিতাব্জ জিনি' রাঙ্গা পদ দু'টি,
তাই ত চিকুর পড়িয়াছে লুটি'
শিরস ছাড়িয়া চরণ-মূলে।

আলুয়িত কেশে কমলের মালা,
কেশ সহ দোলে পেয়ে অঙ্গদোলা ;
শিরসে শোভি'ছে কমল কীরিট
কুসুম-কেসর-কলকা তুলে।

১২

বাম কুক্ষি'পরে বীণাযন্ত্র থু'য়ে,
বাম বাহু দিয়া তা'রে জড়াইয়ে,
দক্ষিণ করেতে একটি সরোজ
ধারণ করিয়া ঈষত্ চাপে,
আপনার মনে (কি জানি) কি ভাবি'
অচল করিলা স্ব চঞ্চল ছবি ;
ক্ষণেকের তরে নয়ন মুদিলা ;
কেবল চিকুর আঁচল কাঁপে।

১৩

আবার তখনি মেলিয়া নয়ন,
সচল করিয়া অচল চরণ,
কৈলাসের 'তলভূমি পরিহরি',
উঠিতে লাগিলা উপর পানে ;

কিছু দূর উঠি', দেখিলা তথায়
শোভে শৈলকায় নূতন শোভায়,
ভৌধরী প্রকৃতি নাচিয়া বেড়ায়,
হাসিয়া হাসিয়া মোহিত প্রাণে।

১৪

তলশৈলে যাহা, সেখানে তা' নাই;
শিলায় শিলায় ঢাকা সর্ব্ব ঠাঁই;
প্রকৃতি সুন্দরী আপনার মনে
কতই গড়েছে শিলার বেদি।
কোথাও গড়েছে শিলার সোপান
আঁকা বাঁকা—পুন কোথাও সমান;
কোথাও গড়েছে উপল-নিবাস;
কোথা স্তম্ভ-চূড়া গগনভেদী।

১৫

আপনি গড়েছে—আপনি আবার
ভেঙ্গেছে কতই, সংখ্যা নাই তা'র;
সঙ্গে কেহ নাই—আপনি একাই
সেই খানে সুখে বিহার করে।

গিরিদেহ ভেদ করিয়া কোথায়,
আকাশের গায় ফোয়ারা ছুটায় ;
পুনঃ কোন থানে পাতরে তুষারে
ঘসাঘসি করে হু' করে ধ'রে।

১৬

বাষ্প রাশি রাশি কোথা হ'তে আসি'
ঘূরে সেই খানে, গিরিদেহ গ্রাসি' ;
তাহারি ভিতরে প্রকৃতি রূপসী
খেলি'ছে ;—খুলি'ছে অধরে হাসি।
সৌন্দর্য্য মিশিয়া ভয়ের সহিত
সেইখানে আছে চির বিরাজিত ;
প্রাণিশূন্য ঠাঁই—কোথা কিছু নাই,
শুধু বাষ্পরাশি ভূধরগ্রাসী !

১৭

দেবী সরস্বতী সেই স্থান দিয়া,
আরো ঊর্দ্ধে উঠে দেখিয়া দেখিয়া
প্রকৃতির কারুকার্য্য-গুণপণা,
নব ভাবজালে মোহিত হ'য়ে।

তুষার-আসারে ভিজিল বসন,
ভিজিল হীরক-কমল-ভূষণ,
ভিজিল কুন্তল, অসিত বরণ ;
ঝরে হিমজল চরণ ব'য়ে।

১৮

তথা হ'তে পুনঃ ত্বরিত গমনে
উঠেন ভারতী আরো ঊর্দ্ধপানে।
সূক্ষ্ম দেবদৃষ্টি চলে যতদূর,
ততদূর তলে দেখিলা চেয়ে,—
নাহি দেখা যায় মানব-ভবন,
নাহি দেখা যায়, তটিনী কানন,
যা' দেখিতে আশা, তা' নয়নে আর
নাহি পড়িতেছে বিস্মিত হ'য়ে।

১৯

অধোমুখ হ'য়ে নীচুপানে চান,
আবার সরিয়া উঁচুপানে যান,
নীচে ধায় মেঘ, অনিবার্য্য বেগ,
বারি ঝর ঝর ;—মুহুর্মু ডাক।

জলদের পিঠে রবি-কর খেলে,
উজল বিজলী জ্বলে কাল কোলে ;
উপরে আলোক—নীচে অন্ধকার,
তলে জলরাশি—উপরে ফাঁক।

২০

দেখিতে দেখিতে আরো ঊর্দ্ধভাগে
উঠেন ভারতী নব অনুরাগে ;
দেখিলা তথায় আবার নূতন
দৃশ্য অপরূপ বিচিত্র অতি ;—
তলস্তরে গিরি-শিলা আবরিয়া,
তুষারের রাশি জমাট বাঁধিয়া,
বিরাজ করি'ছে অক্ষয় হইয়া,
ভাতে তদুপরে তপন-জ্যোতি।

২১

অতি শুভ্রবর্ণ, নাহি কোন দাগ,
যেন মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম মহাভাগ
অচল হইয়া অচল উপরে
আকার লুকা'য়ে করেন ধ্যান।

সুধীর সঞ্চারে শীতল পবন
তুলি'ছে সেখানে মৃদুল স্বনন ;
গলি'ছে হিমানী—তথাপি অক্ষয়,
নাহি দেখা যায় কভু পাষাণ।

২২

দেখিলা তথায় দেবী সরস্বতী
কিছু দূরে জ্বলে দীপ্ত চিরজ্যোতি ;
তপনের কর মিশিয়া তাহায়,
আরো দীপ্তিরাশি দিতেছে ঢালি'।
যেন সেই স্থান জ্যোতির আকর ;
ভূধরের জ্যোতি ছুঁ'য়েছে অম্বর,
দৈব জ্যোতির্জালে দিগদিগন্তর
পলকে পলকে উঠে উজলি'।

২৩

অতি দ্রুতপদে যাইয়া তথায়,
দাঁড়াইলা বাণী স্তম্ভিতের প্রায়।
দেখিলা অদূরে তুষার-মন্দির
তুষার-ত্রিশূলে ছুঁ'য়েছে নভ ;

চারু ইন্দ্রধনু সে ত্রিশূল'পরে
পতাকার মত দিক্ শোভা করে।
সে মহামন্দিরে হরিষ অন্তরে
বিরাজ করেন ভবানী ভব।

২৪

কোথা কিছু নাই,—আকাশে আকাশে,
মৃদুমন্দগতি শীতল বাতাসে
আপনা আপনি উঠিতেছে ধ্বনি,
অতি মনোহর অমৃতপ্রায়।
প্রতিধ্বনি পুনঃ সে ধ্বনি লইয়া,
ভূধর-গহ্বরে অলক্ষ্যে মিশিয়া,
করিতেছে খেলা থাকিয়া থাকিয়া;
নব প্রতিধ্বনি উঠি'ছে তা'য়।

২৫

মন্দির-দুয়ারে দেখিলা ভারতী,—
পশুপতি-বামে দাঁড়া'য়ে পার্ব্বতী;
কিছু দূরে নন্দী, কাঁধে রাখি' শূল,
করযুগ যুড়ি' দাঁড়া'য়ে আছে।

কোকনদ জিনি' দু'টি চারু কর
রাখিয়া শিবের করের উপর,
মৃদুভাষে শিবা মাগি'ছে বিদায় ;
সজ্জিত কেশরী দাঁড়া'য়ে কাছে।

২৬

হরিষে কেশরী হইয়া মগন,
শিবার শরীর করি'ছে লেহন,
কেশরি-রসনা-নিঃসৃত লালায়
উমার শরীর ভিজিয়া যায় ;
লোমগুচ্ছপুচ্ছ নাড়িয়া কেশরী
পুলক জ্ঞাপি'ছে ধীর শব্দ করি',
কভু বা উমার মুখের উপরি
ভাসা-ভাসা-চ'কে সুধীরে চায়।

২৭

সপ্তমীর ভানু লোহিত বরণে
তবকে তবকে উঠি'ছে গগনে,
কিরণের রেখা উমার বদনে
পড়ি'ছে ; সুষমা খেলি'ছে তা'য়।

"বেলা হ'ল, নাথ! উঠেছে তপন;
ভারত দর্শন করি গে এখন;
তিন দিন পরে আসিব আবার,
কিঙ্করী তোমার বিদায় চায়।"

২৮

মনে ইচ্ছা নাই,—মুখের বচনে
কহিলা শঙ্কর: "এস, বরাননে!
এই তিন দিন প্রতি বর্ষে মোর
নরক নিবাস—মনে যেন রয়।
এস, প্রিয়তমে! এস, মহাসতি!
কেশরিবাহনে কর শুভ গতি,
ভারত দেখিয়া, অবিলম্বে পুনঃ
এস, যেন বেশী বিলম্ব না হয়।"

২৯

সে কালের দৃশ্য অতি চমৎকার,
কে পারে বর্ণিতে?—হেন সাধ্য কা'র?
জগতজননী জগতপিতার
সে কালের দৃশ্য বর্ণিব কেমনে?

শিবার বাসনা ভারত দেখিতে,
শিবের বাসনা ধরিয়া রাখিতে ;
শিবার নয়ন শিবের চরণে,
শিবের নয়ন শিবার বদনে।

৩০

হেন কালে বাণী, দৈববীণাপাণি,
প্রণমিলা দোঁহে, অমৃতভাষিণী।
মহেশ, মাহেশী আশীষিলা তাঁ'য় ;
কহিলা ভবানী মধুর ভাষে :
"স্বলোক ত্যজিয়া সহসা এখানে
কেন এলে, বাছা ! কি ভাবিয়া মনে ?
যা'ব আমি আজ ভারত দর্শনে,
বল ত্বরা, আসা আজি কি আশে ?"

৩১

শিবানীর মুখে শুনি' এই বাণী,
না দিলা উত্তর কিছু বীণাপাণি ;
তুষার-উপরি বসিয়া অমনি,
ঝঙ্কার দিলেন বীণার তারে।

ঝাঁকে ঝাঁকে অলি আইল উড়িয়া,
লাগিল গুঞ্জিতে চৌদিক যুড়িয়া,
বীণার ঝঙ্কার, ভ্রমর-ঝঙ্কার,
চমৎকার ধ্বনি ভূধর'পরে।

৩২

তুষারের রাশি ধপ্ ধপ্ করে,
কাল অলিকুল তাহার উপরে,
বসিয়া পড়িল—আবার উড়িল,
সূক্ষ্মপাথাযোড় ভিজিয়া গেল।
সঙ্গীতপ্রসূতি দেবী সরস্বতী,
একমনে ধীর-দ্রুত-মধ্যগতি
বাজাইলা বীণা-মধুর মধুর,
সুদূরে রব ছুটিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

কদাকার কাল মেঘ, ভীম-গরজন-বেগ,
তবু সেই মেঘ বই কেউ মোর নাই রে।
সে গুণীর গুণে আমি অধীনী সদাই রে।
পারে কি কখন কেহ ক্ষয় করি' নিজ দেহ,
করিতে পরের হিত কাল মেঘ বই রে?
এই অসামান্য গুণে রেখেছে আমারে কিনে
জলদ,—জলদ বই আমি কা'রো নই রে।

২

কামুক কামুকী যা'রা, রূপে তা'রা ভুলে রে,
'আমি তব' 'তুমি মম' রূপেরই মূলে রে।
গুণ ভালবাসে যা'রা, রূপে তুচ্ছ ভাবে তা'রা,
নির্ব্বোধ শুধুই ভুলে শিমূলের ফুলে রে।
আমি ভালবাসি গুণ, হাসি তাই চতুর্গুণ
ঝলসি' সবার আঁখি, জলদের কোলে রে।
জলদে না পেলে মোর হাসি নাহি খোলে রে।

৩

জলদ আমার স্বামী, তা'র প্রিয়তমা আমি,
তা'রে ছাড়ি' ক্ষণকালো না থাকি কোথাও রে,

যেখানে জলদ আছে, বিজলীও তা'র কাছে,
যথা মেঘ নাই—নাই আমিও তথাও রে।
পাইয়া বায়ুর বেগ যেখানে যেখানে মেঘ
বরষি' সলিল, ধায় হইয়া উধাও রে,
আমিও তাহার সনে হাসিয়া উন্মত্তমনে,
খেলা করি, সত্য কি না, একবার চাও রে।

৪

যেই খেলা খেলি আমি ল'য়ে জলধরে রে,
সে খেলা খেলিতে পারে কভু নারী নরে রে?
নাথ মোর ঢালে জল, আমি জ্বালি কালানল,
উভয়ে বেড়াই উড়ে সমীরণ ভরে রে।
বারি ঝরে ঝর ঝর, নিদ্রা যায় নারী নর,
'বড়ই সুখের ঘুম' এই মনে কর রে।
এমন সময়ে মোরে জলদ ইঙ্গিত করে,
আমিও হাসিয়া উঠি' উচ্চতর স্বরে রে,
'বড়ই সুখের ঘুম' পরিণত ডরে রে!

৫

জলদের কোলে খেলি, কখন নয়ন মেলি,
কভু ঘোমটায় মুখ ঢাকি' মুদি আঁখি রে;

কভু জলদের পানে চেয়ে থাকি খোলা প্রাণে,
কভু তা'র কাল কোলে লুকাইয়া থাকি রে।
আবার কখনো সুখে, জলদের কাল বুকে
মোর স্বর্ণ-দেহ-লতা এঁকে বেঁকে আঁকি রে;
ক্ষণেক কালের তরে, আমার রূপের করে
ভূতল জ্বলিয়া উঠে হেম-প্রভা মাখি' রে।

৬

অনন্ত আকাশ-তলে গভীর মেঘের কোলে
আমার অনন্ত খেলা, কিন্তু কবি বলে রে,
মিলে যত সুরবালা করি'ছে জলদে খেলা,
তাঁ'দের অঞ্চল-দশা থেকে থেকে জ্বলে রে।
নয়ন মুদেও থেকে তবু জীব মোরে দেখে,
আঁখি মাঝে তা'র মোর আভা ঝলমলে রে;
এত জোরে আমি হাসি, সুদূর ভূতলবাসী
আঁধারে আঁধার আরো দেখে পলে পলে রে।
পথে পথিকের পদ ভয়ে নাহি চলে রে।

(অসম্পূর্ণ)

বাণী-বিলাপ।

চিন্তারূপ স্বপ্ন ঘোরে কে আসি ছলিল মোরে ;
বিমান-চারিণী-বামা, চারু বিম্বাধরা
ত্রৈলোক্য-মোহন রূপে উজলিয়া ধরা,
ভারতের নভঃ-কেন্দ্র করি আরোহণ,
বসিয়া পুষ্পক রথে মলিন-আনন।
ধবল-বসন, ধবল-ভূষণ,
ধবল-শরীর কান্তি
শারদ-কৌমুদী ভ্রান্তি,
সুনীল-কুন্তল-জাল
যেন নব-মেঘমাল
রমণী সুন্দরী।
হেন রূপ! মরে যাই! কখন ত হেরি নাই!
স্থির হয়ে ভেসেছিল নীরদসুন্দরী।
ক্ষণপ্রভা, নীলাকাশে লীলার লহরী।
বদন ভাসিতেছিল নয়নের নীরে,
রোদন করিতেছিল সুধীর গভীরে ;
রূপেতে অপ্সরী।

"আয় রে ভারত! দেখি একবার
সোণার বাছনি চাঁদ রে আমার!
কেন মুখখানি এমন আঁধার?
কেঁদ না কেঁদ না আর, যাদুমণি!

হারাধন! মোর আয় আয় কোলে,
ডাক, বাছাধন! ডাক মা; মা বোলে,
জুড়াক হৃদয়, স্নেহের হিল্লোলে
ভাসুক অমিয় সাগরে অমনি।

মনে আছে কিছু? তোমায় যে দিন
দুরন্ত যবনে করিল অধীন;
তুমিও হইয়া দয়ামায়াহীন
অধম-চরণে শরণ লইলে?

মূঢ়গণ যবে এই থানাথায়
বারম্বার কত দলেছিল পায়,
একবার ফিরে চাহিলে না মায়,
কি ভাবিয়ে, বাছা, নিদয় হইলে?

সর্ব্ব অঙ্গে মম অস্ত্র বরিষণ
সর্ব্ব অঙ্গে মম রুধির-পতন,
সর্ব্ব অঙ্গে মম জ্বলে হুতাশন,
সে যাতনা কভু ভুলিব কি আর ?

উহু ! সেই কথা হইলে স্মরণ,
ভারত রে; তোর মুখ-দরশন
করিতে চাহে না তাপিত নয়ন,
অনল-কণায় ঢালে শত ধার।

সিংহসুত, যদি বলহীন হয়,
কভু কি তাহার হয় তেজঃক্ষয় ?
আর্য্য-শির কেন অবনত রয়
নিদয় মুসলমানের নিকটে !

ধিক্ ধিক্ তুই কাপুরুষবৎ,
যবন-চরণে হয়ে দণ্ডবৎ,
চির-অপবাদে হাসায়ে জগৎ
ফেলিলি আমায় ভীষণ সঙ্কটে !

তাই, বাছা! আমি হয়ে অনুপায়
চিরদিন তরে লয়েছি বিদায়!
আসিব বলিয়া প্রাণ নাহি চায়
কত সুখে আছি বলিবারে নারি;

পূর্ব্ব-স্নেহ তব করিয়া স্মরণ,
দেখিতে এসেছি ও চাঁদবদন;
সেই অনাথায় চেন কি এখন?
সেই তব মাতা পথের ভিখারি!

আসিয়ায় আর কি হবে আসিয়া!
কত সুখলাভ ইংলণ্ডে বসিয়া।
যাহার মায়ায় গোলোক ভুলিয়া,
ভূলোকে পুলকে করিতেছি বাস।

ফ্রান্স, প্রিয়সুত ইংলণ্ড, জর্ম্মান্
কতরূপে মম বাড়াইছে মান!
করি নব নব অলঙ্কার দান
ম্লান কান্তি মম করিছে প্রকাশ।

মধুকরসম গুণ গুণ গানে
মধু ধ্বনি যোগে সুললিত তানে,
বন ফুল দলে, সুখ-সুধাদানে
উল্লাসিছে সদা প্রিয় সুতগণ,

বিজ্ঞান-পুষ্পকে করি আরোহণ
অকূল অম্বরে করি বিচরণ,
তারা-ফুলবনে করিয়া ভ্রমণ
কত শোভারাশি করি দরশন।

বহুদূরে থাকি দেখিতে না পাই,
দূরবীণ-পথে নয়নে পাঠাই,
গ্রহ রবি শশী ভূতলে আনাই,
সে সবে হেরিয়া হই পুলকিত।

জলধর-কোলে দোলে সৌদামিনী,
শৈবালে শোভিত যেন কমলিনী,
ইন্দ্রধনু-পাশে বসি একাকিনী,
চমকে চমকে হই বিমোহিত।

ভূলোক, স্বলোক, কিবা রত্নাকর,
যথা ইচ্ছা তথা ভ্রমি নিরন্তর,
দ্রুতবাহী বড় দাঁড়ী, কর্ণধর,
আজ্ঞাকারী, বায়ু, বরুণ, অনল।

সম্বাদবাহিনী, অতি চমৎকার,
তারে পাঠাইয়া দেই সমাচার ;
তড়িৎ, জড়িত ভয়েতে আমার,
লিখিয়া জানায় সংবাদ সকল।

বিনা স্নেহে দেখ প্রদীপ সকলে,
ঘোর তমোরাশি কেমন উজলে !
যেন মণিহার রজনীর গলে,
মনোহর শোভা দোল দোল দোল।

এ সকল ফেলি কোথা মন ধায় ?
তোমার দুর্দ্দশা শুনিয়া তথায়
এসেছি, রে বাপ ! দেখিতে তোমায়,
ফিরে কি জুড়াবে জননীর কোল ?"

লেখক ভারতকে পুরুষপদবাচ্য করাতে ইহা আমাদের

ভারত, কাঁদিয়া ধীরে ধীরে
নয়ন ভাসায়ে শোক-নীরে
মলিন-বদনখানি, তাহে বহে অশ্রুপানি,
ঊৰ্দ্ধমুখে করি দৃষ্টিপাত,

শোকোচ্ছ্বাসে করিয়া বিলাপ,
প্রকাশিছে মনের সন্তাপ।—
"এস মা, এস মা মোর হের গো যাতনা ঘোর,
কি দশায় করি দিনপাত!

স্নেহ মায়া দয়া পরিহরি,
স্নেহময়ি, সকলি পাসরি,
ফিরে চাহিলে না আর; মা, মা, বলে কতবার
দিবানিশি ডাকি যে তোমায়।

মনোগত হয় নাই। ব্যাকরণ মতে ভারত ক্লিবলিঙ্গ, কিন্তু কবির চক্ষে যোগরূঢ়ী স্ত্রীলিঙ্গ হইলেই ঠিক্ হয়। ভারতের প্রতি "বৎস" "বাপ্" প্রভৃতি সম্বোধন সূচক শব্দে মন বসে না, বলা বাহুল্য।

কিছু নাই কিছু নাই আর!
মম কোল হয়েছে আঁধার!
সুকৃতি-সন্তান যত, সকলি হয়েছে হত,
এবে আমি দীন হীন প্রায়!

মুখোজ্জ্বল করেছিল যারা,
ক্রমে ক্রমে লুকাইল তারা;
উদিয়া সন্ধ্যার কালে, উজলি কিরণজালে
প্রাতে যেন লীন হয় তারা।

ধীরে ধীরে আসি কাল-চোর,
সব ধন হরি নিল মোর,
সেই সুখ, সে বৈভব, কোথায় রহিল সব?
এবে সার যাতনাই ঘোর!

কোথা সে বাল্মীকি আদি কবিবর!
আগে ছিল যেই চোর-রত্নাকর;
সেই বিষধর, পেয়ে ব্রহ্মাবর,
হয়ে গেল শেষে অমৃত-তরু!

কাব্য, সুধাময়-শান্তি-রস-ফল,
তাহে টল টল করুণা, বিমল ;
আহা, যেই ফলে দিব্য-জ্ঞান ফলে,
কোথা গেল সেই জ্ঞান-কল্প-তরু !

ফলমূলাহারী, ক্ষীণ কলেবর,
তবুও উৎসাহে মাতায়ে অন্তর,
গভীর ভীষণ ভীম গরজন
প্রচণ্ড সমরে করিল কত ;

দুর্ম্মতি রাবণে মাতাইয়া কামে
বিদ্যাধরী-বালা, বসাইয়া বামে,
কিন্নরী, দানবী, অমরী, মানবী,
আনিয়া স্বর্গের অপ্সরী শত।

আহামরি, সেই সোণার লঙ্কায়
পাঠাইয়া সীতা—অনল-শিখায়
করি ছারখার সুবর্ণ-আগার ;
রক্ষঃকুলে তায় আহুতি দিল।

একাধারে রাখি কত রূপগুণ
রামে বসাইয়া সিংহাসনে পুন;
সীতা চন্দ্রমুখী, করি চিরদুখী;
জানকীকান্তে কত কাঁদাইল!

আহামরি! যার হৃদয়-কমলে
বসিয়া গভীর-কানন বিরলে,
(যেন শতদলে বসি কুতূহলে)
বীণাপাণি-বাণী, বাজাত বীণা;

অমিয় মধুর ধারা রামায়ণ,
আহা, সুশীতল করিছে শ্রবণ।
আর কে শুনাবে? নব নব ভাবে
সুমধুর-গান, বাল্মীকি বিনা!

সুন্দর-তাপস- দীর্ঘ জটাধর,
বাকলে শোভিত ক্ষীণ কলেবর;
সেই বনফুলে, কে লইল তুলে?
কে হানিল বুকে শোকের শেল;

জননি! তোমার চরণ সেবায়
চিরদিন তরে রেখেছিনু তায়;
সর্ব্বগুণাধার-তনয় আমার
করি অন্ধকার কোথায় গেল!

কোথা বেদব্যাস বেদবিকাশন!
অমৃতবর্ষণ যাহার বচন,
করিয়া শ্রবণ সুভাবুকগণ,
সন্তরে আনন্দ-সাগর জলে।

ভাব-রত্নরাজি করিয়া গ্রহণ,
নব নব গুণে করিয়া গ্রন্থন,
মাজি নবরসে রসনা-নিকষে,
দোলাইল হার ভাবুক-গলে।

কল্পনা-মালিনী, উদ্যান ভ্রমিয়া,
নৃপতি-প্রসূন বাছিয়া আনিয়া,
ভারত-মালায় সে ফুল যোগায়,
যশঃপরিমল শোভিত যায়;

যে কুসুমফুল, শোভায় অতুল
যাহার সৌরভে ধরা সমাকুল,
অতি নিরমল ঝরে পরিমল,
কবি-অলিকুল প্রমোদে পীয়ে।

নীল শতদল, তাহে সুশোভন,
নীলকান্ত-কান্তি-শ্রীনন্দ-নন্দন ;
ভক্ত-মধুকরে গুণ-গান করে,
মধুধারা-পানে প্রফুল্ল-হিয়ে।

ধরণী-মাঝারে যেই চন্দ্রকুল,
আহা, রূপে গুণে শোভায় অতুল!
এ ভারত-হারে প্রমোদে বিহারে
যশঃপ্রভা ধরি অতি বিমল।

আরো, মরকতসম সুচিকণ,
মাদ্রী, কুন্তী-আদি কত সতীগণ,
ভারত-মালায় কত শোভা পায়,
চন্দ্রকুল-মাঝে তারার দল।

তাহে সুচিত্রিত পঞ্চ পাণ্ডুসুত,
পঞ্চমণিসার কিবা শোভাযুত ;
চন্দ্রকান্ত মণি, তাহে গুণমণি ;
যুধিষ্ঠির শোভে ধর্ম্মের জ্যোতিঃ।

আহামরি, তায় কিবা মনোলোভা
সতী রত্নরূপে পাঞ্চালীর শোভা ;
পঞ্চরত্নসহ সেই অহরহ
চন্দ্রকুলে কত উজলে সতী।

আহা, যে কল্পনা, অতি মনোরমা !
চাতুরীর চূড়া, কুহকিনী সমা,
ধরি নানা বেশ ভ্রমি দেশ দেশ
নানা রঙ্গে কত যোগায় রস ,—

শ্রীঃ—

(ক্রমশঃ)

খেদ।

পরজ—চৌতাল

(আস্থায়ী)

বল বল, আর কত দিন,
থাকিবে ভারত, হায়,
হ'য়ে মানহীন?

(অন্তরা)

ভারতসন্তানগণ
ঘুমা'বে কত দিন?
বল, কত দিন পরে
ঘুচিবে দুর্দ্দিন?

ভারতের দরশন,*
নাটক পুরাতন,
ইতিহাস আদি কবে
পড়িবে সকলে ?
কবে কাব্য আলাপিতে,
বেদ, উপনিষদ
ভারতের সারধন
লইবে সকলে ?
বল, কত দিন পরে
আবার ভারতেরে
হাসিতে দেখিব পুনঃ,
আসিবে সুদিন ?†

শ্রীঃ—

* দরশন—দর্শন, ষড়্ দর্শন।
† বীণার অষ্টম ক্রোড়পত্রীতে এই গানের স্বরলিপি দ্রষ্টব্য।

দেবসঙ্গীত।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

৩৩

স্বীয় স্বীয় মূর্ত্তি ধরিয়া তখনি,
ছয় রাগ আর ছত্রিশ রাগিণী
আইল সেখানে, মৃদুল সুতানে
বীণা-রবে দিল মিলাইয়া স্বর।
চম্পক-অঙ্গুলে আঘাতিয়া তার,
আবার ভারতী তুলিলা ঝঙ্কার;
বাদন-ব্যায়ামে বদনমণ্ডলে
ফুটিয়া উঠিল স্বেদ থরেথর।

৩৪

বীণাদণ্ডবদ্ধ-সারিকা-উপরে
বামকর চলে দ্রুত-মধ্য-ধীরে,
গ্রামে গ্রামে ধ্বনি, মৃদু উচ্চ হ'য়ে,
স্বরবিচিত্রতা করিতে লাগিল।
নানা ছাঁদে ছেড় চিকারীর তারে
চিনি চিনি করি' বাজে প্রতিবারে;

গমক মূর্চ্ছনা দমকে দমকে,
আঘাত-কৌশলে কতই হইল।

৩৫

প্রক্ষেপী, বিক্ষেপ, পরশ-কৃন্তন,
আঘাত-কৃন্তন, আশ-বিবর্ত্তন
কত যে হ'তেছে, কে বলিতে পারে,
যে কালে আপনি বাদিকা বাণী?
বীণা-যন্ত্র-তারে উঠে দৈব রব,
রাগ রাগিণীর সুরব-উৎসব;
ভৌধরী প্রকৃতি হইল মোহিত,
প্রতিধ্বনি-মুখে সুর বাখানি'।

৩৬

বাদনব্যায়ামে বদনমণ্ডলে
ফুটিয়া উঠিল স্বেদ থরেথর।
দুলিতে লাগিল সুধীর দোলনে
শ্বেত পদ্ম জিনি' পূতকলেবর্।
পৃষ্ঠনিপতিত কেশাগ্র দুলিল,
কমলের মাল্য দুলিতে লাগিল,

পলকে পলকে দুলিল নোলক,
　　দুলিল মুকুটে কুসুম-কেসর।

৩৭

বাজা'তে বাজা'তে ভারতী তখন
তুলিয়া অপূর্ব্ব স্বর্গীয় স্বনন,
ধরিলেন গান, ভুলে গেল প্রাণ;
　　যন্ত্রে গলে ধ্বনি উঠিল জোরে;
তুষার গলিয়া পড়ে ঝর ঝর;
গিরিবক্ষ যেন কাঁপে থরথর;
চল প্রভঞ্জন অচল হইয়া,
　　উলটি পালটি' সেখানে ঘোরে।

৩৮

বীণাযন্ত্র বাজে অঙ্গুলির ঘায়,
কণ্ঠ হ'তে গীতধ্বনি মিশি' তা'য়,
জড় মহীধরে জাগা'য়ে তুলিল,
　　উথলি' উঠিল আনন্দ-ধারা;
ক্ষণকাল তরে সচল তপন
অচল হইল ধরিয়া গগন;

প্রভাতের শশী হইল নূতন ;
আবার ফুটিল মগন তারা।

৩৯

তলপ্রবাহিনী নির্ঝরিণীচয়
গতি রোধ করি' থমকিয়া রয়,
সঙ্গীতে স্বরব পুনঃ মিশাইয়া,
উঠিল উজানে উপর পানে ;
নাচিল জলদ, খেলিল বিজলী
কৈলাস-গহ্বর নিকর উজলি' ;
শির তুলে শিলা তুষার ঠেলিয়া
মোহিত হইয়া অপূর্ব্ব গানে।

৪০

গায়িলা ভারতী বীণা বাজাইয়া ;
বীণার হৃদয় উঠিল নাচিয়া,
সবার হৃদয় গেল রে মিশিয়া,
কি-জানি—কি এক অপূর্ব্ব সুখে।
কোটি স্বর্গ যেন কৈলাস-দর্পণে
বিম্বিত হইল অচল মিলনে ;

কোটি ইন্দ্র আসি' অসংখ্য লোচনে
দাঁড়াইল যেন অবাঙ্মুখে।

৪১

কি-যে ইন্দ্রজাল গেল রে খুলিয়া,—
কি-যে মায়ামূর্ত্তি উঠিল খেলিয়া,
অপার্থিব কাণ্ড কি-যে-কি-রকম,
কি-যে অলৌকিক অদ্ভুত ব্যাপার!
গ্রহ উপগ্রহ তারকামণ্ডলী
ছুটিয়া আসিল আকাশ উজলি';
তা' সবার মাঝে হাসিয়া বিরাজে
অমর-অঙ্গনা কাতারে কাতার।

৪২

দীপ্তদিবাকর কোটি মূর্ত্তি ধরি'
উষ্ণ তেজোরাশি দূরে পরিহরি',
আকাশ ছাড়িয়া, আসিল ধাইয়া,
ঝরিয়া পড়িল শীতল কর;
অতি অদভুত এ কি-রে ব্যাপার,
কোটি শশী দেয় আকাশে সাঁতার!

কোটি ইন্দ্রধনু বিননী-আকারে
ভূষিত করিল নীল অম্বর।

৪৩

গায়িলা ভারতী বীণা বাজাইয়া ;—
উড়ে ফুলকুল আকাশ ছাইয়া,
গায়িলা ভারতী বীণা বাজাইয়া,—
অমৃত ঝরিল আকাশ ব'য়ে।
গায়িলা ভারতী বীণা বাজাইয়া,
আকাশে অপ্সরা উঠিল নাচিয়া,
গায়িলা ভারতী বীণা বাজাইয়া,—
গায়িল কিন্নর মোহিত হ'য়ে।

৪৪

গায়িলা ভারতী : "অয়ি বিশ্বেশ্বরি !
কোথা যাও আজ গৃহ পরিহরি' ?
থাম, দেবি ! থাম ;—এ মিনতি করি,
কেশরিবাহনে কোথায় যা'বে ?
যেও না দক্ষিণে—যেও না, শঙ্করি !
কৈলাস ভূধর আজি পরিহরি' ;

যে আশায় যা'বে, সে আশা বিফল,
সুখের বদলে অসুখ পা'বে।

৪৫

"হায়, এ কি আজ বিস্মিত ঘটনা,
নরক দেখিতে দেবীর কামনা!
কিছুই বুঝি না—কা'র মায়ামন্ত্রে
মহামায়া আজি নরকে যায়;
যাঁ'র নাম স্মরি' পাপিকুল তরে,
তিনি নিজে যা'ন নরক-ভিতরে,
পাপি-পাপ হরি', তা'রি কি সে ভারে
বাধ্য হ'য়ে শিবা যাইতে চায়?"

৪৬

এই গান গেয়ে, তখনি আবার
তারা গ্রামে তুলি' বীণার ঝঙ্কার,
গায়িলা: "অহ কি ভীষণ নরক
দক্ষিণ ব্যাপিয়া রয়েছে ওই?—
হিমালয়-মূল হইতে দক্ষিণে,
পূরব হইতে সুদূর পশ্চিমে

উৎকট নরক বিকট আকারে
ভয় উৎপাদিয়া গরজে ওই!

৪৭

"ওই দেখ, দেবি! দৈব চক্ষু তুলি',—
নরক-তোরণ ভীম নাদে খুলি'
গ্রাস করিতেছে কোটি কোটি পাপী,
আর্ত্তনাদ ওই উঠি'ছে নভে!
নরক-হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া,
আকাশ পাতাল দিগন্ত দহিয়া,
নরকের বহ্নি করি'ছে গর্জ্জন,
বিশ্ব চমকি'ছে সে ঘোর রবে!

৪৮

"কোথা অগ্নিশিখা লোহিত বরণ,
কোথা নীল, পীত দেখিতে ভীষণ,
কোথা ধূমাচ্ছন্ন—ধাঁধি'ছে নয়ন,
কোথা বা সঘনে লক্ লক্ করে।
গভীর গর্জ্জনে রুষি' প্রভঞ্জন
অনলের সঙ্গে করে মহারণ,

একমূর্ত্তি অগ্নি শতমূর্ত্তি হ'য়ে,
ঘূরিয়া পড়ি'ছে উপর অম্বরে !

৪৯

"সমীরের বেগে অধীর হইয়া,
দগ্ধলোহপিণ্ড যাই'ছে উড়িয়া,
পাপি-শিরে পুনঃ সঘনে পড়িয়া
শতধা মস্তক ভাঙ্গিয়া ফেলে !
মর-মর হ'য়ে তবুও মরে না ;
যন্ত্রণার বেগ হৃদয়ে ধরে না !
শতধা মস্তক যোড়া লেগে পুনঃ
মুহুর্মুহুঃ ডুবে লবণ-জলে !"

৫০

"গগন ভেদিয়া উঠি'ছে চীৎকার,
ওই শুন, দেবি ! শব্দ হাহাকার ;
নয়ন ফুটিয়া বহে অশ্রুধার,
তথাপি নিস্তার নাহিক কা'র।
অগ্নিময় চক্র অনিবার্য্য বলে
শন্ শন্ রবে নভে ছুটে চলে,

ছিন্নভিন্ন করি' মহাপাপী দলে,
ক্ষণে হইতেছে আকাশ পার।

৫১

"দ্রবধাতুময়ী নদী বৈতরণী,
ওই দেখ, যেন অনলবরণী,
তর তর বেগে নরকের ধারে
গভীর গর্জ্জনে ছুটিয়া যায় ;
কোটি কোটি পাপী তৃষিত হইয়া,
বারিপান-আশে ছুটিয়া আসিয়া,
আছাড় খাইয়া গড়া'য়ে পড়িয়া,
পলকে পুড়িয়া উড়িয়া যায়!

৫২

"অগ্নিময় নক্র, অনল-কুম্ভীর
বৈতরণী-গর্ভে গরজে গম্ভীর,
দ্রব ধাতু ভেদ করি' সে গর্জ্জন,
পলকে পলকে বাহিরে আসে।
ধাতু কাঁপাইয়া লাঙ্গূল-ঝাপটে
দূর তল ছাড়ি' ঊর্দ্ধে ভাসি' উঠে,

ভয়ঙ্কর মুখ ব্যাদান করিয়া,
পরগ্রাসহারী পাপীরে গ্রাসে!

৫৩

"অহো, কি ভীষণ, কর মা দর্শন,—
হুতাশন-শৈল ছুঁয়েছে গগন,
বড় ভয়ঙ্কর, তাই দিবাকর
আতঙ্কে ওখানে নাহিক যায়;
পলকে পলকে ঝলকে ঝলকে
ওই শৈল হ'তে অনল চমকে;
আগুনের মেঘ বিজলী দমকে
চারি ধারে ওর গরজি' ধায়!

৫৪

"ওই গিরিদেহ বিদীর্ণ করিয়া,
দ্রবধাতু-উৎস উঠে উছলিয়া,
দেখিতে দেখিতে ছুটিয়া আসিয়া,
পুড়া'য়ে ফেলি'ছে পাতকীদলে;
এই হাহাকার,—ক্ষণে নাই আর,
এই দেখি পাপী,—ক্ষণে ভস্মাকার,

এই দেখি যাহা—ক্ষণে নাই তাহা
নরক-মায়ার কূট কৌশলে!

৫৫

"ওই মেঘ-দেহ বিদীর্ণ করিয়া,
অগ্নিবৃষ্টিধারা পড়ি'ছে ঝরিয়া,
অধোমুখে যেন অসংখ্য হাউই
ভয়ঙ্কর ডাকে ছুটিয়া আসে ;
ও বৃষ্টি-আঘাতে মহাপাপিগণ
'পরিত্রাহি' মাত্র করি' উচ্চারণ,
ওই দেখ, সবে ভস্মের আকারে
তরল ধাতুর উপরে ভাসে !

৫৬

"যবক্ষার রাশি ওই শৈলাকার,
গন্ধকের স্তূপ ওই ভারে ভারে,
অঙ্গারের চূর্ণ রাশি রাশি ওই,
আপনা আপনি মিলিত হ'য়ে,
দপ্ করি' জ্বলি' বিকট গর্জ্জনে
জগতের পাপ মহাপাপিগণে

ছিন্ন ভিন্ন করি' কোথা দেয় ফেলি'
অনন্ত আকাশে উড়া'য়ে ল'য়ে।

৫৭

"ওই দেখ, সতি! আকাশে আকাশে
ছিন্ন মুণ্ড ছিন্ন কলেবর ভাসে;
কা'রো ছিন্ন পদ, কা'রো ছিন্ন কর,
কা'রো ভগ্ন অস্থি ভাসিয়া যায়!
অগ্নিময় পক্ষী উড়ি' শূন্যোপরে,
আকাশ ফাটা'য়ে সুবিকট স্বরে,
ছিন্ন অঙ্গগুলা লুফিয়া লুফিয়া,
উদর পূরিয়া গিলিয়া খায়!

৫৮

"কোটি কোটি অসি চমকি' চমকি'
তপ্ত সমীরণে করে লক্‌লকি,
আপনা আপনি তাড়িতের বেগে
যথা পাপিকুল, তথায় ছুটে;
অসংখ্য বল্লম, ছোরা, ছুরী, তীর
ছুটে পাপিবক্ষ করি' শতচ্ছির,

অগ্নিমুখী শলা ভুজঙ্গ-আকারে
পাপীর উদরে সজোরে ফুটে।

৫৯

"অগ্নিরেখা মাখা মহাভার গদা
পাপি-শিরঃ'পরে ঘূরি'ছে সর্ব্বদা,
আতঙ্কে পাতকী পরিত্রাণ-আশে
শিরে কর ঢাকি' ছুটিয়া যায়,
কোথায় পালা'বে ?—নাহি পরিত্রাণ,
ওই দেখ, মুখ করিয়া ব্যাদান,
অগ্নি-অজগর গর্জ্জি' ভয়ঙ্কর,
শ্বাসে আকর্ষিয়া তা'দিগে খায়।

৬০

"নরকের বক্ষ সহসা ভেদিয়া,
অগ্নি-জ্বালা দ্রবধাতু উদ্গীরিয়া,
ফোয়ারার মত উঠি'ছে নিয়ত,
ভর্ ভর্ শব্দ সজোরে উঠে;
ভয়ে পাপিগণ পালাইতে চায়,
কোথায় পালা'বে ?—মহাবায়ু-ঘায়

আঘাতিত হ'য়ে ঘূরিয়া আবার,
　　অগ্নি-ফোয়ারায় পড়ি'ছে ছু'টে।

৬১

"রসাতলস্পর্শী গভীর গহ্বর
জ্বলন্ত অঙ্গারে পূর্ণ নিরন্তর,
উপরে তাহার মৃত্তিকার ভার;
　　পাপি-চক্ষে ভ্রম লাগি'ছে তায়;
মাটী দেখি' পাপী ছুটাছুটি যায়
আশার ছলনে, প্রাণের আশায়,
কিন্তু পলকেতে অনল-গহ্বরে
　　ডুবিয়া পড়িয়া পুড়িয়া যায়।

৬২

"নরকের দ্বার, মহাভয়ঙ্কর,
খুলি'ছে পড়ি'ছে নিজে নিরন্তর,
কড় কড় ধ্বনি, কাঁপায় অম্বর,
　　হয় যেন শত অশনিপাত;
পর্ব্বতের চূড়া কোথা লাগে তা'র,
এত উচ্চ ওই নরকের দ্বার,

করে মুহুর্মুহু অনল উদ্গার,
কপাটে কপাটে ভীম আঘাত।

(ক্রমশঃ)

জলের শৈত্য।

বিনোদ সলিলে, বিনোদ কেমন,
কমল ফুটিয়া আছে;
বিনোদ অরুণ কিরণ মাখিয়া
পবন-হিল্লোলে নাচে,
বুকে পরিমল, ঢল ঢল করে,
পতি-মুখ চেয়ে হাসে;
সুনীল আকাশে, যেন চাঁদমণি,
টলমল করি ভাসে,
মধুপ আসিয়া, মধুর গুঞ্জনে,
মোহিছে কমল-চিত,
মধু-আশে আজি, আশে পাশে ওর,
গাইয়া প্রেমের গীত!

মৃদুল পবন- আঘাতে অবলা,
হেলিয়া দুলিয়া কত,
হেরে নিজ রূপ, সরসী-মুকুরে,
মু'খানি করিয়া নত।
আপনার রূপে মোহিত হইয়া,
তুলিয়া বদন খানি,
মধু ধরি হৃদে, ডাকিছে পতিকে,
কটাক্ষ-শায়ক হানি!
বিস্তারিয়া বালা কর-শত-দল,
ধরিয়া ধবের করে,
বিরহ-বেদন বারণ করিছে,
রাখিয়া হৃদয়-পরে!
রবিকর খর, পারে-না পশিতে,
কাযেই কখন জলে,
তাইত সলিল, সুশীতল অতি,
শীতলে তাপিত-দলে!* শ্রীঃ—

---

* এই কবিতার শেষ চারি পংক্তির মর্ম্ম আমাদের মর্ম্মগত হইল না। বী—স।

উপহার-গীতি।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

মন প্রাণ কে হরিল সুমধুর স্বরে রে!
পুন কি বাজে গো বীণা বীণাপাণি-করে রে!
হৃদয়-মোহন প্রাণ, শ্রবণ-মোহন তান,
সুধার সুধার যেন, মোহন-ঝঙ্কারে রে!
নিকুঞ্জে ফুটিল ফুল, গুঞ্জরিল অলিকুল,
অন্তর হ'ল ব্যাকুল, পিক-পঞ্চ শরে রে!
নিদ্রিত ছিল সকলি, চমকিল আঁখি মেলি,
শুনে মধুর কাকলী, কাঁদিল অন্তরে রে।
কে গো বহুদিনান্তরে, কাঁদাইতে ভারতেরে
স্বর্গীয় সুধার ধারে, জীবন সঞ্চারে রে।
ধর ধর, বীণে! ধর, এ মন-কুসুমহার,
রূপে রসে গন্ধে হীন, দীন উপহারে রে।

মুগ্ধ—শ্রীঃ—

শুক্ল-চতুর্দ্দশী।

১

কি মাধুরীময়ী! কি মাধুরীময়ী!
আহা আহা মরি, কি লাবণ্যময়ী!
হাসি হাসি হাসি চতুর্দ্দশী-শশী
নীলিম-গগনে ভাসিল অই;

২

মধুর মধুর সুরসে রসিয়া,
মধুরা যামিনী, বিমলে হাসিয়া,
নীরবে, গভীরে হৃদয়ে ধরিয়া
নিমিষে ভুবন বিমোহিল রে।

৩

অপূর্ণ-শশীর অপূর্ণ-মণ্ডলে,
কিন্তু অসম্পূর্ণ-অমিয়-হিল্লোলে
ভাসিল মোহিনী, ললিত-তরঙ্গে
অকৃত্রিম-বিভা উছলিল রে।

৪

কিছু অসম্পূর্ণ,—নবীন নবীন,
পূরু পূরু তবু কিছু ক্ষীণ ক্ষীণ,

ক্রমে অকৃত্রিম-বিভার তরঙ্গে
হুলু হুলু, থাকি ঢুলিয়া বিভোর ;

৫

ডুবিল ডুবিল অমিয়-হিল্লোলে,
কিছু কিছু নাই এল এল ব'লে,
তৃষায় অধীর বিলাসে এলা'ল,
তেমনি তেমনি চাহিছে চকোর।

৬

আপনারি ভাবি ; তেমনি চকোর,
তাপিত-জীবন, লাবণ্যে বিভোর ;
উড়ু উড়ু কিন্তু !—রহি রহি চায়,
অসম্পূর্ণ, তাই যেন নবচোর।

৭

এমন জগতে,—ঠিক এ সময়
সকল নয়ন প্রফুল্লতাময় ?
পবিত্রতা-রসে মুচিয়া মুচিয়া,
মুহুঃ নিরখিছে এ মাধুরী চয় ?

৮

এরূপ ভুবনে,—ভাবুক-নিচয়,
ভাবমদভরে মন্থর-হৃদয় ?
আপন ভুলিয়ে, ভুলিয়ে সংসার,
দৃশ্য যা, দেখিছে পূরি আঁখি-দ্বয় ?

৯

হেন ধরাতলে, ঠিক এ সময়
সবারি দর্শন পবিত্রতাময় ?
কাপট্য, খলতা, চৌর্য্য, হিংসা, দ্বেষে,
কলুষিত কারো আছে কি হৃদয় ?

১০

ঠিক এ সময়, এই ধরাতলে,
হয়ত কোনও কামিনী ভূতলে
নাথের বিরহে শোকে অচেতন,
নবোৎপল-নেত্র ভাসে অশ্রুজলে।

১১

হয় ত কোনও হৃদয়-নলিনী,
কান্তে পরিহরি ডুবে একাকিনী,

অকূল, অতল কাল-সিন্ধু-নীরে ;
কোন্ শোভা তার হৃদয় মোহিনী ?

১২

একই জগতে—একই শোভায়
ভিন্ন মধুরিমা একই সময়,
অমৃত—গরল, গরল—পীযূষ,
একই আস্বাদে, একনেত্রে, হায় !

১৩

এই অপূর্ণতা, হৃদয়-মোহন,
কেবল বিধুতে সুধা বরিষণ।
কেবল বারিদ করে বরিষণ,
কেবল ভানুতে ময়ুখ-কিরণ,

১৪

একটী দর্শন, একটী শ্রবণ,
একমাত্র মন, এক আস্বাদন,
একে বিমোহিলে পাসরে সংসার,
একমাত্র বিনা সকলি আঁধার।

১৫

এই অপূর্ণতা, জগতে মধুর,
ফুটেনি প্রসূন, বাসন্তী-লতায়
ফুটু ফুটু ভাব, নব কলিকায়,
মোহিয়া মধুপে কাঁদায় প্রচুর।

১৬

সলজ্জ, বঙ্গের বামার বদন,
অবগুণ্ঠনেতে অপূর্ণ-দর্শন,
আরো মনোহর, সলাজ, অস্ফুট
কুসুম-কলিকা, হৃদয়-মোহন।

১৭

কিছু কিছু মুখে, কিছু কিছু মনে,
আরো মনোহর, অপূর্ণ-যৌবনে—
যে ভাব বিকাসি শকুন্তলা-সতী,
প্রথম, মোহিল দুষ্মন্ত ভূপতি।

১৮

আরো মনোহর;—মিরন্দা-যুবতী,
দ্বীপ-নিবাসিনী, অপূর্ণা-প্রকৃতি;—

(সমাজে অজ্ঞান) রূপে সুর-বালা,
গুণে দেবী সমা ; মোহন-মূরতি,—

১৯

অপূর্ণা কৌমুদী, কেমন হাসিল !
ভুবন ভুলাল, হৃদয় মোহিল ;—
হেরি, যত হেরি—আরো দেখি, চাই
দর্শন-সমুদ্র ক্রমশঃ—গভীর।

২০

নবীন-বিলাসে, নবীন-বিনোদে,
নবীন-হাসির নবীন-প্রমোদে,
নবীন-শোভার নবীন-বিনোদে
কত যে নক্ষত্র ডুবিয়া অধীর !

২১

হাসিবে, হাসিবে, তেমন হাসেনি,
ফুটিবে, ফুটিবে, তেমন ফুটেনি,
পূরিবে, পূরিবে, তেমন পূরেনি,
অপূর্ণ কৌমুদী, তাইত এমন !

২২

সকলেরি যেন, কিছু কিছু নাই,—
কি নাই জগতে? কি নাই? কি চাই?
কিছু কিছু নাই, সুন্দর, কেমন!
অপূর্ণ-শশাঙ্ক, তাইত এমন!

২৩

দেখিব, শুনিব, পাইব যেমন,
দেখেছি, শুনেছি, পেয়েছি তেমন?
হয়েছে অপেক্ষা—হইবে মধুর,
অপূর্ণ চন্দ্রমা তাইত এমন!

২৪

প্রায় পূরু পূরু সকল-মণ্ডল,
পূরিবে কেবল; করিছে বিকল;
পূরিলে কি হবে? আশার বিরাম,
সুখের অবধি, মনের বিশ্রাম।

২৫

কি লাভ! কি ফল? পূরিলেই ক্ষয়,
যত হাসি, তত কাঁদিতেই হয়

জ্বলিলে নির্ব্বাণ, পূরিলেই ভয়,
উন্নতি হইলে পতন কি নয়?

২৬

পূরিলে কি হবে? মানব-জীবন,
স্রোতস্বিনীপ্রায় পূরে অনুক্ষণ;
ভরা পূরা ভাবে তর তর তরে
ভীষণ-'ভাটায়' কটাক্ষেই সরে।

২৭

পূরিলে কি হবে? ইংলণ্ড-ললাটে
অপূর্ণ-চন্দ্রমা, কেমন প্রকটে;—
পূরিলে কি ফল? পূর্ণিমায় ত্রাস,
পাছে কাল-রাহু, আসি করে গ্রাস।

২৮

পূরিলে কি হবে?—উন্নতির স্রোতে
ভাসিল গৌরবে ইহারা জগতে,
সর্ব্ব-বসুন্ধরা, জিনিল মহত্বে,
সাহিত্য, বিজ্ঞান, আদি ধর্ম্মতত্ত্বে।—

২৯

পরিপূর্ণ হ'ল ;—ভারত, মিসর,

রোম, গ্রীসদেশ, পূর্ণ কলেবর।

হা মিসর! গ্রীস! হায়, রোমদেশ!

হায় রে, ভারতে সুখ হ'ল শেষ!* শ্রীঃ—

বাণী-বিলাপ।

(৩২৪ পৃষ্ঠার পর।)

কভু সে ধরিয়া মহাভীম বেশ,

প্রচণ্ড সমরে করিয়া প্রবেশ,

হুঙ্কার রবে চমকিয়া সবে,

উৎসাহে আনিল ভীষণ রস,

কভু কর্ণ-পাশে করিয়া গমন,

কর্ণে কহে তার,—"কর কর রণ,

---

* এই কবিতার প্রথম ছয়টি শ্লোক (Stanzas) কতক কতক অস্ফুট, কিন্তু অবশিষ্টগুলি কল্পনা, সৌন্দর্য্য ও দর্শন-চ্ছায়ায় বেশ রঞ্জিত হইয়াছে।

বী—স।

অহে মহাতনু! ধর ধর ধনু,
কাঁপাও কাঁপাও কাঁপাও ধরা।"

উৎসাহে মাতিয়া অমনি সে বীর,
ঘন ঘন ঘন গরজি গভীর,
ধরি শরাসন, করি আকর্ষণ,
বিকট চীৎকার করিল ত্বরা।

মুহু মুহু বাণ হানি খরশাণ,
ভীমনাদে হরে বৈরিকুলপ্রাণ;
হুড় হুড় হুড়, দুড় দুড় দুড়,
ঘোর ঘর ঘরে রথের চাক্;

সম্মুখে অর্জ্জুন দর্পে শত গুণ,
খরতর শর বর্ষে পুন পুন,
মুখে মার মার, হুহুঁহুহুংকার,
সঘনে গরজে গভীর ডাক।

ভীমে, ভীষ্ম বেশে সমরে আনায়,
রণমদভরে উৎসাহে নাচায়,

ঘন হুহুংকারে গদার প্রহারে
ভয়ঙ্কর রবে সংহারে অরি ;

ভীষ্ম সুভীষণ ধরি পরাক্রম,
বলে মহাবল, যুদ্ধে কাল সম,
ধন্য ধনুঃশর বৈরিগর্ব্বহর,
ধন্য ধন্য বীর-কুল-কেশরী !

হায়, সে বীরের হইল পতন !
আয়ুধ-শয্যায় করিল শয়ন,
যত কুরুচয় হয়ে নিরাশ্রয়,
কাঁদিল রে কত হাহাকার করি।

বীর দ্রোণাচার্য্য, আশ্চর্য্য বিক্রম,
পুত্র-শোকে রণে ঘটায়ে বিভ্রম,
কুশিষ্য অর্জ্জুন কাটি ধনুর্গুণ,
অষ্ট তালু বিঁধে খরাস্ত্র ধরি।

যেই দ্রোণ গুরু কুরুকুলাশ্রয়,
যার শরজাল হুতাশনময়,

কত রিপুকুল করিয়া নির্ম্মূল,
রণানলে প্রাণ আহুতি দিল।

কুরুকুল দগ্ধ, পতঙ্গপ্রায়,
প্রচণ্ড গম্ভীর দীপশিখা তায়
পাণ্ডবের বল, যাহে সমুজ্জ্বল,
চক্র-পাণি-স্নেহে কত জ্বলিল!

এক দিকে কাঁদে কুরুসীমন্তিনী,
হাসে আর দিকে পাণ্ডবকামিনী,
অপূর্ব্ব দর্শন! হইল ঘটন—
উষার সম্মুখে সুঘোর মসী।—

কাঁদে এক দিকে কুমুদিনীকুল,
এ দিকে নলিনী হাসিয়া আকুল;
পাণ্ডুসুখরবি সুবিমল-ছবি,
ডুবিল অস্তে কুরুভাগ্যশশী।

অমনি কল্পনা তথায় আসিয়া,
লয় কত রস অঞ্জলি ভরিয়া,

করুণা-অদ্ভুত-বীর-রস-যুত,
রৌদ্র আদিরস বাছিয়া নিল।

শান্তিরস কুম্ভে করিয়া স্থাপন,
ধীরে ধীরে করি বাহু আন্দোলন,
প্রিয় কবিবরে অভিষিক্ত ক'রে,
বেদ-বেদিকায় আসন দিল।

নির্ব্বাণ-কুঙ্কুম, ভকতি-চন্দন,
যোগ-অনুরাগে করি প্রক্ষালন,
অম্লান অক্ষর অতি শোভাময়
সাজাইল গলে ভারত-হার ;

তব প্রিয় দাস যেই বেদব্যাস,
কালগ্রাসে, হায়, পাইল বিনাশ !
শোভার আধার সেই রত্ন-হার
ধূলায় লুঠি'ছে মলিনাকার !

প্রিয়তম-সুত কবি কালিদাস,
ললিত-কবিতা-নলিনী-বিলাস,

মা, তোমার বরে যেই পুত্রবরে
পেয়েছিনু কোলে অমূল্য নিধি,

আহা, মনে হ'লে তা'র গুণগান,
বিগলিত হয় পাষাণ পরাণ!
ভুবনরঞ্জন মদেকরতন,
দেখিতে দেখিতে হরিল বিধি!

সুধাময় যার বচন-আবলি,
বসন্ত-কোকিল-কলিত-কাকলী,
করিয়া শ্রবণ, জুড়াত শ্রবণ,
হৃদে লেখা আছে মধুর গান;

আর কি হেরিব প্রিয় চন্দ্রানন?
আর কি শুনিব মধুর বচন?
সুধার সুধারে কে বর্ষিবে আর!
আর কি জুড়াবে তাপিত প্রাণ?

বিকচ-কুসুম-কাব্য-কুঞ্জবনে
যে করিভ্রমর, হরষিত মনে,

সুললিত স্বর করি নিরন্তর,
আঁহরিত সদা বিমল মধু ;

কি রাজ উদ্যানে, কি ঘোর বিপিনে
মধুলোভে হয়ে মুগ্ধ চির দিনে,
যথা নব লতা, পায় প্রফুল্লতা,
চুম্বিত কোমল পাদপ বধূ ;

যত ফুলকুল চক্ষুবিনোদন,
বাছিয়া বাছিয়া করি আহরণ,
শুচি-রস-নীরে সেচি ধীরে ধীরে,
রচিল কোমল-মাধুরী গুণে ;

সুরস উজ্জ্বল তাহে চল চল,—
পরিমলময় অতি নিরমল,
স্বভাব-সরোজ তাহে কিবা ওজঃ ;—
সুধা আদিরস ঝরে প্রসূনে ;

পরম পবিত্র যেই সুধারস
যার আস্বাদনে সুধীচয় বশ,

যে রস-সিঞ্চন করিয়া গ্রহণ,
শুষ্ক তরুকুল কুসুম ধরে ;

মধুপ নিচয় করি গুন গুন—
সতত গাইছে যার শত গুণ—
বসন্ত-প্রসূন কত গুণে নূ্যন !
কোমল সৌরভে গৌরভ হরে ;

শরদের শশী, সুবিমল কর,
শীতল পীযূষ ঢালে নিরন্তর,
প্রফুল্ল-হৃদয়-চকোর-নিচয়
যেই ধারা-লোভে প্রমত্ত হয় ;

এ রস হৃদয়ে হলে পরশন
অন্য সুধাধার বিষ-বরষণ ;
আহা, যেই রস চিত্ত করে বশ,
জীবন-জরতা হরিয়া লয় ; (ক্রমশঃ)

শ্রীঃ—

ভৈরবী—একতালা

আস্থায়ী।

অন্তরা ও আভোগ

সঞ্চারী।

উদ্দীপনা।

খাম্বাজ—একতালা।

(আস্থায়ী)

ছাড় ঘুমঘোর, গায়ে কর জোর,
রে ভারতবাসী! হ'ল নিশি ভোর,
জাগিল সকলে; তোমরা কি ব'লে
এখনো শয়ান র'য়েছ, ভাই?

(অন্তরা)

আত্মা প্রাণ মন নাহিক যাহার,
এরূপ শয়ন উচিত তাহার,
শব যেই জন, তা'রি এ শয়ন,
জীবিত জীবের সাজে কি তাই?

জাগে ইউরোপ প্রভাতীয় সাজে,
তোমরা শুইয়া এখনো কি লাজে?
অলস হইয়া জীবনের কাজে,
আরো কি থাকিবে, ভারতবাসী?
সূর্য্যোদয় হ'ল, খুল আঁখি খুল,
আলস্য-আধার শয়নেরে ভুল,
এ মিনতি মম, তুল দেহ তুল,
নিরখ রবির কিরণরাশি।

প্রতি প্রাতে নভে উঠে দিবাকর,
করেছ কি কভু নয়ন-গোচর?
আরো কত কাল নয়ন মুদিয়া,
অন্ধের মত থাকিবে, হায়?
ষাট কোটি চক্ষু চিরনিমীলিত,
ত্রিশ কোটি প্রাণী প্রাণ সত্ত্বে মৃত,

* ভৌগলিকের মতে ঠিক্ এক সময়ে ভারতে ও ইউরোপে প্রভাত হয় না।

কি লজ্জার কথা, এ মরম-ব্যথা
  মরম চিরিয়া কহিব কায়?

প্রভাত হইল, ইংলণ্ড জাগিল,
ভারতবাসীরা ঘূরে ঘুমাইল!
প্রভাত হইল, ইংলণ্ডীয়গণ
  স্বাধীন করমে পশিল সুখে,
ইংলণ্ডের দাস ভারতীয়গণ,
স্বাধীন ব্যবসা দিয়া বিসর্জ্জন,
অবনত মাথে; কুটা ল'য়ে দাঁতে,
  দাসত্বে পশিল অম্লানমুখে!

কি লজ্জার কথা, এ মরম-ব্যথা
কোথায় রাখিব?—স্থান পাই কোথা?
ভারতের রক্তে সংখ্যার অতীত
  গোলাম করেছে জনম লাভ!
পৃথিবি রে, যা রে, কোটি-খণ্ড হ'য়ে,
কোটি বজ্র পড় ঘোর গর্জ্জিয়ে,

আয় রে প্রলয়! এস মহাকাল!
আয় জলধির কল্লোল-রাব!

প্রকৃতি! এখনো কোন্ মুখে বল,
গোলামের মুখে দৃষ্টি-ধারা ঢাল?
ছাড় হুহুঙ্কার, হোক চুরমার
গোলামের দেশ ভারতভূমি।
নূতন ভারত কর গো সৃজন,
এ ভারতে আর নাহি প্রয়োজন;
গোলাম যথায়, নরক তথায়,
কিরূপে নরক দেখি'ছ তুমি?

যে ভারতে তুমি দেখেছ সেকালে
স্বাধীন ব্যবসা সকালে বিকালে;
দাসত্বের মুখে কোটি পদাঘাত
করিতে দেখেছ যে সব নরে।
সে ভারতে তুমি, বল সত্য করি',
কি দেখি'ছ এবে দিবস শর্ব্বরী,

ভূতসাক্ষী তুমি, কর সাক্ষ্যদান,
তা'রাই কি এরা—গোলামী করে ?

না না,—না না,—তাহা কখন কি হয় ?
স্বর্গীয় জীবেরা ছোঁয় কি নিরয় ?
নরকের কীট নর-মূর্ত্তি ধরি'
গোলামী করি'ছে ভারতে এবে !
দাসত্ব করিলে চতুর্বর্গ ফল,
দাসত্বের মূলে বাঙ্গালির বল,
স্বাধীন ব্যবসা জ্বলন্ত গরল,
স্বর্গলাভ পর-চরণ সেবে !

হায়, এ কি হ'ল !—কেন এ দেশীরা
দাসত্বের নামে হয় উর্দ্ধশিরা ?
স্বাধীন ব্যবসা শুনে দিশাহারা,
নিরখে চৌধার আঁধার খালি !
মুখে রক্ত তুলে, পর-পদ ধু'লে,
কোন্ পুণ্য হয় মানুষের কুলে ?

এই পুণ্য—জমা থাকে চুলে চুলে,
পরের পাদুকা-বর্ষিত ধূলি!

পরপদধূলিভোজী যেই জন,
জানি না তাহার অন্তর কেমন,
জানি না সে মূঢ় মানুষ কি পশু,
জানি না হৃদয় কিসের তা'র?
সাগর তরিয়া, আসিয়া হেথায়,
ঘরের মানুষে পরেরা খাটায়,
কত পদাঘাত কথায় কথায়,
মাথায় চাপায় পাদুকা-ভার!

শাকান্নও ভাল স্বাধীন থাকিয়া,
ক্ষীরো ভাল নয় অধীন হইয়া,
মরণও ভাল স্বাধীন থাকিয়া,
বাঁচা ভাল নয় অধীন থেকে;
স্বাধীনে স্বরগ, নরক অধীনে,
রে ভারতবাসী! বুঝিবি ক' দিনে?

ব্যবসা বাণিজ্যে দিলি জলাঞ্জলি,
কি সুখ লভিলি দাসত্ব শিখে?

ভারতের ধনী—বাঙ্গালার ধনী,
রাশি রাশি টাকা বসি' বসি' গণি'
আর কতকাল—দিবস রজনী—
যক্ষের মতন থাকিবে, হায়!
সোণার ভারত অধঃপাতে যায়,
ক্ষণেক ভ্রূক্ষেপ নাহিক তাহায়,
এ মরম-দুখ কহিব কাহায়,
স্বদেশের দিকে কেউ না চায়!

যতন করিলে মিলয়ে রতন,
কত দিনে মনে হ'বে জাগরণ?
কর পদ আছে, কেন পর কাছে
করযোড়ে আছ ধনের তরে?
ইংলণ্ড কি ছিল, যতনে কি হ'ল,
কুবেরের পুরী যতনে হইল,

পুরাণ-বর্ণিত কুবেরের পুরী
ভারতবাসীর পুঁথি-ভিতরে!

হায়, এ কি হ'ল, ভারতের খনি,
কনক রজত হীরা মুক্তা মণি
'পরে লুটে লয়; ভারত ভিখারী
কা'র দোষে হ'ল, বল ত, ভাই?
কা'র দোষে, বল, পরের দুয়ারে
আছি দাঁড়াইয়া ভিক্ষা করিবারে?
কা'রো দোষে নয়, নিজ নিজ দোষে
নিজ নিজ মুখে মেখেছি ছাই!

কেন ভয় করি?—কেন ভয়ে মরি,
'সাধিলেই সিদ্ধি' এই পণ করি,
ইংলণ্ডের মত সম্পূর্ণ না হোক,
কতক পূরিবে মনের আশ;
সময়েও তাও যতনে হইবে,
এ হেন দুর্দ্দশা ঘুচিবে—ঘুচিবে;

কিন্তু অযতনে আশা পূরিবে না,
এইরূপি র'ব পরের দাস।

তটিনী-তীরে।

"আশা।"

(২৩৪ পৃষ্ঠার পর)

(২৬)

তোমার লহরী-করে, মনোহরা তটিনি !
ইচ্ছা করে সঁপিয়া এ অসার-জীবন,
আনন্দে তরঙ্গরঙ্গে মনোসাধে, সজনি !
সদাই দেখিতে থাকি তোমার আনন।

(২৭)

সজনি !
অদৃশ্য, অথচ দেখি, এ যুগল নয়নে
মহানন্দে একরূপ রূপ মনোহর ;
অস্ফুট ; অথচ শুনি তৃষাতুর শ্রবণে,
জানি না কাহার কিছু, মধুময় স্বর।

(২৮)

দেখিয়াছি
পৌর্ণমাসী-নিশি-যোগে, সুবিমল গগনে
সুধাংশু তারকাদামে শোভিত সুন্দর,
সরোবরে সরোজিনী ; উপবন-সদনে—
—কামিনী ; কামিনীকুল, সংসার ভিতর ;

(২৯)

শুনিয়াছি
মধুর-কোকিল-রব, মধুমাস মিলনে,
প্রফুল্ল কুসুম'পরে, ভ্রমর গুঞ্জন,
মধুমাখা কথামালা, যুবতীর আননে
বিঘোর নিশীথ কালে, সঙ্গীত-স্বনন।

(৩০)

কিছুতে হয় না কিন্তু, মানস-সরসে রে
সে সুখ-লহরী-খেলা জীবনে কাহার,
কি জাগ্রতে, কি নিদ্রায়, সেই রূপ রাশি রে
দিতেছে মানবকুলে যে সুখ অপার।

(৩১)

যখন যে দিকে সেই রূপরাশি হেরি রে,
তখনি সে দিকে সুখে, করি বিচরণ;
আমি কেন; এ জগত, দিবস শর্ব্বরী রে,
ভক্তিফুলে সে রূপের করিছে পূজন!

(৩২)

নিখিল জগত যারে, প্রাণপণ যতনে
নিশিদিন সমভাবে করিছে অর্চ্চন,
বুঝি না সে মায়াবিনী, এ সংসার-কাননে
"মায়াবিনী আশা" ধরে ক্ষমতা কেমন।

(৩৩)

বীরের শাণিত অসি, এ সংসার মাঝারে,
ধরণীতে করে নর-শোণিত-প্লাবন;
তাহারি আজ্ঞায়, হায়, সুভীষণ সমরে,
অসংখ্য মানব করে প্রাণ-বিসর্জ্জন।

(৩৪)

ভাবুক, কল্পনা সাথে, নিশীথের মিলনে,
কবিতা-কুসুম-মালা, গাঁথে একমনে;

বিজনে, বিজ্ঞান-বিৎ, প্রাণপণ যতনে,
দেখাতে নূতন তত্ত্ব, ব্যস্ত নিশিদিনে।

(৩৫)

তোমার বিমল বক্ষে, প্রেয়সি সজনি রে,
অগণ্য লহরী-মালা, উঠিয়া যেমন
ক্ষণেক করিয়া খেলা, জলধিসঙ্গিনি রে,
মিশিয়া আবার সুখে, করিছে গমন,

(৩৬)

তেমনি সদাই, সখি, মানবের অন্তরে,
অগণ্য আশার স্রোত, প্রবল স্বননে
উঠিছে, মিশিছে পুনঃ, সে অকূল পাথারে,
নয়নের অগোচরে, আঁধারে বিজনে।

(৩৭)

না নিবিলে প্রাণ-দীপ এ সংসার-পাথারে,
মানবের আশা-স্রোত নিবে নাহি যায় ;
না নিবিতে আশা-স্রোত মানবের অন্তরে,
মানব-জীবন-দীপ নিজেই নিবায়।

(৩৮)

দেখিয়াও চির দিন, এ সংসার-কাননে,
অকালে সুখের লতা, মরিতে মরমে,—
জানি না, কি হেতু নরে, প্রাণপণ যতনে
রোপে সে আশার লতা হৃদয়-কাননে।

(৩৯)

জিজ্ঞাসিয়া দেখিলাম, এ সংসার-পাথারে,
কে কবে পেয়েছে সুখ, অসার জীবনে?
পিতা, পুত্র, পতি, পত্নী, সকলেরি অন্তরে,
দেখিলাম, ছাইপাঁশ শোকের দহনে!

(৪০)

জলাশয় ভাবি গিয়ে, দেখিলাম নয়নে,
সুভীষণ মরুভূমি যমের আগার;
উপবন মনে করি, বিষাদিত আননে,
বিস্তীর্ণ প্রান্তর হেরি সম্মুখে আমার।

(৪১)

এ যাতনা সংসারের কে আগে জানিত রে,
পুড়িতে হইবে এই অনল-দাহনে;

লভিতে মানস-সরে, সুখের কমল রে,
কাঁদিতে হইবে শোক-কণ্টক-বিন্ধনে ?

(৪২)

ভীষণ মরুতে গিয়ে, জলের আশায় রে,
কে মরিত ভ্রান্ত হয়ে মৃগতৃষ্ণিকায় ?
মণিময় হার ভেবে বিষধরে, ধরে রে,
কে মরিত জ্বলে পুড়ে বিষের জ্বালায় ?

(৪৩)

সংসার-কাননে আসি এ সব ভাবিয়া মনে,
যখনি হতেছে মনে, হই উদাসীন ;
আশার মোহন বংশী, তখনি মধুর তানে
বাজিছে ; সে মনোভাব হতেছে বিলীন

(৪৪)

শুনেছি কোকিল-রব, মধুমাস-মিলনে,
প্রফুল্ল কুসুম-পরে ভ্রমর-গুঞ্জন,
মধুমাখা কথামালা, যুবতীর আননে,
নিশীথে বিরহগান, অমিয় বর্ষণ

(৪৫)

কিছুতে হয় না কিন্তু, মানস-সরসে রে
    সে সুখলহরী-খেলা জীবনে আমার ;
কি জাগ্রতে, কি নিদ্রায়, সে বংশী মধুর রে
    দিতেছে অভাগা জনে যে সুখ অপার।

(৪৬)

শোকতাপে বলহীন স্থবিরের শ্রবণে
    বাজে কি বাঁশরী সেই সুমধুর তানে,
ফেলিতে সংসারে তারে, মায়ামন্ন বন্ধনে
    পুনরায় কারাবাসে, যাতনা সদনে ?

(৪৭)

প্রবাসে প্রবাসী যবে, প্রফুল্লিত অন্তরে,
    স্বদেশের কোন কথা আসিলে স্মরণে,
সুখের স্বপনে ভাবে, প্রিয়তম সোদরে,
    জনক,জননী, প্রিয় প্রেয়সী-আননে।

(৪৮)

প্রকৃতির প্রিয় খেলা, এ সংসার-কাননে,
    স্বদেশে দেখিতে যবে প্রবাসীর মনে

উথলে ইচ্ছার স্রোত, মধুময় স্বননে
কি জাগ্রতে কি নিদ্রায় শয়নে স্বপনে ;

(৪৯)

নিশীথে প্রণয়ী যবে, প্রফুল্লিত অন্তরে,
সুষুপ্ত-প্রেয়সী-মুখ নিরখি নয়নে,
সুখের স্বপনে ভাবে, এ সংসার মাঝারে
প্রণয়িনী প্রেমে, সুখে কাটাবে জীবনে;

(৫০)

অথবা জননী যবে, নিরখিয়া নয়নে,
নিজ-অঙ্ক-অলঙ্কার, সুষুপ্ত কুমারে,
ভবিষ্যৎ-সুখচিত্র, রমনীয় অঙ্কনে,
অঙ্কিত করেন, সুখে, আপন অন্তরে ;

(৫১)

কি সুখকনকলতা, ক্ষণস্থায়ী জীবনে,
তাদের অন্তরে কর যতনে রোপণ,
কিবা "মায়াবিনী আশা !" মনোহর ভূষণে,
দেবপ্রিয় সাজে হও ভূষিত তখন !

(৫২)

মানবজীবনে তুমি অনন্তরূপিনী রে,
সাজিলে এখন এই সুকম ভূষণে,
কিন্তু সে ভীষণ সাজে; জীবনসঙ্গিনি রে
থলের অন্তরে; হেরি, ভয় হয় মনে।

(৫৩)

বিপিনে, বিহগকুল, বাজাও বাঁশরী রে,
সুধাংশু, ভূতলে কর সুধা বরিষণ,
জলধি-সমীপে, নদি, প্রেমের লহরী রে,
পাঠাও; প্রকৃতি-খেলা করি দরশন।

(৫৪)

প্রকৃত প্রেমের স্রোত, সজনি আমার রে,
কে রোধিতে পারে এই সংসার ভিতরে?
কে রোধিতে পারে তব চঞ্চল লহরী রে;
প্রণয়-তৃষাতে যাহা যেতেছে সাগরে?

(৫৫)

যে সুখে জলধি, হায়, জলধিসঙ্গিনি রে,
পাঠাতেছে তব কাছে প্রেম-উপহার,

মানস-সরসে কবে, জানি না, সজনি রে,
সে সুখ-লহরী-খেলা হইবে আমার।

(৫৬)

আসিলেই তব তীরে, সব দুঃখ যায় দূরে,
তাই ভালবাসি তোরে, জলধিসঙ্গিনি রে,
বড় সুখ হয় মনে, নিরখিলে এ নয়নে
হাসি হাসি মুখ খানি, তোমার সজনি রে।

(৫৭)

বড় ইচ্ছা, হয় মনে, দেখিতে ও চন্দ্রাননে,
কি দিবসে কি নিশায়, সলিলরূপিনি রে!
তাই ইচ্ছা, যাই ভেসে, তব সনে দূর দেশে,
তোমার হৃদয়ে শুয়ে, প্রেয়সি, সজনি রে।
তা হলে প্রফুল্ল মনে, নিরখি ও চন্দ্রাননে,
ভুঞ্জিব অতুল সুখ, সুন্দরি তটিনি রে!

(ক্রমশঃ)

শ্রীঃ—

মাধুরী।

১

যমুনাতীরে তমালকুঞ্জে
শ্যাম বাজায় মোহন বাঁশী,
গোকুলবালা-কোমলগলে
পরা'তে কি, গো, প্রেমের ফাঁসী?
যা'তে উঠে নাচি' ধীর সমীরে
তরঙ্গ উজানে যমুনা নীরে;
গাভীকুল শুনে উরধকাণে
প্রকৃতি উঠে আমোদে হাঁসি'!
এ কি বাজে সে মধুর বাঁশী?
ইন্দ্রসভাতে ভরত মুনি,
সঙ্গে বিশ্বাবসু, তুম্বুরু গুণী,
'লক্ষ্মীস্বয়ম্বর' নাটক চারু
অভিনয় করে নবীন রঙ্গে।
তা'ই কি বাজেও বিনোদ বীণা?
ওতে কি স্বভাব আজিকে লীনা?
উর্ব্বশী, রম্ভা, নাচে তিলোত্তমা;

নূপুর-রবে দিক্ উঠে কি ভাসি’?
কিন্নরকণ্ঠে ললিল তান
অমৃতধারে উঠি’ছে গান?
অথবা নারদ-‘মহতী’-গীতে
গলি’ পড়ে পূত বারির রাশি
মৃদু কলকলে কেশব-চরণে
তরঙ্গবিভঙ্গে নীলিম গগনে?
কিম্বা আদি কবি, পূজ্য ভুবনে,
নব গাথা গা’ন বাণীকৃপায়?
কমলবনে সুরভি ক্ষরে,
ভারতী-‘কছুয়া’-বীণ্ ঝংকরে;
নাগবধূ গাহে চৌদিকে বেড়ি’
প্রবালরতনে সুতনু ভূষি’?

২

কি স্বন সুন্দর!—ও কে বাজায়,
করিয়া কতই চাতুরী?
চিরমধুরতাময় কি যন্ত্র!
আহাহা, কি ওর মাধুরী!

নিখিল-মন-পরাণ হরে
আমূল-মরম-মোহন স্বরে ;
উছলে নদী ; নির্ঝর ঝরে ;
বহে সমীরণ, আমরি !
মধুকর মেলি' ভ্রমর গুঞ্জরে ;
জাগে বনদেবী পুলক অন্তরে ;
দিক্-সুন্দরী হাসে ; ছাড়ায়
বিহঙ্গ কূজনলহরী ;
বিকসে কুসুম মূরতি চারু ;
দূরে নীরধর গরজে গুরু ;
ললিত নাচে তড়িতবালা।
অপূরব যন্ত্র-'মাধুরী' !
দুখমলিন এ দীন দেশে
এ সুখফুল্ল মধুর ভাষে
কে এ, জাগা'য়ে অতীত আশে,
ঢালয়ে মধুর গাগরী ?
যদি বরষ,—বরষ মধু ;
অমৃত হ'য়ে যেন সে মধু

মৃতসঞ্জীবনী রসে জীবয়ে
মৃত জননীর জীবন।
নীরস ধমনী, বিভিন্ন কঙ্কাল,
জননীর আজি জীর্ণ হাড়মাল ;
কুড়া'য়ে যতনে পরাণপণে
গঠ তনু করি' নূতন ;
নবদেহে দেও পূরব-মত
পুন নবতেজে লাবণ্য যত ;
বিদীর্ণ হিয়ায় পরিশোভহ
মন্দারের দাম আবরি' ;
অমূল উজল অমল রতন-
সহিত পরাও কিরীট শোভন
শিরসে ; ছুটুক আগেকার জ্যোতি
সুদূর দিগন্তে সঞ্চারি'।

৩

ও নব বাদক ! মাধুরী ধরি',
নব মধুরতা তাহাতে পূরি'
সরু সু-নম্র সুরে ও মরম

প্রকৃতির মোহ অবশ করি' ;
বিদূষক জনে, ভাবুক-শ্রবণে
ভাসা'য়ে প্রমদনদ-উপরি,
পড়শীঘরে পশিয়া পরে,
ধাও গ্রামপল্লীপুরী-ভিতরি ;
ক্রমে উঠ উচে, আরো উঠ উচে,
উলাসে ভেদিয়া গগনতনু ;
অশেষ বেশে ব্যাপিয়া দেশে,
ধাও, হে, শেষে নবীনজনু ;
অতিক্রম করি' ভুবনের কোণ,
অনন্ত শরীরে মিশিয়া যেও ;
ভারতের চির অসীম যশ
যদি গা'বে, সাধু, সবলে গেও,
নিতান্ত দুর্লভ কবিজনপ্রাণ
বাণীর চরণ হৃদয়ে ধরি'।

৪।

যদি পার, কর দুখী ভারতের
উন্নতি সাধিতে মতি ঃ

যাহে ফিরে হয় নব অভ্যুদয়
ভবে নাম ধরে 'জাতি',
হৃদয়বিহীন আর্য্যসুতগণ,—
তব শিক্ষামদে মাতি'
অসারতা ত্যজি' আঁধার কুটীরে
জ্বালায় খ্যাতির বাতী,
মনের সংসারে যেন যা'তে ধরে
তপনপ্রতিম ভাতি;
অরুণ উদয়ে উষার সহিতে
পোহায় দুখের রাতি!
আর্য্যবংশধর আজিকে আবার
পূরব পুরুষ নাম
রাখুক, আবার জীবিত করুক
পূরব-লুপত-মান!
পুন ভুজবলে নিখিল ধরণী
হউক আরথধাম!
বিদ্যা-বুদ্ধি-তেজ প্রভাবে অধুনা
পুরুক মনস্কাম;

আভার পরিধি- জড়িত অমর-
মূরতি নয়নরাম
আবার লভিয়া, বীর-পরিতাপে
অযুত অযাতযাম
পিশাচ-রাক্ষস- দানব-অশেষ
অনার্য্য-মণ্ডল সব
নাশি' অবহেলে পূরব সাহসে
উদ্ধার করুক ভব!
ফিরি' আর্য্যলক্ষ্মী সকল তনুতে
শোভুক ভূষণ নব!
ভারতী-কিরীটে দীপুক রতন
আবার জলধি ভব!
মনের খেদ কি মনেই থাকিবে?
আর কি ফুটিয়া ক'ব!
এ রূপে কাঁদিতে বিজনে বসিয়া
চিরকাল পাই যেন;
সহৃদয় কোন সুজন-প্রসাদে
ভাঙে না সমাধি হেন। শ্রীঃ—

বিরহী।*

১

কোথা গেলি প্রিয়তমে, নারীরত্ন-রত্নোত্তমে,
জীবিত-বল্লভে! কান্তে! প্রাণের আধার!
কোথা গেলি তোলমুখী, বিড়ালাক্ষী বক্রকুঁখী,
কোথা গেলি হৃদয়ের কলিজা আমার।
উহু মরি, হায় হায়, হুহু ক'রে জ্বলে যায়,
জ্বলিছে হৃদয়ে কুল-কাঠের অঙ্গার,
হায়, প্রিয়ে! মারা যাই, পুড়ে ঝুড়ে হনু ছাই,
তোর পোড়া বিরহের অনলে এবার।
ওই যে রে সমীরণ, করিতেছে স্বন্ স্বন্,
শরীর শীতল নাহি হয় রে উহায়,
ডাকাল অনল সম, পরশি শ্রীঅঙ্গ মম,
তুলিল সহস্র ফোস্কা—এ কোমল গায়।

---

* আমরা লেখককে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইনি কোন্ বিরহী? তিনি বলিলেন, আশ্বিন-মাসের বীণায় যে বিরহিণী' দেখা দিয়াছিলেন, ইনি তাঁহারি বিরহী। বী—স।

চাঁদ তাতে ডিটো দিয়ে, কালানল বরষিয়ে,
বধে বিরহীর প্রাণ, কি করি রে বল না,
কি হবে কি হবে, প্রিয়ে! বিদরিয়ে যায় হিয়ে,
বুঝি আর তোর সনে মোর দেখা হল না।

২

বিকাসি দশনগুলি, ফুটিছে যুঁইয়ের কলি,
ফুটিছে আমার চখে গজাল সমান,
নিশিগন্ধা বেলফুল, করিতেছে প্রাণাকুল,
নাহি হ'ল, জান্! মোর মুস্কিলে আসান।
এত দিনে জানিলাম, এত দিনে বুঝিলাম,
কবির বর্ণনা কভু মিছে কথা নয় রে!
কোকিলের কুহুস্বরে, মন প্রাণ হুহু করে,
কৌমুদী, মলয়ানিল, সদা প্রাণ দয় রে।
দুরন্ত বসন্ত এল, ধরা রসাতলে গেল,
করিল লো এলোথেলো পাগল আমায়,
পিরাণ সহে না গায়, মোজায় পা জলে যায়,
বেজায় বিরহ, প্রিয়ে! জীবন মজায়।

বিছানা বিছার প্রায়, দংশিছে সদা আমায়,
বালিস কুলিশ সম সদা বাজে শিরে রে!
দিতে গুড়ুকেতে টান, করি অগ্নিশিখা পান,
মহা-অগ্নি সদা জ্বলে উপরে ভিতরে রে!

৩

হায়, রে চাকুরি আশে, আমি এই দূরদেশে,
বেয়াড়া বিরহানলে বিঘোরে এখন,
তোমার প্রাণের বঁধু, না হেরে ও মুখবিধু,
পুড়িয়া মরিল, হায়, থাকিতে জীবন।
বসন্ত এসেছে ভবে, পুলকিত চিত্ত সবে,
আমিই করি'ছি দুখে বিদেশেতে বাস,
ধরিনু চরণ দুটী, তবু ত দিল না ছুটী,
অপ্রেমিক সাহেবের হোক সর্ব্বনাশ।
কি বুঝিবে তারা এর, মাহাত্ম্য কত প্রেমের,
প্রেমিক তাহারা যত সব জানা আছে,
বিলাতে রাখিয়া বিবি, তার ফটোগ্রাফ ছবি
লয়ে হেথা বুকে ক'রে দিন কাটাইছে।

বিলাতি প্রেমের কথা, কে বল বুঝিবে হেথা,
সতীত্ব-ড্যামেজ শোধ টাকা দিলে হয় রে!
এমন প্রেমিক যারা, আমাদের প্রেম-তারা,
কেমনে বুঝিবে? হায়, প্রাণ ফেটে যায় রে!!

৪

বাপ্ রে, কি জ্বালা হল, জ্বলে গেল, জ্বলে গেল,
কি করি কি করি বল, জলে দি'গে ঝাঁপ,
একেই বিরহ বলে, জানিনু রে এত কালে,
আগুন! আগুন! প্রাণ জ্বলে গেল বাপ্!
দারুণ বিরহানল, প্রেমানল, মনানল,
নূতন রে উপসর্গ জঠর-অনল,
তাতে পুনঃ ক্রোধানল, করিছে দ্বিগুণ বল,
জ্বলিল জ্বলিল মোর হৃদয়-কমল!
হায়, এ দারুণানল, নিবে না রে দিলে জল,
দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠে নয়নের জলে,
এত আমি কাঁদিলাম, এত জল ফেলিলাম,
দ্বিগুণ দ্বিগুণ হয়ে উঠিতেছে জ্বলে।

আসি যদি দমকল, কলে করে দেয় জল,
তবু এ বিরহানল, কভু না নিবিবে রে!
এ অনল নিরবাণ, এ দুঃখের অবসান
হবে যবে চিতানল আমার জ্বলিবে রে!!

৫

হা সতি! হা বলবতি! সদা গহনায় মতি,
কোথায় রহিলি, প্রিয়ে! জটিলকুন্তলে!
না হেরে পোড়ার মুখ, ফাটেরে ফাটেরে বুক,
বারেক হল না দেখা এ অন্তিম কালে!
মনে ছিল যত সাধ, তাহে হল পরমাদ,
পরাতে নারিনু তোরে স্বর্ণ-চন্দ্রহার,
বারাণসী শাটী দিয়ে, কাল দেহ আবরিয়ে,
নারিনু দেখিতে লাল কুচের বাহার।*
না জানি রে হতভাগি! রে পোড়াকপালি মাগী!
এ বসন্তে পেতেছিস তুই কত যাতনা,
তমালে পিয়ালে তালে, ডাকে পিক তালে তালে,
বধিছে রে তোর প্রাণ, বুঝি আর বাঁচ না।

---

* এই উপমাটির অনেক দর। বী—স।

যা হোক, এ যাত্রা, সই! যদি প্রাণে বেঁচে রই,
নিদাঘ বরষা অন্তে দেখা হবে শরতে,
পাইলে পূজার ছুটি, যাব পুনঃ ছুটাছুটী,
প্রেমময় মুখ তব প্রেমভরে হেরিতে।

শ্রীঃ—

"কোন্ পাপনিশাচরে হরিল মরম পীড়ি' মুকুটের মণ্ডন?"

১

কোন্ পাপনিশাচরে হরিল মরম পীড়ি'
মুকুটের মণ্ডন?
বিধির লিখন-ফলে কবে বা ভূষিব পুন
সে পরম রতন!
যাহার আলোক আর না লভিয়ে, অন্ধকার-
কবলে বিলীন আর্য্য-সুবরণ-ভবন!
আর নাহি দিবারাতি পূরব মতন-ভাতি;
জ্বলে না সে সুখ-দীপ ধরি' চারু কিরণ!

২

দুখিনী জননী আজ পরণ-কুটীরে, মরি,
করি'ছেন ক্রন্দন,
অনাথিনী, চিরদীনা ;—বধিয়াছে অরি তাঁ'র
প্রাণসম-নন্দন,
কারাগৃহে কুলনারী ফেলে নিত্য আঁখি-বারি,
সতীত্বহরণ স্মরি' পতিধন-নিধন !
শিশু সুত পথধারে কাঁদি' ফিরে দ্বারে দ্বারে
একমুটি অন্নতরে, পিতা মাতা বিহীন !

৩

মনোরথ-পথে আজ মনের হরষে, হায়,
চলিতে না পারি !
ভুলিয়া বাড়াই পা, বিষম পড়য়ে টান,
কোন্ পাপনিশাচরে হরিল মরম পীড়ি'মুকুটেরমণ্ডন
শত মোণ ভারি
কঠিন নিগড়ে বাঁধা ; ব্যথয়ে পরাণ বড়
ঝনঝন ঘোর স্বনে, নিবারিতে নারি !

না পারি কহিতে কথা　মন খুলে যথাতথা,
কে দিল রসনা কাটি'? না পাই বিচারি!

৪

চাহিয়া দেখিতে চাই একবার আঁখি ফুটি',
তা'ও ত পারি না!
কে দিল বাঁধিয়া ঠুলী, জীবনে করিয়া মৃত,
তা'ও ত জানি না!
নয়ন থাকিতে অন্ধ,　ঘানির বলদবন্ধ—
সমান সংসারে ঘুরি'!— কা'র তরে,—বুঝি না!
হৃদয়ের কোষ পূরি' নিশ্বাস ফেলিতে নারি;
কে দিল বিদারি' মূল,—তাহাও ত দেখি না!

৫

কোন্ বিড়ম্বনা-বলে পাই না শুনিতে আজ
দু'টি কাণ পাতিয়া!
কে দিল বধির করি'　জনমের তরে, মরি,
কি বিরাগে মাতিয়া!
মনস্কাম প্রাণপণে　সফলিতে সযতনে
কই পারি (কি দুখ, রে) বহু চেষ্টা করিয়া!

মনের সে অভিলাষ হ'তে হ'তে না বিকাশ,
ইন্দ্রধনু-সম ক্ষণে যায় মনে মিলিয়া !

৬

কোন্ গুরু পাপফলে মুক্তপথে নাহি চলে
আর সে পবন ?
গরলে সকল কেন পূর্ণ আজ ?—হ'ল কোন্
সিন্ধুর মথন ?
ডাকে না কো আর পাখী স্বেচ্ছায় স্বতন্ত্রভাবে,
কোন্ দাবানলে আজ দগধ কানন ?
এ অরিষ্ট দূরে যা'বে ; শরীর নীরোগ হ'বে ;
পীড়া অত্যাচারে প্রায় বাহিরে জীবন !

৭

দুখের দুর্দ্দিন, প্রভো, নাশহ করুণা করি',
অহে দীনপালক !
এ ক্ষীণ জাতিরে এবে পরম শরণ তব
দেও, দুখিতারক !
কালান্ত প্রলয়ঘন, স্বেচ্ছাচার-প্রভঞ্জন,
তাড়না-ভীষণঝঞ্ঝা (ভুবন-বিনাশক),

অধীনতা-বজ্রপাত দূরে পলাইয়া যা'ক,
দুখের প্লাবন লোপি' শোণিতের শোষক !

৮

বিমলতা বিরাজিবে পুন চারু দ্যুতি ধরি'
এ মলিন আকাশে !
নবভাব প্রপূরিতা হইবে প্রকৃতি ফিরে
নিরমল সুহাসে !
নিরমল প্রফুল্লতা ধরাতে আসিবে কভু !
খেলিবে পঙ্কিল জলে সৌদামিনী সুভাসে !
সুখ-রবি-সমুজল বিসারি' ময়ূখমাল
দীপিবে ভুবনে কবে গৌরবের উ'ছাসে !

৯

শান্তির সমীর ধীরে বহিবে কখন আর
মৃদু ফুর ফুরণে !
অতুল কুসুম ফুটি', জগত শোভুক, মধু-
সুরভি-বিতরণে !
ষটপদ-মধুকর গুঞ্জর-ঝঙ্কার-সাথে
নাচিবে কাননস্থলী বিহঙ্গের কূজনে !

মিলিয়া পাপিয়া-শ্যামা গা'বে সমবেত তানে,
কোমল-কোকিল-কল-কাকলী-কুহরণে!

১০

কালে কি হ'বে না, নাথ, সুদীন ভারতধামে
অভিলাষ পূরণ?
অসাধ্য সাধিত হয় তোমার ইচ্ছার বশে।
চির র'বে মগন
অকূলপাথার-নীরে ভাগ্যের তরণী? ফিরে
সুপথে অদৃষ্টচক্র করিবে না গমন?
দেবেরা সহায় হ'বে মানবের; পরাভবে
পলা'বে দানব কবে পাতালের ভবনে?
পাপের কালিমা লোপে পুণ্যের পরশে পুন
লভিবে ত্রিদিবদ্যুতি আর্য্য-পূতভবন।

শ্রীঃ—

ভালবাসার পরিণাম।

১

'ভালবাসা' এ মধুর এ স্বর্গীয় নাম
কে জানে এমন হ'রে, হায়!
'ভালবাসা' আদি-সুধা—বিষ-পরিণাম,
প্রাণ যায় যায়!
ভালবাসা ভাল ক'রে শিখে হ'ল এই পরে,
সর্ব্বস্ব আমার, হায়, গেল রে!
অমৃত গরল হ'ল, কল্পতরু বিষফল
উগারিয়ে দিল রে!

২

প্রিয়তম!—না না—
ক্রূরতম! তব চিত কিসে বল নিরমিত,
মানব-আকারে তুমি কোন্ নিশাচর?

তৃষায় দেখা'য়ে আশা, বিষে মাখি' ভালবাসা;
প্রাণের জীবনী শক্তি করিলে অন্তর!
চিনিতে না পারি', হায়, পড়িনু তোমার পায়,
বিনি-মূলে বিকাইয়ে প্রাণ কলেবর,
কে জানে সুবর্ণকোষে হেন বিষধর?

৩

যে দিন প্রথম দেখা তোমায় আমায়,
মনে আছে?—তব মনে স্বপনের প্রায়।
কিন্তু আমি ভুলি নাই, মনে গাঁথা সর্ব্বদাই,
যে দিন প্রথম দেখা তোমায় আমায়,
কি যে সেই দিন মোর—কি কহিব, হায়!
শিখিনি এমন কথা, সেই মম মন-গাঁথা
প্রথম-সাক্ষাৎ-ভাব শুনাই তোমায়;
কভু যে পারিব,—তা'রো আশা বা কোথায়?

৪

নয়নে নয়নে সেই প্রথম দর্শন
(পূর্ব্বে এ জীবনে যাহা ঘটেনি কখন)

কি যে করেছিল মোরে, ক'ব তা' কেমন করে,
অভিধানে কথা কই দেখি না এমন,
জানি না, অথচ জানি কি যে সে দর্শন।
যেই খানে সেই দেখা, সেখানে অমৃত-মাখা
দেখিনু স্বর্গীয় এক মূর্ত্তি অতুলন ;
সেই মূর্ত্তি তুমি ;—কিন্তু কোথায় এখন ?

৫

নিষ্ঠুর—নির্দ্দয়—ক্রূর—বিষাক্তহৃদয় !
কই সে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ?—এ যে বিষময় !
কই সে স্বর্গীয় চিত্র অনুপম সুপবিত্র,
পরাণ-ভুলান দৃষ্টি কই, নিরদয় ?
অক্ষয় ভাবিনু যা'রে—এবে তা' বিলয় !
সে দিন তোমারে দেখে, বিশ্বাস-পীযূষ মেখে
মনের সহস্রমুখে, করিনু নিশ্চয়,—
দুঃখের জগতে সুখ-মূর্ত্তির উদয়।

৬

ভুলিলাম একেবারে না ভাবি' পশ্চাৎ,
বুঝি নাই শেষে পা'ব বিষম আঘাত।

বুঝি নাই যেই ঘন বারি করে বিতরণ,
সেই ফের করে শিরে অশনি নিপাত।
বুঝি নাই আগে দেখে, যাহারে হৃদয় রেখে
জলন্ত অনলে বক্ষ হ'বে ভস্মসাৎ,
শুখাইবে মন-ভরা আশার প্রপাত।

৭

হা কঠিন! হা বঞ্চক! হায়, প্রতারক!
অমৃতের হেমভাণ্ডে জ্বলন্ত পাবক!
এই যদি ছিল মনে, কেন তবে সেইক্ষণে
সরিলে না?—ফেলিতাম নয়নে পলক,
যত্নে করতল ঢাকি' মুদি' থাকিতাম আঁখি,
নাহি দেখিতাম আর বাহির আলোক,
যে আলোকে তব সম জীবন-শোষক!

৮

প্রণয়—কি ভয়ানক! কূটপ্রস্রবণ!
দিন নাই, রাত্রি নাই প্রবাহি'ছে সর্ব্বদাই
অস্ফুট অশ্রুত, তবু গভীর গর্জ্জন!
চঞ্চল প্রবাহে যা'র ঢালি' প্রাণমন,
শীতল হইব ভে্বে পুড়িনু এখন!

মিছে কেন ভালবাসা   দেখা'য়ে আমার আশা
ফলবতী না হইতে, করিলে ছেদন,
কে জানে তোমার প্রাণ কঠিন এমন!

৯

এই না নয়ন তব?—তুমি যে নয়নে
সেই যে কি দৃষ্টি-রেখা   ঢালিয়ে সাধিলে দেখা,
হইলে "আমার" বিনা বাক্য-আলাপনে?
এই না নয়ন সেই? আমি যে নয়নে
আমার নয়ন রাখি'   অনিমেষে চেয়ে থাকি'
তোমা ছাড়া ভুলিলাম যা' আছে ভুবনে,
হইনু "তোমার"—আজো তাই জানি মনে।

১০

কিন্তু তুমি, হা কঠিন! ছলিয়া আমায়,
কোথায় চলিলে আজ কাটিয়া মায়ায়?
তদ্গত জনেরে ভুলি',   কাপট্যের দ্বার খুলি',
কেমনে পশিলে তা'য়, কিসের আশায়?
যেও না—চরণে ধরি',   যেও না—পরাণে মরি,
যেও না—যেও না—শত শপথ তোমায়,
তুমি গেলে আর মোর কে আছে কোথায়?

১১

প্রাণের ভিতরে মোর—মনের ভিতরে
কিছুই ত রাখ নাই এক এক ক'রে
ল'য়েছ সকলি তুমি, বল দেখি, তবে আমি
খালি প্রাণে—খালি মনে, কি আশ্রয় ধ'রে
থাকিব, নির্দ্দয় ! এই সংসার ভিতরে ?
খালি ক'রে প্রাণ মন, দিয়াছি সকল ধন,
খালি প্রাণে—খালি মনে কত যত্ন ক'রে
রেখেছিনু এক ধন স্বর্গীয় আদরে।
কি সে ?—আর কিছু নয়, ও কঠিন নিরদয় !
তোমারি সে 'ভালবাসা' জীবনের তরে।

১২

কিন্তু, হায়, তোমা হেন ছলের ছলনে
নিজেরো সর্ব্বস্ব গেল, ছলিত বচনে।
তুমিও যা' মোরে দিলে, তা'ও ফের কেড়ে নিলে,
এ কাপট্য-খেলা খেলে, রাখিলে ভুবনে
দত্তাপহারীর চিত্র অক্ষয় রঞ্জনে !

আমার সমান যেই, দেখুক নয়নে সেই
আমার নয়ন ল'য়ে তোমা হেন জনে,—
দত্তাপহারীর চিত্র অক্ষয় রঞ্জনে !

১৩

স্বর্গীয় রতন যাহা, মূল্য নাই যা'র,
হেন প্রেম কেন এল ভূতল মাঝার !
যেথানে তোমার মত অপ্রেমিক অবিরত
প্রেমপ্রিয় জনে ছলে নির্দ্দয় হইয়া,
কেন সে ভূতলে প্রেম মরিল আসিয়া !
যে প্রেমেরে রক্ষা করা, যে প্রেমের প্রেম ধরা
প্রকৃত প্রেমিক বই সাজে না অপরে,
তোমা হেন জন তা'রে রাখিবে কি ক'রে !

১৪

প্রেম ! প্রীতি !—ভালবাসা !—প্রণয় ! প্রণয় !
এ মানবভূমি তব বাসভূমি নয়।
রবিতপ্ত শিলা'পরে কুসুম কেমন ক'রে
থাকিবে সরস ?—হায়, শুকাইয়া রয় !
এ মানবভূমি তব বাসভূমি নয়।

যথায় বঞ্চক-বক্ষ, কে তথায় তব পক্ষ ?
যেখানে ছলনা-স্রোত পলে পলে বয়,
সে মানবভূমি তব বাসভূমি নয়।

১৫

হা কঠিন ! ভুলাইয়ে মজা'লে আমায় ;
ধাঁধিলে নয়ন মম বিদ্যুত-আভায়।
বুঝা'য়ে অমৃতাশয়, মহামরীচিকাময়
মরুভূমে ফেলি' মোরে পালাও কোথায় ?
পালায়ো না—পালাইলে—দলি' মোরে পায় !
উহু, এ কি হ'ল, হায়, প্রেমচোর ওই যায়,
তুইও তবে কেন, হায়, যা'স্‌নি, রে প্রাণ ?
জীবনে মরণ—ভালবাসা-পরিণাম !

অর্জ্জুন-প্রতিজ্ঞা।

১

ষোড়শবর্ষীয় নবীন কুমার
বীর অভিমন্যু সপ্ত-রথি-রণে,

প্রবেশি বিক্রমে দম্ভে কাঁপাইল,
কৌরব দলের খ্যাত বীরগণে।

২

এক এক রথী বীরেন্দ্রকেশরী—
যুঝে একে একে কুমার-সহিত,
সকলেই ক্রমে মানি অভিভব,
সকলেই ক্রমে হইল চকিত!

৩

একা সৌভদ্রেয় সপ্ত-রথি-মাঝে
দুই হস্তে অসি উলটে পালটে,
সপ্ত-দিক রক্ষা করি অবহেলে,
দেখায় বীরত্ব হুঙ্কার-দাপটে।

৪

'ন্যায়-যুদ্ধে কভু হবে না পরাস্ত'
এই বাল-বীর অচল অটল;—
ইহা মীমাংসিয়া বৃদ্ধ কুরুগণ,
স্থাপিল সমরে অন্যায়-কৌশল!

৫

একবারে সপ্ত বাণ বরষিল,
 একবারে হানে অসি সপ্তখান,
তথাপি কুমার অটুট-বিক্রম
 নাশিতে লাগিল বিপক্ষ-সন্ধান।

৬

অজস্র আঘাতে ক্রমে ক্ষীণ-রক্ত
 হইয়া আর্জ্জুনী ললাট-পরশি,
দাঁড়াইল তথা অবসন্ন-দেহে,
 নেত্রে নিকলিল অন্তর্জ্বালা-রাশি!

৭

অভিমন্যু-বীরে দেখি ক্ষুণ্ণ-বল,
 নির্ম্মম পুরুষ দুষ্ট জয়দ্রথ
করি বীরপণা বালকের মুণ্ড,
 কেটে অসি-ঘাতে করে ভূমি-নত।

৮

এ হেন ভীষণ বারতা শুনিয়া,
 বিক্রম-কেশরী বীর ধনঞ্জয়

শোক-দুঃখ রোষে কম্পিত শরীর,
রণ-স্থলোপর উপনীত হয়।

৯

ভয়াল-মূরতি বিকট-হুঙ্কার
ছাড়েন বিক্রমী বীর-পুত্রে স্মরি ;
বিশাল রক্তিম ভীম-বজ্র-দেহ
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে উঠিছে শিহরি !

১০

রক্ত-জবা-কম্প বিশাল-নয়নে
অজস্র নিকষে বিদ্যুৎ-অনল,
পলকে চমকে জ্বালাময়ী দিশি,
বিকট-বিভ্রান্ত-দৃশ্য রণস্থল !

১১

দন্তে দন্ত পার্থ করেন ঘর্ষণ,
মুহুর্মুহুঃ ঘন নিঃশ্বাস নিকলে,
ঘন হুহুঙ্কারে মুহুর্ভূমিকম্প
অন্তর্ভেদী নাদ সতত সুধাংশে !

১২

কাঁপে কুরুক্ষেত্র কাঁপে রথ-রথী,
ভয়ে জীবগণ হয় দিশাহারা,
চমকে চকিত শূন্য-জল-স্থল—
চমচমচমে ঘোরে যেন ধরা!

১৩

করতল-যুগ করে নিষ্পেষণ,
প্রতিহিংসা-রক্তে স্ফুরিছে ধমনী;
সেই রণস্থলে গভীর-গর্জ্জনে
বলিতে লাগিল বীর-চূড়ামণি—

১৪

"আমি বর্ত্তমানে প্রাণ-পুত্র মম
যদি শত্রু-হস্তে হলো অপহত,
তবে এ দেহের প্রয়োজনে ধিক্,
ধনঞ্জয় নামে ধিক্ শত শত!

১৫

"ধিক্ ক্ষত্র-রক্তে, ধিক্ বীরকুলে,
ধিক্ পাণ্ডুবংশে, ধিক্ বাহুবলে,

ধিক্ ধিক্ মোর গাণ্ডীব ধনুকে,
ধিক্ অসি-মুষ্টি এই করতলে!

১৬

"ধিক্ মাতৃস্তন্যে ধিক্ ভোজ্য-পানে,
ধিক্ ধিক্ ধিক্ বীরত্বে আমার!
তবে যদি পারি দিতে প্রতিশোধ,
তা' হলে বুঝিব ক্ষত্র-বীর্য্য-সার।

১৭

"সাক্ষী চন্দ্র সূর্য্য, সাক্ষী রথ-রথী,
সাক্ষী আর যত নর-হস্তী-হয়,
সবার সাক্ষাতে অর্জ্জুনপ্রতিজ্ঞা
করে আজি এই নিত্য নিঃসংশয়—

১৮

"যেই কাপুরুষ জয়দ্রথ আজি
বধে অভিমন্যু অন্যায় সমরে,
কালিকার সূর্য্য অস্ত না হইতে
অবশ্য অর্জ্জুন বধিবে তাহারে!

১৯

"রুধিরপিপাসু এই ক্ষত্র-খড়্গে
জয়দ্রথ মুণ্ড দ্বিখণ্ড করিব,
তার রক্ত-স্রোতে ডুবায়ে ইহারে
শোণিতের তৃষা শান্তি করাইব।

২০

"আজি যেই সূর্য্য উদিয়া আকাশে,
দেখিয়াছে হতে অভিমন্যু হত,
কালি সেই সূর্য্য দেখিবে নিশ্চিত,
এই হস্তে হত হবে জয়দ্রথ।

২১

"আজি রক্ত-পায়ী পশু-পক্ষী যত
অভিমন্যু-রক্তে পুষিয়াছে দেহ,
কালি জয়দ্রথ-রক্ত পান করি,
হবে তৃপ্ত তারা নাহিক সন্দেহ।

২২

"আজি মোর দেহে আছে পরিধেয়
নিষ্কলঙ্ক শুভ্র বিমল বসন,

কালি এই বস্ত্র জয়দ্রথ-রক্তে
হবে কলঙ্কিত লোহিত বরণ!

২৩

"ল'য়ে তার রক্ত অঞ্জলি অঞ্জলি,
পুত্রের তর্পণ করিব যখন,
সার্থক মানিব এই যুগ্ম-কর,
কথঞ্চিৎ শান্তি লভিব তখন।"

২৪

ধন্য রে প্রতিজ্ঞা ধন্য বীর-বাক্য!
ধন্য রে ভারত বীর-শ্রেষ্ঠ-ধাম;
ধন্য কুরুক্ষেত্র ধন্য ক্ষত্র-বীর্য্য,
ধন্য রে ভারতে অর্জ্জুনের নাম।

২৫

করিয়া প্রতিজ্ঞা বীরচূড়ামণি,
যাপেন সে দিন আক্ষেপের ভোগে,
রজনী-প্রভাতে রণসজ্জা করি,
প্রতিজ্ঞা পালিতে যান মহাবেগে।

২৬

সার্থক বীরত্ব সার্থক সে বাহু—
সার্থক সে শিক্ষা সংগ্রাম-কৌশল ;
না হইতে রবি অস্তাচলগামী,
করিলেন পার্থ প্রতিজ্ঞা সফল !

২৭

তাই বলি—
রে ভারত ! এ কি সেই ভূমি তুমি ?
যেখানে জনমি বীর ধনুঞ্জয়,
অদ্ভুত প্রতিজ্ঞা করিয়া পালন,
বীরত্বের কীর্ত্তি রেখেছে অক্ষয় ?

২৮

তোমার বক্ষেতে আছে কি অদ্যাপি
সেই কুরুক্ষেত্র প্রিয়তম স্থান—
যাহার স্মরণে আজিও মানব
পায় মৃত-দেহে ক্ষণজন্য প্রাণ ?

২৯

কোথা আছে সেই পুণ্যময় ভূমি,
বীরত্ব পরীক্ষা হয়েছিল যথা ?

বল দেখি, দেবি! তাহার আখ্যান,
শুনি একবার জীবন্ত বারতা!

৩০

অথবা গো তুমি সে ভারত নও,
সেই দেশ কিসে হইবে প্রত্যয়?
যে দেশের লোক আপনা আপনি
কাপুরুষ বলি দেয় পরিচয়!

৩১

কেমনে বিশ্বাস করিব, গো দেবি!
আমরাই পূর্ব্ব-আর্য্যের সন্তান,
তা হলে কি আজি জীর্ণ শীর্ণ দেহে
ভিক্ষুকের বেশে করি অবস্থান?

৩২

বলিতে কি, দেবি! আরো বলি শুন,
যদি পার্থবংশ থাকিত হেথায়,
তা হলে কি সেই বীর্য্যবান ক্ষত্র
দাসত্ব পসরা বহিত মাথায়?

২৩

এ ভারত যদি সে ভারত হয়,
তবে কোথা সেই অস্ত্র শস্ত্র তূণ ?
কোথা ক্ষত্র-বীর্য্য কোথা সে বীরত্ব—
কোথা সে প্রতিজ্ঞা কোথা সে অর্জ্জুন ?

২৪

কিছু নাই ;—এযে দেখিনু স্বপন,
অদ্ভুত ব্যাপার, হইনু হতাশ ;
সুর-সিংহাসন অসুরের পদে
হয়েছে দলিত,—এ কি সর্ব্বনাশ !

শ্রীঃ—